আকাবির কা সুলূক ও ইহ্সান

(বুযুর্গগণের পীর-মুরিদীর তরিকা)

তাসাওউফ ও পীর-মুরিদীর বাস্তবতা ও সুলূকের ক্ষতিকর বিষয়
এবং শায়েখের প্রতি মুরিদের আদব সম্পর্কে

মূল

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেব
মুহাজিরে মাদানী (রহ.)

উর্দূ ভূমিকা

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)

উর্দূ সংকলক

হযরত মাওলানা সূফী মুহাম্মুদ ইকবাল সাহেব হুশিয়ারপুরী
পরে মাদানী

বাংলা সম্পাদনা

ফকীহুল উম্মত (মুফতীয়ে আজম, দারুল উলূম দেওবন্দ) মুফতী
মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী (রহ.) এর সুযোগ্য খলীফা, শায়খুল হাদীস
হযরত মাওলানা মামূন রশীদ সাহেব (দা.বা.)

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুয যাকারিয়া

www.eelm.weebly.com

সূচিপত্র

বাংলা সম্পাদকের কিছু কথা ০৬

হযরত আবুল হাসান আলী নদভী (দা.বা.) কর্তৃক ভূমিকা ২২

সংকলক কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ৩৫

প্রথম অধ্যায় ৩৬

তাসাওউফের হাকীকত ও তার উৎপত্তিস্থল ৩৬

হাকিকী তাসাওউফ ৩৭

মুকাররব ও মুহসিন বান্দাকে সূফী বলা হয় ৩৮

হযরত আবু ইয়াহ্ইয়া যাকারিয়া (রহ.) এর বাণী ৩৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের তাসাওউফ ৪১

তাসাওউফের সংজ্ঞা ৪১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ৪৩

হযরত শাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহ.) এর বর্ণনা ৪৫

আল্লামা শামী (রহ.) এর বর্ণনা ৪৫

ইমামে রব্বানী হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এর বাণী ৪৫

তাসাওউফের হাকীকত সম্পর্কে আশেক এলাহী সাহেবের অভিমত ৪৬

তাসাওউফের অপর নাম ঈমান ৪৬

সাধারণ লোক ও নিসবতধারী লোকদের ইবাদতের পার্থক্য ৪৭

হযরত ইমামে রব্বানী গাঙ্গুহী কুদ্দিসা সিররুহুর প্রবন্ধ ৪৭

প্রশ্ন ঃ এ তাসাওউফ আবার কোন ধরণের মুসিবত? ৫০

পায়ে হেটে দরিয়া পার হওয়ার ঘটনা ৫২

www.eelm.weebly.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী ৫৬
নবীর জামানায় তাসাওউফের এ ধারা ছিল না ৫৭
একটা প্রশ্ন ও তার উত্তর ৫৭
হযরত শায়খুল হাদিস (দা.বা.) এর পক্ষ থেকে উত্তর ৬০
সকল প্রকার যিকির শোগলের সারাংশ ৬৫
কুতুবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এর বাণী ৬৫
আনুগত্যের উদ্দেশ্য ও সাহাবাকেরাম (রাদি.)এর ভক্তি ও বিশ্বাস ৬৭
তাওয়াজ্জুহ ও নিস্বতের প্রকার ভেদ ও মুরিদ করার অনুমতি ৬৯
না আহাল ও অযোগ্যকে মুরিদ করার অনুমতি প্রদান ৭১
জনৈক ডাকাত বুযুর্গ হওয়ার ঘটনা ৭২
বুযুর্গগণের নেক নজর কার্যকরী হয়ে যায় ৭৩
হক্কানী মাশায়েখদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভয়ানক বিষয় ৭৫
হযরত হাজী সাহেব (রহ.) এর খলিফা দুই ধরণের হতেন ৭৫
খেলাফত লাভে গর্বিত হওয়া ঠিক নয় ৭৬
নিস্বতের হাকীকত ৭৮
নিস্বতের প্রকার সমূহ ৮০
নিস্বতে ইন্য়েকাসী ৮০
নিস্বতে ইল্কায়ী ৮১
নিস্বতে ইস্লাহী ৮৩
হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী (রহ.) এর রিয়াজত মুজাহাদা ৮৪
নিস্বতে ইত্তেহাদী ৯৩
বুকে বুক লাগিয়ে সব কিছু লাভের ঘটনা ৯৭

www.eelm.weebly.com

পরিশিষ্ট ১০০
শায়েখ আবু আব্দুল্লাহ উন্দুলুসী (রহ.)এর শিক্ষনীয় ঘটনা ১০২

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুলূকের ক্ষতিকর বিষয়সমূহ ও মুরিদের আদব প্রসঙ্গে ১২০
যে সমস্ত বিষয় সূলূকের জন্য ক্ষতিকর ও প্রতিবন্ধক ১২০
হযরত শায়খুল হাদিস (দা.বা.) এর পক্ষ থেকে উত্তর ১২৩
সংকলকের পক্ষ থেকে শায়খুল হাদিস (দা.বা.) উত্তর প্রসঙ্গে ১২৬
হযরত গাঙ্গুহী কুদ্দিসা সিররুহুর বাণী ১২৯
হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) এর পিকদান পান করা ১৩০
আপন শায়েখের প্রতি হযরত রায়পুরী (রহ.) এর মহব্বত ১৩০
হাজী সাহেবের খেদমতে ইমামে রব্বানীর অবস্থান ও পরীক্ষা ১৩১
মৌলবী আহমদ হাসান সাহেব (রহ.) এর ঘটনা ১৩৩
কান্নাকাটি ছাড়া উপায় নেই ১৩৩
শায়েখের নারাজী ও মনঃকষ্ট ১৩৩
সংকলকের পক্ষ থেকে বর্ধিত সুলূকের ক্ষতিকর বিষয়সমূহ ১৩৬
সুলূকের জন্য আনুগত্য জরুরী ১৩৬
মুরিদের আদবসমূহ ১৩৭
হযরত সুলতানজীর ঘটনা ১৪১
যে মুরিদ শায়েখের কলব হিফাজত করে না ১৪২
হযরত জুনায়েদ (রহ.)এর প্রশ্ন, ঈদের নামায কোথায় পড়বেন? ১৪২

www.eelm.weebly.com

আওয়ারিফ থেকে মুরিদদের আদব প্রসঙ্গে ১৪৩
শায়েখের মজলিসের আদব ১৪৫
শায়েখের মর্তবা ১৪৬
নফসানী খায়েশ সৃষ্টি হওয়ার কারণ ১৪৬
মণি-মুক্তার সন্ধানে ১৪৭
আদবের গুরুত্ব ১৪৮
শায়েখের আদব ১৫০
সাবেত ইবনে কায়েস (রা.) এর ঘটনা ১৫১
হযরত সাবেত (রা.) এর কারামত ১৫৩
তাকওয়ার পরীক্ষা ১৫৪
হযরত আব্দুল কাদের (রহ.) এর কর্মপদ্ধতি ১৫৬
মুরিদ ও শায়েখের সম্পর্ক ১৫৬
শায়েখের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে ১৫৯
শায়েখের দিকে রুজু করা ১৬০
শায়েখের উপযোগী সময় কখন সে সন্ধানে থাকা ১৬১
বেশি বেশি প্রশ্ন করা ১৬১
তাওহীদে মতলব ১৬৩
মুরীদের শান ১৬৪
পরিশেষে হযরত শায়েখুল হাদিস সাহেবের একটা বাণী ১৬৬
সবশেষে সংকলকের পক্ষ থেকে একটা পরামর্শ ১৬৭

www.eelm.weebly.com

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (দা.বা.) কর্তৃক

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد واله واصحابه اجمعين؛

ইতিহাস সাক্ষি দিচ্ছে, (১) যে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ও পরিপূর্ণ ধার্মিকতা গ্রহণ করার সময়, (২) সৎচরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার ক্ষেত্রে, আদব-আখলাক ও আচার-ব্যবহার শিক্ষা করার সময়, (৩) সকল প্রকার দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে, (৪) বাতেনী শরীয়ত শিক্ষা করা তথা ইস্‌লাহে নফস ও আত্মশুদ্ধি অর্জন করার সময়, (৫) বিলীন হয়ে যাওয়া ধর্মীয় বিষয়ের সংস্কার-সংশোধন করা ও তার তাবলিগ করার ক্ষেত্রে, (৬) ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা করাসহ সকল প্রকার দ্বীনি বিষয়সমূহ প্রতিষ্ঠার সময় সর্বদা দুটি অবশ্যম্ভাবী কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া

www.eelm.weebly.com

সম্ভব নয়, আজ পর্যন্ত কেউ কোন দিন তা থেকে পরিত্রাণ পাননি। সে দুটি বিষয় হলঃ

(এক) কোন ধর্মীয় বিষয় প্রতিষ্ঠা করার সময় তার উপায়-উপকরণসমূহ মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে যায়।

(দুই) আল্লাহ ও নবী প্রদত্ত ধর্মীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আভিধানিক ও সামাজিক পরিভাষা প্রতিবন্ধক ও পর্দা হয়ে দাড়ায়।

অথচ এ উভয় বিষয় অর্থাৎ (১) দ্বীন হাসিলের উপায়-উপকরণসমূহ এবং (২) আভিধানিক ও সামাজিক পরিভাষার ব্যাবহার, দ্বীন হাসিল করার মেহনতের সময় সামনে রাখা অত্যন্ত জরুরী এবং কুদরতী ও সৃষ্টিগত বিষয়। এগুলো ব্যতীত ধর্মের উপর চলা, পরিপূর্ণ ধার্মিকতা গ্রহণ করা, দ্বীনের তাবলীগ ও প্রচার-প্রসার করা, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা এবং মানুষকে তা বুঝানো সাধারণত সম্ভব হয় না।

তবে ধর্মীয় বিষয় প্রতিষ্ঠা করার উপায়-উপকরণসমূহ ও এর আভিধানিক এবং সামাজিক পরিভাষা মূল লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয় হাসিল করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সহায়ক ও সেবকের ন্যায়, এগুলোকে আসল উদ্দেশ্য মনে করা ঠিক নয় বরং কোন কোন সময় সাময়িক প্রয়োজনে এগুলো গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়, যে কারণে অনেক সময় এগুলোকে মূল লক্ষ্যবস্তুকে পূর্ণতা দেওয়ার ক্ষেত্রে এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করাও হয় এবং অনেক সময় এ সমস্ত বিষয়কে মূল লক্ষবস্তুর মত রূপ দেওয়া হয় এবং তা পালন করার প্রতি জোর দাবিও করা হয়।

তবে উল্লেখিত ছয়টি ধর্মীয় বিষয়ের (মুজতাহিদ) অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজন মনে করলে সে উপায়-উপকরণের ব্যাপারে কখনো কখনো অনীহাও দেখিয়ে থাকেন এবং অনেক সময় চিকিৎসার স্বার্থে এগুলো বর্জন করারও আদেশ দিয়ে থাকেন। তখন

www.eelm.weebly.com

তাঁরা এগুলো মানার পরিবর্তে ছাড়ার আদেশ দিয়ে বিজ্ঞতার পরিচয় দেন এবং এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন যেন এগুলো সীমা অতিক্রম করে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিকর হয়ে না যায় এবং মূল লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে প্রতিবন্ধক না হয়ে যায়।

তবে এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে স্বীকার করতে হবে, ঐ সমস্ত মহান লক্ষ্যে পৌঁছার পথে বারবার এই মুসিবত এসেছে যে, কোন দ্বীনি বিষয় হাসিল করার মাধ্যমসমূহ মানুষের কাছে মূল লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে। আর আভিধানিক ও সামাজিক পরিভাষা ধর্মীয় বাস্তব বিষয় অনুধাবন করার উপর এমন মোটা পর্দা ফেলে দিয়েছে যার কারণে দ্বীনি বাস্তবতা দৃষ্টি থেকে একেবারে উধাও হয়ে গেছে।

বরং অভিধান বিশেষজ্ঞদের ভাষা বর্ণনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত তিক্ততা ও অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে তার কারণে সাধারণ মানুষের মাঝে ধর্মীয় বাস্তবতা বিষয়ে এক ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী সত্যান্বেষী মানুষের এক বড় অংশের অন্তরে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও ধর্মীয় বাস্তবতা সম্পর্কে এমন ভয়-ভীতি ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছে, যে কারণে তাদেরকে ধর্মীয় বিষয় অর্জন করা ও তার পূর্ণতা হাসিল করা এবং এর বাস্তবতার মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করাও অসম্ভব হয়ে যায়। আর সে দ্বীনি বিষয় সমূহের প্রয়োজনীয়তা ও তার উপকারিতার কথা স্বীকার করানো এবং তা মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরী করাও দুঃসাধ্য হয়ে দাড়ায়।

সুতরাং তাদের সামনে যখন ধর্মীয় বিষয় অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করা হয় অথবা তাদেরকে সেসব ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা হয়, তখন অপরিপক্ক ও অনভিজ্ঞ দ্বীনি দায়ীগণ অপ্রমাণিত দাবীসহ অত্যন্ত উগ্রতা ও বাড়াবাড়ির পরিচয় দিয়ে দ্বীন হাসিলের যে সমস্ত উপায়-উপকরণের ব্যাপারে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল এবং তাদেরকে এগুলো স্বীকার

www.eelm.weebly.com

করতে অনুচিতভাবে বাধ্যও করেছিল তা তাদের সামনে পাহাড়ের মত আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। যে কারণে তারা এ ভ্রান্ত মতবাদে এমনভাবে ফেঁসে গেছে যে, দ্বীনের জরুরী মূল লক্ষ্যবস্তুকে তারা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে আসল দ্বীন কাকে বলে ও তা কি জিনিস এবং দ্বীনের মূল লক্ষ্যবস্তু কি তা তাদের দৃষ্টি থেকে দূরে চলে গেছে।

তেমনিভাবে যখন তাদেরকে ঐসমস্ত দ্বীনি বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, যেগুলোর ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য হওয়াও সম্ভব ছিল না, যা সর্বজনস্বীকৃত ও অতি স্পষ্ট বিষয় ছিল, তখন ঐ সমস্ত আভিধানিক ভাষার প্রয়োগ তাদের জন্য আসল দ্বীন কবুল করার পথের পর্দা হয়ে যায়। অথচ সেগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য হওয়ার কোন অবকাশ ছিলো না। কারণ সেসকল আভিধানিক ভাষার সাহায্য কোন বিশেষ পরিবেশের ও অবস্থার স্বীকার হয়ে এবং নবীর জামানা দূরে হওয়ার কারণে নেওয়া হয়েছিল যেন তা বুঝা সহজ হয় ও তা দ্বারা বিশেষ উপকার হাসিল করার যায়।

পক্ষান্তরে ধর্মীয় বিষয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণ যারা দ্বীনের রঙ্গে রঙ্গিন ছিলেন তারা আভিধানিক ভাষা ও নতুন আবিষ্কৃত সামাজিক ভাষার সাথেও পরিচিত ছিলেন না। বরং সেযুগে তারা ধর্মীয় বিষয়সমূহ বুঝানোর জন্য কোরআন ও হাদিসের শব্দ ও তার ব্যাখ্যার নিয়ম পদ্ধতি ব্যবহার করতেন।

পরবর্তী ওলামা কেরামগণ ধর্মীয় বিষয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে নতুন আভিধানিক ভাষা বা সামাজিক ভাষা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন জাহেরী ইলমের জন্য সরফ, নাহু, বালাগাত ইত্যাদি। এবং বাতেনী ইলমের জন্য হাকীকত, মা'রেফাত, আত্মশুদ্ধি, তাযকিয়ায়ে নফসসহ যে কোন ধর্মীয় বিষয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস দেখা হোক না কেন, এ সব বিদ্যার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধারক বাহকদের অবস্থা দেখা হোক না কেন, এর বাস্তবতা সব ক্ষেত্রে

www.eelm.weebly.com

প্রমাণিত হবে যে, পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞগণ ধর্মপ্রচারের জন্য নব আবিষ্কৃত কোন পদ্ধতির মুখাপেক্ষী ছিলেন না কিন্তু পরবর্তী সকল ওলামা কেরামগণ ধর্ম প্রচারের নতুন আবিষ্কৃত উপায়-উপকরণের মুখাপেক্ষী হয়ে গেছেন। হক্কানী ওলামা কেরামগণ হলেন আসল দ্বীনের দায়ী ও প্রচারক। আর ভণ্ড পীর ও আভিধানিক ভাষা পূজারিরা ভাষার জেলখানায় বন্দী। তাদের দ্বারা দ্বীনি খেদমত হয় না।

বরং দ্বীনের এ মহান বিষয় প্রচার করা, উত্তম আখলাক-চরিত্র প্রতিষ্ঠা করা, দ্বীনের গভীর জ্ঞান চর্চা করার সময় এমন এক কষ্টদায়ক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং এসব বিষয় অর্জনকারীদের এমন পরীক্ষা ও বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। যার মোকাবিলা প্রতি যুগের হক্কানী ওলামা কেরাম গণকে করতে হয়।

(উদাহরণত, বিগত যুগে পূর্ণ গালের চুলকে দাড়ি মনে করা হত, কিন্তু বর্তমান আভিধানিক ভাষায় শুধু চোয়ালে গজানো চুলকে দাড়ি আখ্যায়িত করা হয়। ফলে বর্তমানের ওলামাকেরাম অর্ধেক দাড়ি কেটে দাড়ির মত একটি ওয়াজেব হুকুমকে নষ্ট করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। -- সম্পাদক)

পীর-মুরিদী ও তাসাওউফের ব্যাপারটাও ঠিক এমনসব বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। তাসাওউফের মূল লক্ষ্যবস্তু, উদ্দেশ্য ও বাস্তবতা সর্বজনস্বীকৃত। তা কোরআন হাদিসের আদেশের আলোকে সুস্পষ্ট। কিন্তু এর জন্যও উল্লেখিত ঐ দুটি বিষয় (উপায়-উপকরণ ও আভিধানিক ভাষা) ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম হল, উপায়-উপকরণের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও সীমাতিক্রম করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হল, সামাজিক পরিভাষা ও আভিধানিক ভাষার প্রয়োগের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে এতে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তাই সে বিষয়সমূহ গ্রহণ করা মানুষের জন্য ভীতিকর হয়ে গেছে।

যেমন যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় (১) আমলে ইখলাস পয়দা করা (২) আচার ব্যবহারে আখলাক পয়দা করা জরুরী কি না?

www.eelm.weebly.com

(৩) একীন পয়দা করা কাম্য বস্তু কি না? (৪) ফযিলতপূর্ণ আমল দ্বারা সুসজ্জিত হওয়া এবং (৫) নিকৃষ্টতম চরিত্র থেকে পবিত্র হওয়া (৬) হিংসা (৭) অহংকার (৮) রিয়া (মানুষ দেখানো ইবাদত) (৯) ঘৃণা (১০) শত্রুতা (১১) সম্পদের লোভ (১২) সম্মানের লোভ (১৩) অন্যান্য কুচরিত্র থেকে মুক্তি পাওয়া (১৪) নফসে আম্মারার কঠিন পাঞ্জা থেকে মুক্ত থাকা জরুরী কি না? (১৫) নামাযের মধ্যে খুশু খুজু হাসিল করা (১৬) দোয়ার মধ্যে রোনাজারি ও অনুনয় বিনয় করা (১৭) মুহাসাবা ও নফসের হিসাব নেওয়ার অভ্যাস করা জরুরী কি না? (১৮) সর্বোপরি আল্লাহ পাক ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসার অনুভূতি ও প্রকৃত মজা লাভ করা বা কমপক্ষে তা লাভের আশা করা ও তার জন্য চেষ্টা করা জরুরী কি না? (১৯) লেনদেন পরিষ্কার রাখা (২০) সদা সত্য কথা বলা (২১) আমানত রক্ষা করা (২২) বান্দার হকের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা (২৩) নফসের উপর নেক চিন্তাশক্তি প্রতিষ্ঠা করা (২৪) রাগের সময় সীমা অতিক্রম না করা ইত্যাদি কাম্য বস্তু কি না? এবং এগুলো জরুরী কি না? এসবের জন্য কোরআন হাদিসে আদেশ করা হয়েছে কি না?

তখন দ্বীনদার সুস্থ মস্তিষ্কের প্রতিটি মানুষ, বিশেষ করে ঐসমস্ত মু'মিন মুসলমান যাদের চোখে কোন গোমরাহীর পট্টি বাঁধা নেই, তাঁরা অবশ্যই এ উত্তর দিবেন যে, এগুলো শুধু উত্তমই নয় বরং শরীয়তে উক্ত বস্তুসমূহের জন্য ফরজ বিধান রেখে তা জরুরীও করা হয়েছে এবং কোরআন পাকে ও হাদিস শরীফে এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ইসলাহে নফসকে ফরজ করা হয়েছে।

কিন্তু তাদেরকে যখন বলা হয় যে, উপরে বর্ণিত এ সমস্ত গুণসমূহ হাসিল করতে হলে তার তরিকা হল কোরআন হাদিসে বর্ণিত আমলী পদ্ধতি হাসিল করা যার নাম দেওয়া হয়েছে তাসাওউফ ও পীর-মুরিদী। তখন তাদের অনেকের কপালে ভাঁজ পড়ে যায় এবং

www.eelm.weebly.com

তাদের চেহারা কালো হয়ে যায়। কারণ তাসাওউফ ও পীর-মুরিদী এই পরিভাষার সাথে তাদের সম্পর্ক না থাকায় সে ব্যাপারে তাদের দিলে বিরক্তিকরভাব সৃষ্টি হয় এবং এর প্রতি ভয়ভীতি ও আতঙ্কজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়।

কেননা অনেক নামধারী এমন ভণ্ডপীর রয়েছে যারা ইসলামের কৃত্রিম পতাকাবাহী ও বুযুর্গগণের পোশাকে আবৃত হয়ে স্বয়ং বুযুর্গ হওয়ার দাবিদার। তাদের খারাপ আচার ব্যবহার ও দ্বীন ধংস করার ব্যপারে জনমতে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করেছে তা সমাজে অতি স্পষ্ট বিষয়। ফলে তাসাওউফ ও পীর-মুরিদীর নাম শোনার সাথে সাথে সাধারণ মানুষের অন্তরে ঐ সমস্ত ঘটনাসমূহ ভেসে ওঠে যেগুলো ভণ্ড পীরদের থেকে কোন কোন সময় প্রকাশ পেয়েছে, বা তাদেরকে অতি কাছ থেকে মানুষ দেখেছে।

তবে এ ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা হল, এটা শুধু পীর-মুরিদী ও তাসাওউফের ব্যাপারেই নয় বরং সর্বপ্রকার দ্বীনি ইল্ম ও ইসলাহী ব্যবস্থাপনা এবং দা'ওয়াত ও তাবলিগসহ সকল প্রকার নেক কাজের অবস্থা এমনি হয়ে থাকে। এগুলোর ধারক বাহক ও দাবিদারদের মধ্যে আসল-নকল, অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ, পরিপক্ক-অপরিপক্ক, এমনকি সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীও পাওয়া যায়। এই পরস্পর বিরোধী মানুষের উপস্থিতি ও নমুনা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবমুখী কোন মু'মিন মুসলমান ইসলামের এই জরুরী বিষয়সমূহকে এবং এই আধ্যাত্মিক বিদ্যা শিক্ষা করাকে অস্বীকার করতে পারেন না।

পার্থিব জগতের বিষয়সমূহের অবস্থাও এমনি হয়ে থাকে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য হোক বা খেত-খামার, শিল্প ও কল কারখানা হোক বা জ্ঞান-বিজ্ঞান হোক, প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে যোগ্য-অযোগ্য, সৎ ও অসৎ লোক অবশ্যই পাওয়া যায় এবং এসব বিষয়ের পরামর্শদাতাও উভয় প্রকারের হয়ে থাকে। দ্বীন-দুনিয়ার নিয়ম

www.eelm.weebly.com

এমনিভাবে চলে আসছে। এতদসত্ত্বেও মানুষ আপন আপন কাজ কারবার করে যাচ্ছে। অযোগ্য ও কৃত্রিম দাবীদারদের কারণে আপন উদ্দেশ্য হাসিল করা ও পার্থিব উপার্জন বর্জন করছে না এবং এসব কাজ থেকে সে হাত গুটিয়েও নিচ্ছে না। কোন প্রকার উপায়-উপকরণের ভিন্নতা দেখে বা ভাষার সাথে একমত না হতে পেরে তাদের প্রাপ্য বিষয়কে ছেড়ে দিচ্ছে না ও তা অস্বীকারও করছেও না।

الفاظ کے پیچوں میں اُلجھتے نہیں دانا

غواص کو مطلب ہے گہر سے کہ صدف سے

জ্ঞানীগণ কখনও শাব্দিক প্যাঁচে আত্মনিয়োগ করেন না।

ডুবুরির লক্ষ্য মণি-মানিক্য, যা ঝিনুক ছাড়া পাওয়া যায় না।

তেমনিভাবে পীর-মুরিদী সম্পর্কেও দুটি দল পাওয়া যায়। এক দল পীর-মুরিদীর শাখা প্রশাখাকে পৃথক পৃথকভাবে স্বীকার করেন। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে যখন এর কোন একটা নাম নির্ধারণ করা হয় তখন একে অস্বীকার করেন। উপরে পীর-মুরিদী ও তাসাওউফের যে সমস্ত লক্ষ্য ও গুণাগুণের কথা আলোচনা করা হয়েছে, তা প্রায় সকলে পৃথক পৃথকভাবে স্বীকার করেন। কিন্তু যখন তাদেরকে বলা হয় যে, কোন বুযুর্গ আলেম ও নেক লোক বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে এর নাম তাসাওউফ ও পীর-মুরিদী রেখেছেন, তখন সাথে সাথে তারা কপালের চামড়া ভাঁজ করে চেহারা কালো করে বলে, আমরা পীর-মুরিদী ও তাসাওউফ মানি না। কারণ এ তাসাওউফ মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে।

দ্বিতীয় দল হল, যাদের সামনে পীর-মুরিদী ও তাসাওউফকে অন্য কোন নামে পেশ করা হলেও তাঁরা তা কবুল করেন। যেমন বলা হয়, কোরআনের ভাষায় এর নাম "তাযকিয়া" এবং হাদিসের ভাষায় এর নাম "ইহসান", পরবর্তী ওলামাগণের পরিভাষায় এর নাম

www.eelm.weebly.com

"বাতেনী ফিকাহ", তখন তারা বলেন, তাহলে এতে কোন মতভেদ নেই, কোরআন হাদিস দ্বারা এগুলো প্রমাণিত।

মূলতঃ পীর-মুরিদী ও তাসাওউফের এ যাবৎ যত কিতাব লেখা হয়েছে তার মধ্যে কাট-ছাট ও পরিবর্তন পরিবর্ধন করা সম্ভব নয়। মানুষের জবান, যাকে খোদার বাঁশী বা বাজনা বলা হয় তা বন্ধ করাও সম্ভব নয়। অন্যথায় সুযোগ থাকলে আমরা তাসাওউফের পরিবর্তে তাযকিয়া ও ইহসান নামে স্মরণ করতাম। তাসাওউফ নাম উচ্চারণ করতাম না। কিন্তু এখন ইসলাহের রাস্তার নাম তাসাওউফ হয়ে গেছে। ফলে সে নামে তাকে স্মরণ করা হয়।

বাতেনী শরীয়ত ও ইহ্সানের নাম 'তাসাওউফ' হওয়া এটা কোন বিশেষ বিদ্যার জন্য নতুন কিছু নয়। বরং বিভিন্ন ইল্ম ও বিদ্যার ইতিহাসের মধ্যে এ ধরণের প্রচলিত নতুন পরিভাষা স্থান করে নিয়েছে। প্রতি বিষয়ের পণ্ডিতগণ সবসময় মূল বিষয় এবং আসল লক্ষ্যবস্তু হাসিল করার ব্যাপারে বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন এবং দ্বীন হাসিলের উপায়-উপকরণকেও আসল দ্বীন মনে করে থাকেন। তেমনিভাবে তারা উঁচু স্বরে ও পূর্ণ সাহসিকতার সাথে ঐ সমস্ত জিনিসকেও প্রত্যাখ্যান করে থাকেন যা এ দ্বীনি বিষয়ের রূহ ও মগজ, মূল উদ্দেশ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। তাই ইসলামী ইতিহাসে এমন কোন যুগ পাওয়া যায় না যে যুগে পীর-মুরিদী ও তাসাওউফের বুযুর্গগণ, মূলতত্ত্ব ও বাহ্যিক বেশ-ভূষা এবং আসল ও নকল, আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ও নকল বস্তুসমূহ এবং প্রচলিত প্রথার মধ্যে পার্থক্য করেন নি।

যেমন (১) পীরানেপীর শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) (২) শায়েখ শিহাবুদ্দীন সাহরাওয়ারদী (রহ.) (৩) মুজাদ্দেদে আলফে সানী(রহ.) (৪) হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী (রহ.) (৫) হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.) (৬) হযরত মাওলানা রশীদ

www.eelm.weebly.com

আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) (৭) হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাঁরা সকলে তাসাওউফের মগজ ও খাল, আসল ও নকল, উদ্দেশ্যবস্তু ও উদ্দেশ্যহীন বিষয়ের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পার্থক্য করে দিয়েছেন এবং প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কারকে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর ফলে অমুসলিম এবং ভণ্ডপীর ও ভণ্ডসূফীদের প্রভাবে যে সমস্ত রসম ও কুসংস্কার ইসলামের ভিতর জন্ম নিয়েছিল, যাকে তাসাওউফ ও তরীকতের অংশ মনে করা হত তা সম্পূর্ণ ভাবে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন।

যেমন (১) শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এর ফুতুহুল গায়েব ও গুনিয়াতুত্তালেবীন (২) শায়েখ শিহাবুদ্দীন সাহ্রাওয়ারদী (রহ.) এর আওয়ারেফুল মাআরেফ (৩) হযরত মুজাদ্দেদ সাহেব (রহ.) এর মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী (৪) শাহ্ ওলীউল্লাহ্ সাহেব (রহ.) এর তাসাওউফের কিতাব সমূহ (৫) হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর সিরাতে মুস্তাকীম (৬) হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এর মাকতুবাত (৭) হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) এর তারবিয়াতুস সালেক ও কসদুস্সাবীল ইত্যাদি কিতাবসমূহ। এগুলোর মধ্যে জায়গায় জায়গায় এ সমস্ত বিষয় নিয়ে এত আলোচনা করা হয়েছে যে, দুধ থেকে পানিকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে দিয়ে দ্বীনের মাখনকে পবিত্র করে দিয়েছেন। এমনকি হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (রহ.) তাসাওউফ ও সুলূক সম্পর্কে একথাও বলেছেন যে,

نسبت صوفیاء کبریت احمر است ٭ ور سوم ایشاں ہیچ نیرزد

অর্থ ঃ "বুযুর্গগণের আল্লাহর সাথে বাতেনী সম্পর্ক এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি লাল মানিকের মত মহামূল্যবান সম্পদ। তবে এতে ভিত্তিহীন কুপ্রথার কোন স্থান নেই।"

তেমনিভাবে তাঁরা আখলাক-চরিত্র হাসিল করা ও লেনদেন সঠিক করা এবং বান্দার হক আদায় করার ব্যাপারে পুরোপুরি জোর

www.eelm.weebly.com

দিয়েছেন। এমনকি ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য একে তাঁরা পূর্বশর্ত বলেছেন। তাঁদের কিতাবসমূহ এ বিষয়ে ভরপুর। তাঁদের মজলিসসমূহ এ বিষয়ের আলোচনা ও এর তাবলীগ এবং এর প্রচার-প্রসারের কাজে সদা ব্যস্ত।

যে সকল বুযুর্গগণকে দেখার সুযোগ হয়েছে, যাদের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে, যাদেরকে দেখে তাসাওউফের সত্যতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হয়েছি, তাঁদের মধ্যে শুধু তাসাওউফ ও তরীকতই নয় বরং পুরো দ্বীন ও শরীয়তের অতি উত্তম বিষয়গুলো পেয়েছি। তাঁদের আখলাক চরিত্র ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। তাঁদের আচার ব্যবহার, আমল-আখলাক, জিন্দেগীর সর্ববিষয় শরীয়তের ছাঁচে গড়া। শরীয়তের দাড়িপাল্লা দ্বারা পরিমাপ করা। তাঁদেরকে সবসময় মূল লক্ষবস্তু ও উপায়-উপকরণের মধ্যে পার্থক্য করতে দেখেছি। আরো দেখেছি আভিধানিক ও প্রচলিত পরিভাষা থেকে বে-পরোয়া। বরং অধিকাংশ সময় রসম-রেওয়াজ, বিদআত ও কুসংস্কারের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিনমনা ও ঘোর বিরোধী। তাঁদের সুন্নতের অনুকরণ শুধু ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং স্বভাব চরিত্র ও অভ্যাস লেনদেনের ময়দান পর্যন্ত তা সুবিস্তৃত ছিল। তাঁরা এ তাসাওউফের শুধু অনুসারীই নন বরং অভিজ্ঞ ও মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁরা খোদাপ্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়ের মধ্যে কখনো কাট-ছাট করেছেন, কখনো সংক্ষেপ ও শরীয়ত ভিত্তিক বর্ধিত করেছেন।

প্রত্যেকের মেজাজ অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র দিয়ে চিকিৎসা করেছেন। আত্মার চিকিৎসা ও তার ঔষধ নিরুপণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের স্বভাব ও ব্যস্ততার প্রতি পুরোপুরি খেয়াল করতেন। আত্মিক রোগীর ব্যাপারে তাঁদের শান ছিল এ বিষয়ের পূর্ণ অভিজ্ঞ ও

www.eelm.weebly.com

মুজতাহিদ, আবিষ্কারক ও ডাক্তার সুলভ। তাঁরা আত্মার উন্নতির চিকিৎসা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। যাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল রুগীর সুস্থতা ও উপকার। প্রাচীন নিয়মের গতিতে চলা বা পড়া সবক পুনঃরায় জপা তাদের উদ্দেশ্য নয়। ঐসমস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে আখলাক-চরিত্র সংশোধন করা, লেনদেন পরিষ্কার করা, স্বভাবের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা, নিজের উপর অন্যের হককে প্রাধান্য দেয়া, শরীয়তের আনুগত্য করা ও তার সামনে মাথা নুয়ে দেয়ার স্বভাব পরিলক্ষিত হতো। তাদের সব আমলের মধ্যেই ছিল ইখলাস। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা হল তাসাওউফের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যা যিকির, মামুলাত, মুজাহাদা ও সোহবতে শায়েখ এমনকি বাইয়াত ও মুরিদ হওয়ার মূল উপকারিতা। এগুলো অর্জন না হলে সকল ইবাদতের সমস্ত মেহনত বরবাদ হয়ে যাবে। পাহাড় খনন করে খড় কুটো বের করার মত হবে। আরো হবে কবির নিম্নের বক্তব্যের ন্যায়। তিনি বলেন,-

خواجہ پندارد کہ مرد واصل است

حاصل خواجہ بجز پندار نیست

খাজা সাহেব মনে করেন তিনি আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা।

কিন্তু তাঁর অন্য কিছু হাসিল হয় নি, এই মনে করা ছাড়া।

আপনার হাতের এ কিতাব তাসাওউফের স্বর্ণ তরিকার ও সোনালী পরশ পাথরের একটি টুকরা। যার মধ্যে বর্তমান যুগের বড় বুযুর্গ ও সকলের মুরব্বী, জামানার শায়েখ ও শায়খুল হাদিস সাহেব ঐসমস্ত বাস্তবতা প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং বাস্তব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর থেকে সকল পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন এবং পীর-মুরিদী সম্পর্কে সমস্ত প্রকার ভুল বুঝাবুঝি দূর করে দিয়েছেন। যে সমস্ত ভুল বুঝাবুঝির সম্মুখীন হন সুলূকের পথের প্রাথমিক পর্যায়ের মুরিদগণ ও

www.eelm.weebly.com

অপরিপক্ক সূফীরা। আমাদের বুযুর্গগণ কখনো স্বতন্ত্র বাণী দ্বারা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা তাসাওউফের মূলতত্ত্ব বর্ণনা করে দিয়েছেন। আবার কখনো আপন মাশায়েখ ও বুযুর্গগণের ঘটনাবলী দ্বারা তাসাওউফের মৌলিক বিষয়গুলো বর্ণনা করে এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। ঐসমস্ত ভুলতথ্য ও প্রতারণার পর্দাসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন যার মধ্যে অনেক ভাল মানুষও গ্রেফতার হয়ে আছেন। উপরন্তু তাঁরা স্বীয় পীর মাশায়েখ থেকে ফায়দা হাসিল করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত আদব ও ব্যবস্থা রয়েছে এবং যেগুলোর প্রতি খেয়াল না করলে শায়েখের দীর্ঘ সাহচর্য ও তাঁর প্রতি আস্থা থাকার পরও ফায়দা হাসিল করা যায় না সে বিষয়গুলোও স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই হযরত মাওলানা সূফী ইকবাল সাহেব হুশিয়ারপুরী (দা.বা.) তিনি আমাদের সকলের পক্ষ থেকে শুকরিয়া ও দোয়া পাওয়ার যোগ্য। তিনি হযরত শায়েখের ঐসমস্ত মালফুজাত ও বাণীসমূহ এবং উপদেশাবলীকে এক জায়গায় জমা করে দিয়েছেন। যে সমস্ত বাণী ও উপদেশাবলীকে তিনি মসজিদে নববীতে এবং মদীনা তৈয়্যিবার পবিত্র ভূমির বিভিন্ন মজলিসে হযরত শায়েখের জবান থেকে শুনেছিলেন এবং হযরত শায়েখের আপবিতী থেকেও তিনি কিছু বিষয় গ্রহণ করেছেন। অধম আশা করি এ কিতাব পড়লে তালেবীন ও সালেকীন ও নিষ্ঠাবান মুরিদ এবং সত্যবাদীদের সকলের উপকার হবে এবং তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি প্রখর হবে, দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পাবে। আর বাতেনী পথে এগুলো হল মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যা শায়েখের সাথে সম্পর্ক করার গূঢ় রহস্য। আল্লাহ পাকের কাছে এ দোয়া করি, তিনি যেন তাঁর এই পবিত্র প্রচেষ্টা ও মেহনতকে উপকারী বানিয়ে কবুল করেন।

মাওলানা আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী মদীনা মুনাওয়ারা, ১৩ ই রবিউল আউয়াল, ১৩৯৬ হিজরী।

www.eelm.weebly.com

সংকলক কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

ইসলামী শরীয়ত ও তরীকতের ইমাম শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব (দা.বা.) এর "ফাযায়েলে আমাল" কিতাবটিকে মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ পাক যে পরিমাণ প্রভাব দান করেছেন এবং মানুষ তা দ্বারা যেভাবে উপকৃত হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে এ কিতাবের গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া, আল্লাহ পাকের দরবারে তা কবুল হওয়ার দলিল বহন করে। তাঁর আপবিতী যা মূলতঃ স্বতন্ত্র কোন কিতাব নয়। বরং ১৩৯০ হিজরী মুহররম মাসে যখন সর্ব প্রথম হযরতের একটা চক্ষুর অপারেশন হল তখন তাঁর মুবারক চোখের উপর পট্টি বাঁধা থাকত, যার কারণে হযরতের ঘুম আসতো না খাদেমরাও তাঁর সাথে সারারাত জাগ্রত থাকতেন। ফলে তাঁরা হযরতের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকতেন আর চুপে চুপে তা লিখতেও থাকতেন। প্রথমত হযরত তা জানতেন না। পরে এই আপবিতী এত গ্রহণযোগ্য ও উপকারী প্রমাণিত হল যে, আপবিতী ছয়টি খণ্ডে প্রকাশিত হল এবং তা অনেকবার ছাপাও হল এবং বর্তমানে সপ্তম খণ্ডের কাজ চলছে। যেহেতু এটা কোন স্বতন্ত্র কিতাব নয় তাই এর মধ্যে একই বিষয় বারবার এসেছে। কোন কোন বিষয় বিক্ষিপ্তভাবে ও বিভিন্ন খণ্ডে এসে গেছে।

দোস্তদের খেয়াল হল, আপবিতীর মধ্যে সুলূক ও ইহসান সম্পর্কে অতি জরুরী ও উপকারী যে সমস্ত বিষয় রয়েছে সেগুলো এক জায়গায় জমা করলে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া খুব সহজ হবে। এ পরামর্শ অধমের নিকট খুব পছন্দ হল। ফলে আজ ৬ই মুহররম ১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ৭ই জানুয়ারী ১৯৭৬ ঈসায়ী তারিখে মসজিদে নববীতে (على صاحبها الف الف صلوة وسلام) বসে এই মুবারক

www.eelm.weebly.com

বিষয়বস্তু জমা করা আরম্ভ করছি। আল্লাহ পাক একে কবুল করুন এবং অধমকে তার বরকত দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতে ধন্য করুন।

প্রথম পরিচ্ছেদ তাসাওউফের হাকীকত ও তার উৎপত্তিস্থল প্রসঙ্গে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সুলূকের প্রতিবন্ধকতা ও মুরিদের আদব প্রসঙ্গে। আর সর্বশেষে আপবিতী ছাড়া বিভিন্ন মজলিসে হযরতের বাণী ও উপদেশাবলী থেকে সংগ্রহ করা জরুরী বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। ইতি ঃ সংকলক।

প্রথম অধ্যায়

তাসাওউফের হাকীকত ও তার উৎপত্তিস্থল

তাসাওউফের হাকীকত সম্পর্কে হযরত শায়খুল হাদিস সাহেবের বাণী সমূহ তাঁর আপবিতীর ৬ষ্ট খণ্ডের ৪৩৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেন, "সুলূক ও তাসাওউফ বা পীর-মুরিদী আমার আকাবিরগণের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল" তাঁরা নিম্নে উল্লেখিত কবিতার উদাহরণ ছিলেন। কবি বলেন,

در کف جام شریعت در کف سندان عشق
ہر ہوسناکی نداند جام و سندان باختن

"তাঁদের এক হাতে শরীয়তের পেয়ালা অপর হাতে ইশকের হামান। সকল জ্ঞানী জানেন না কিভাবে করে হামান ও পেয়ালার মিলন।"

একদিকে তাঁরা ছিলেন ফিকাহ ও হাদিস সহ জাহেরী ইলমের ময়দানে মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসারী এবং হাদিসের ইমামগণের যথার্থ স্থলাভিষিক্ত ও সত্য অনুসারী। অন্যদিকে তাঁরা ছিলেন পীর-মুরিদী ও তাসাওউফের ইমাম হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) ও হযরত শিবলী (রহ.) এর দেখানো পথের যথার্থ অনুগামী। আগের যুগের সমস্ত আকাবিরগণ পীর-মুরিদী ও তাসাওউফকে জাহেরী

www.eelm.weebly.com

ফিকাহ ও হাদিসের ধারায় চালিয়েছেন এবং তাঁরা নিজেদের কথা ও কাজের দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, তাসাওউফের এই মুবারক বিদ্যা কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত একটা শাখা। নবুওয়াতের জামানা দূর হওয়ার কারণে এই মুবারক ইল্মের ভিতর যে সমস্ত কুপ্রথা, রসম ও রেওয়াজ প্রবেশ করেছিল সেগুলোকে তাঁরা দূর করে দিয়েছেন। তবে কিছু নির্বোধ লোক তাসাওউফকে জাহেরী শরীয়তের পরিপন্থী মনে না করলেও একে ভিন্ন একটা বিষয় বলে মনে করে থাকে, যা মূলতঃ অতিরঞ্জন বা মূর্খতার কারণেই হয়ে থাকে।

হাকিকী তাসাওউফ

হাকিকী তাসাওউফের অপর নাম ইহসান ও বাতেনী শরীয়ত। হযরত জিবরাইল (আ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জনসম্মুখে এর বাস্তবতা সম্পর্কে প্রশ্ন করে একথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'ইহ্সান' হল শরীয়তের আত্মা ও মগজ। অন্যদিকে "ইহসান কাকে বলে?" হযরত জিবরাইল (আ.) এর এই প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, ان تعبدالله كأنك تراه (ইবাদত এভাবে কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ) এই উত্তর দিয়ে তিনি ইহসানের অর্থ ও তাসাওউফের হাকীকত স্পষ্ট করে দিলেন। তাসাওউফের নাম যাই নির্ধারণ করা হোক না কেন, সব কিছুর মূলে রয়েছে এই বাস্তবতা। কবি বলেন,

اورى بسعدى والرباب وانما * انت الذى تعنى وانت المؤمل

অর্থ ঃ রিবাব আর সূদা মুখে যাই জপি
তুমিই কাংখিত দিলে তোমাকেই লিখি

এ হল ইহ্সান ও তাসউওফের হাকীকত। এটা ছাড়া বুযুর্গগণ যিকির-শোগল ও রিয়াজত-মুজাহাদার যে সমস্ত সবক দিয়ে থাকেন সেগুলো মূলত চিকিৎসাপত্র। এই চিকিৎসাপত্রের প্রয়োজন এজন্য হয়

www.eelm.weebly.com

যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানা থেকে মানুষ যত দূরে সরে যাচ্ছে, ততই তাদের দিলের মধ্যে মরিচা পড়ছে। অন্তরে নিকৃষ্ট ব্যাধিসমূহ পয়দা হচ্ছে। ডাক্তাররা যেমন নতুন নতুন রোগের জন্য অভিজ্ঞতা ও মূলনীতির আলোকে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। তেমনিভাবে এসমস্ত রূহানী চিকিৎসকগণ আত্মিক রোগের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা ও জামানার অবস্থা অনুযায়ী রূহানী ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে থাকেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) এর উচু স্তরের খলিফা হযরত মাওলানা ওসীউল্লাহ সাহেবের লেখা "তাসাওউফ আওর নিসবতে সূফীয়া" কিতাবটি যদিও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দেখার মত একটি কিতাব। তিনি লেখেন, হযরত আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া আনসারী শাফেয়ী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, তাসাওউফের মূল হল হাদিসে জিবরাইল। এই হাদিসের মধ্যে এসেছে,

ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه؛ الحديث

জিবরাঈল (আ.) প্রশ্ন করলেন, ইহসান কাকে বলে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ পাকের ইবাদত এমনভাবে কর যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং এ হাদিস দ্বারা জানা গেল, তাসাওউফ ইহসানের অপর নাম। সুতরাং সুফী ও তাসাওউফ কোন নতুন নাম নয়।

মুকাররব ও মুহসিন বান্দাকে সূফী বলা হয়

মুকাররব ও মুহসিন বান্দাকে সূফী বলা হয়। এর ব্যাখ্যা হল, স্বয়ং কোরআন পাক দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের লোক আছে। এর মধ্য হতে কেউ ডানপন্থী হন আবার কেউ মুকাররবীন হন। অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা যে তাঁর ঈমানকে ঠিক করে নেন, শরীয়তের আদেশ নিষেধ অনুপাতে আমল করেন

www.eelm.weebly.com

তাঁদেরকে ডানপন্থী বলা হয়। আর উল্লেখিত গুণগুলোর পাশাপাশি উদাসীনতা যার মধ্যে কম হয় এবং নফল ও অন্যান্য ইবাদত যার মধ্যে বেশি হয় এবং আল্লাহর যিকিরের প্রভাবে তিনি প্রভাবিত হন। আল্লাহ পাকের সাথে বিরামহীনভাবে মোনাজাত করা ও অন্তরঙ্গতা যার লাভ হয়, তাঁদেরকে মুকাররব ও মুহসিন বলা হয় এবং তাঁদেরকে সূফীও বলা হয়। হযরত আবু ইয়াহ্ইয়া যাকারিয়া (রহ.) এর যে বাণী উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠকদের উপকারার্থে আমি হুবহু এখানে তা লিখছি।

হযরত আবু ইয়াহ্ইয়া যাকারিয়া (রহ.) এর বাণী

আসল কিতাব আরবীতে ছিল এখানে তার অনুবাদ লেখা হলো। তিনি বলেন, উপরোল্লেখিত গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিবর্গকে মুকাররবীন বলা হয়। তাঁরা হলেন ঐসব লোক যারা ইহ্সানের গুণে গুণান্বিত। উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের লোক থাকে। কেউ আসহাবুল-ইয়ামীন তথা ডানপন্থী, আবার কেউ মুকাররবীন তথা বুযুর্গগণ। যার বর্ণনা স্বয়ং কোরআনে এসেছে। সুতরাং ঈমান যার ঠিক হয়েছে, যিনি শরীয়তের আদেশ নিষেধ মেনে আমল করেন তিনি হলেন ডানপন্থী। আর উদাসীনতা যার কমে গেছে এবং নফল ইবাদতে অটলতা যার লাভ হয়েছে, ইবাদত-বন্দেগীতে যার উন্নতি হয়েছে, আল্লাহর যিকিরের নূর যার কলবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যিনি নিজের সকল প্রয়োজনের কথা আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করে থাকেন, তাঁরই কাছে দোয়া করে থাকেন, তাঁদেরকে মুকাররবীন, মুহসিন, সূফী এবং পীর মাশায়েখ বলা হয়।

সূফী শব্দটি صفا থেকে নির্গত, যার অর্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। যেহেতু বযুর্গগণ কুচরিত্র থেকে পাকপবিত্র হয়ে যান, প্রশংসনীয় গুণাবলীর রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে যান। এমনকি আল্লাহ পাক তাঁদেরকে প্রিয় বানিয়ে নেন। তাঁদেরকে সর্বদা গোনাহ থেকে

www.eelm.weebly.com

হেফাজত করেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে, আল্লাহ পাক বলেন, "কেউ আমলের দ্বারা আমার এত নৈকট্য হাসিল করতে পারে না, যতটা পারে ফরজ বিধান পালনের দ্বারা।" (এ স্তরকে "কুরবে ফরায়েজ" বলা হয়)। আর বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করতে থাকে। (অর্থাৎ ফরজ বিধান পালন করার পর। কারণ ফরজ ছাড়া নফল মূল্যহীন)। ফলে এক পর্যায়ে আমি তাঁকে মাহবুব বানিয়ে নেই। সে যখন আমার প্রিয় হয়ে যায়, তখন আমি তাঁর কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শোনে, তাঁর চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে। (এটাকে "কুরবে নাওয়াফেল" বলা হয়)।

ইহসানের ব্যাখ্যা এভাবেও করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক জামানায় যত বড় মহান ব্যক্তিই হোন না কেন তাঁকে "সাহাবী" ব্যতীত ভিন্ন কোন নামে ডাকা হত না। কারণ সে জামানায় সাহাবী হওয়ার চেয়ে বেশি ফযিলতপূর্ণ ও সম্মানজনক অন্য কোন শব্দ ছিল না। অনুরূপভাবে, সাহাবাকেরাম (রা.)এর যুগে যারা তাদের সাহচর্য লাভ করেছেন তাদেরকে তাবেঈ বলা হত। কারণ এটাই ছিল ঐ যুগের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক শব্দ। তৃতীয় যুগের লোকদেরকে তাব্য়ে-তাবেঈ বলা হত। এরপর লোকজন ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়ে যায়। তখনকার বিশেষ ব্যক্তিত্ব, যারা ধর্মের বিধান কঠোরভাবে পালন করতেন তাঁদেরকে "জুহ্যাদ" ও "উব্বাদ" এর গুণের নামে ডাকা হত। অর্থাৎ এভাবে বলা হত, ওমুক ব্যক্তি "আবেদ", ওমুক ব্যক্তি "জাহেদ"। এরপর যখন বেদআতের প্রচার হতে থাকে এবং হক ও বাতেল পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে প্রতিযোগিতায় নেমে আসতে থাকে, এমনকি প্রত্যেকে দাবি করতে থাকে যে, তাদের মাঝে "জুহ্যাদ"আছেন। তখন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের যারা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কবুলকারী খাস ব্যক্তিবর্গ এবং যারা নিজের কলবকে উদাসীনতার চাদর থেকে মুক্ত করে আল্লাহর সার্বক্ষণিক ধ্যান লাভে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা এই জরুরী ইলমের নাম

www.eelm.weebly.com

দিলেন "তাসাওউফ"। সুতরাং দুইশত হিজরী শেষ হওয়ার আগে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার রাস্তার বুযুর্গগণ "সূফী" নামে প্রসিদ্ধ হলেন। তখন তাঁদেরকে সূফী বলে পরিচয় দেয়া হত। যাদেরকে বর্তমানে পীর মাশায়েখ বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের তাসাওউফ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাসাওউফ নাম যদিও অনেক পরে উদ্ভাবন হয়েছে। কিন্তু তার বিষয়বস্তু ইসলামের প্রথম যুগেও ছিল। আরবী ভাষায় লিখিত "ইবদা" নামক কিতাবের গ্রন্থকার লিখেন, ইসলামের প্রথম যুগে যখন তাসাওউফ প্রকাশ পেল তখন তা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানী বিষয়। কেননা প্রথম অবস্থায় এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আখলাক-চরিত্র ঠিক করা, নফস পবিত্র করা, স্বভাবকে দ্বীনি আমলে অভ্যস্ত করে তোলা, আমলের প্রতি অভ্যস্ত করে তোলা, দ্বীন ও শরীয়তকে স্বভাবে পরিণত করা। উপরন্তু ধীরে ধীরে দ্বীন ও শরীয়তের গোপন রহস্য সম্পর্কে নফসকে অবহিত করা। (হযরত আবু ইয়াহ্ইয়া যাকারিয়া (রহ.) এর অনুবাদ সমাপ্ত হল)

আর বাস্তবতা হল, তাসাওউফের এ সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আপন স্থানে যথার্থ ও খুব গুরুত্বপূর্ণ যার আসল নাম বাতেনী শরীয়ত। সুতরাং বাতেনী শরীয়তকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আর জাহেরী ও বাতেনী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করাই হল নবী রাসূলগণের কাজ। কেননা তা জাহেরী শরীয়তেরই অংশ।

তাসাওউফের সংজ্ঞা

মোটকথা তাসাওউফ জরুরী ও সম্মানী বিষয়ের নাম যা বাস্তব ও আসল শরীয়ত। উলামগণ তার সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাসাওউফ এমন জ্ঞানের নাম যার দ্বারা নফসের পবিত্রতা, আখলাক-

www.eelm.weebly.com

চরিত্রের সৌন্দর্য্য হাসিল করা হয় এবং মানুষের জাহের ও বাতেন সাজানোর নিয়ম কানুন জানা যায়। আর এর উদ্দেশ্য হল চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ করা।

এবার আপনি বলুন, এর মধ্য হতে কোন্‌টা অবৈধ? নফস পরিশুদ্ধ করা কি ভুল, আখলাক-চরিত্র পবিত্র করা কি খারাপ? দ্বীন ও শরীয়ত দ্বারা জাহের বাতেন সাজানো কি বেকার? নফসকে পবিত্র করা ও তাকে দ্বীনি আমলে অভ্যস্ত করা কি অশোভনীয়? এর কোন্ আমলটা শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী? চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জনের কোন মূল্য নেই কি? এটাতো স্পষ্ট কথা যে, এর কোনটাই শরীয়ত পরিপন্থী নয়। বরং প্রত্যেকটা কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যা শরীয়ত ও সুন্নতের অনুকূলে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছা পরিপূর্ণকারী ও বাস্তবায়নকারী।

মোটকথা যে তাসাওউফের কথা বলছি তা হুবহু ঐ বিষয় যাকে শরীয়তের পরিভাষায় "ইহসান" বলা হয় বা ইলমুল আখলাক তথা চরিত্র গঠন বিদ্যা বলা হয়। জাহের বাতেন পবিত্রকরণ নামে তাকে স্মরণ করা হয়। এটা সুশৃঙ্খল ও মূলনীতি বিশিষ্ট একটা বিষয় যার মধ্যে মুরিদের জন্য শর্ত রয়েছে এবং শায়েখের জন্যও মূলনীতি ও আদব রয়েছে। এগুলোর উপর আমল করলে তখন এটাকে শরীয়তের মগজ ও দ্বীনের সর্বোত্তম বিষয় বলা যথার্থ হয়।

পক্ষান্তরে এ সমস্ত শর্তের ও আদবের প্রতি যদি লক্ষ্য করা না হয়, আর তাসাওউফ পরিপন্থী জিনিসকে তাসাওউফ বলা হয়, তাহলে আমরা যে তাসাওউফের কথা আলোচনা করছি এটা ঐ তাসাওউফের কোন তরিকা নয়। তার উপর আমল করলে সালেকের মধ্যে যে অনাচার সৃষ্টি হবে তার দায় দায়িত্ব কোন অবস্থাতে হাকিকী তাসাওউফ ও আসল তারীকতের উপর চাপানো ঠিক হবে না।

www.eelm.weebly.com

এখন যদি আপনি তাসাওউফকে বিরক্তিকর মনে করেন এবং তা এজন্য অস্বীকার করেন যে, তার এই নাম সম্পূর্ণ নতুন, হাদিসে যার কোন প্রমাণ নেই। তাহলে আমি বলব, এই সমস্যায় শুধু তাসাওউফ কেন বরং বর্তমানে এমন কত বিষয়তো রয়েছে যা ইসলামের প্রথম যুগে ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাই এ নামটা যদি বেদয়াত হয়েই থাকে কিন্তু বাতেনী ইলম অর্জন করা ও তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তো বেদয়াত নয়। আপনি তার নাম ইহসান রাখুন, ইলমুল আখলাক রাখুন। এই গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে মুহসিন, মুকাররব, মুত্তাকী ও মুখলিস নামে স্বরন করুন। আর ইহসান, মুহসিন, মুত্তাকী ও মুখলিস নাম দ্বারা কোরআন-হাদিস ভরপুর। হাদিস শরীফেও এ বিষয়ের আলোচনা খুব বেশি এসেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত

হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ সাহেব মোহাদ্দেস দেহলভী (রহ.) "তাফহিমাতে ইলাহিয়া" নামক কিতাবে (যা মূল আরবীতে লিখিত) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ঈমান ও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন তার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তিনটি।

(১) আকীদা-বিশ্বাস সঠিক করা। তার জিম্মাদারি আহলে উসূলের ওলামাগণ পালন করেছেন। আল্লাহ পাক তাদের এই খেদমতকে কবুল করুন।

(২) সঠিকভাবে শরীয়তের উপর আমল করা যা সুন্নতের অনুকরণে সহজ হয়। ফুকাহায়ে উম্মত এই জিম্মাদারি পালন করেছেন। তাঁদের এ খিদমতের কারণে আল্লাহ পাক অনেক মানুষকে হেদায়েত দিয়েছেন এবং গোমরাহ সম্প্রদায়কে সঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

(৩) এরপর শাহ্ সাহেব (রহ.) ইহসানের আলোচনা করেছেন। কোরআন ও হাদিসের দলিল দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, ইখলাস ও ইহসানকে শুদ্ধ করা হল দ্বীনের মূল বিষয়। আল্লাহ পাক নিজ বান্দার জন্য এটাকে পছন্দ করেছেন। এরপর শাহ্ সাহেব (রহ.) ইখলাস ও ইহসানের আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করে বলেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ এই তৃতীয় বিষয়টা হল শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্য হতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পুরো শরীয়তের সামনে এটার অবস্থা তেমন শরীরের জন্য প্রাণ যেমন। এই বিষয়ের জিম্মাদারি ওলী-মুরশিদ ও বুযুর্গগণ নিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁরা নিজেরা হেদায়েত পেয়েছেন এবং অন্যদেরকেও হেদায়েত করেছেন। নিজেরা তৃপ্ত হয়েছেন অন্যদেরকেও তৃপ্ত করেছেন। তাঁরা মহাসৌভাগ্যবান ও সফলকাম হয়েছেন। শাহ্ সাহেব (রহ.) আরো বলেন, ইখ্লাস ও ইহসান এমন মহান দুটি বিষয় যে, তা ব্যতীত ইলম ও আমলের কোন মুল্যই থাকে না।

এ বিষয়ে মোল্লা আলী কারী (রহ.) হাদিসে জিবরাইল (আ.)এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইখলাস হাসিল করা। কারণ ঈমান ও ইসলাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইখলাস শর্ত। এর দ্বারা বুঝা গেল, ইহসান ও ইখলাস উভয়টা সমার্থবোধক শব্দ। এগুলো ছাড়া ঈমান ও ইসলাম শুদ্ধ হয় না। আমল কবুল হওয়া ও কবুল না হওয়া এর উপর নির্ভর করে। এটা ব্যতীত ইলম ও আমল মূল্যহীন। হযরত শাহ্ সাহেব (রহ.) এও বলেছেন যে, ইখলাস বিহীন আমল প্রাণহীন দেহের মত, আর ইখলাস বিহীন ইলম অর্থহীন শব্দের মত।

www.eelm.weebly.com

হযরত শাহ্ আব্দুল হক সাহেব মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহ.)এর বর্ণনা

"আশয়াতুল লাময়াত" নামক কিতাবে শাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহ.) বলেন, হাদিসে বর্ণিত ইহসান শব্দ দ্বারা আসল তাসাওউফের দিকে ইশারা করা হয়েছে। আর তাসাওউফের সর্ব প্রকার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য, যার দিকে তরীকতের মাশায়েখগণ ইশারা করে থাকেন তা উক্ত ইহসানকে বলা হয়। সামনে হযরত শাহ্ সাহেব (রহ.) লিখেন, যদিও মৌলিকভাবে ইলমে হাদিস সব ইলমের উপর প্রাধান্য পায়, তবুও এর কথা স্বীকার করতে হবে যে, "তাসাওউফ" কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা ও আমলী নমুনা।

হযরত আল্লামা শামী (রহ.) এর বর্ণনা

হযরত আল্লামা শামী (রহ.) লেখেন, শরীয়তের উপর আমল করার নামই হল তরীকত এবং শরীয়ত হল জাহেরী আমলের নাম আর শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকত এই তিনটা একটা অন্যটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

হযরত ইমামে রব্বানী গাঙ্গুহী (রহ.)এর বাণী

ইমামে রব্বানী হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) স্বীয় মাকতুবাতে বলেন, মূলত শরীয়তের উপর আমল করা ফরজ যা মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর তরীকত হল, বাতেনী শরীয়ত, হাকীকত ও মারেফাত যা জাহেরী শরীয়তকে পূর্ণতায় পৌছায়। মারেফাত ব্যতীত পরিপূর্ণভাবে শরীয়তের উপর চলা সম্ভব নয়। (মাকাতীবে রশীদিয়া পৃ. ২৪)

হযরত মাওলানা ওসীউল্লাহ সাহেবের এই রিসালা ও উদ্ধৃতিও খুব লম্বা। তার মধ্যে তাসাওউফের হাকীকত, বাইআতের প্রয়োজনীয়তা, শায়েখের সুরত এবং তাঁর অনুকরণ করা জরুরী হওয়া

www.eelm.weebly.com

বিষয়কে অনেক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে গেলেও কিতাব অনেক লম্বা হয়ে যাবে।

তাসাওউফ সম্পর্কে হযরত মাওলানা আশেক এলাহী সাহেবের অভিমত

হযরত মাওলানা আশেক এলাহী সাহেব (রহ.) হযরত ইমামে রব্বানী গাঙ্গুহী (রহ.)এর জীবনীগ্রন্থ তাযকিরাতুর রশীদের দ্বিতীয় খণ্ডে "তরীকত" শিরোনামে তরীকতের বাস্তবতা ও প্রয়োজনীতার উপর খুব বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, তাসাওউফ হল জাহেরী অঙ্গ-প্রতঙ্গ সহ অন্তরকে আল্লাহর দাসত্বের মধ্যে এমনভাবে ব্যস্ত রাখা যে, সারা জগতের হেদায়েতের রাস্তার রাহবার সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাতানো রাস্তা এবং তাঁর আনীত শরীয়তের অনুকরণ করার প্রতি আকর্ষণ ও অভ্যাস এমনভাবে করা যে, সুন্নতের উপর আমল করা তাঁর স্বভাব ও চারিত্রিক গুণ হয়ে যায় এবং কৃত্রিমতার আশ্রয় নেওয়া থেকে অন্তর মুক্তি পায়।

তাসাওউফের অপর নাম ঈমান

তাসাওউফের অপর নাম হল ঈমান তা অন্য কোন বিষয়ের নাম নয়। বরং ঈমান তাসাওউফের অপর নাম। যে ঈমানের দাবি সকল মুসলমান করে থাকেন তাকেই সুলূক ও ইহসান বলে। তবে শর্ত হল, সে তাসাওউফ ও ঈমান, সুলূকের রং ও মজা অন্তরে ক্রিয়া করবে। তখন ঐ ঈমান সুলূকের মূল সূত্রে পরিণত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা দুনিয়ার মানুষকে এই সুলূক ও তাসাওউফ শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাতে আমলী জীবন গড়তে দাওয়াত দিয়েছেন। সেটাই হল আসল দরবেশী ও তরীকত। তবে তা তখন হবে যখন তার আমল জাহেরী অঙ্গ অতিক্রম করে বাতেনী অঙ্গ অন্তরে পৌঁছে যাবে এবং তার জাহেরী ও বাতেনী আমল আল্লাহ

www.eelm.weebly.com

পাকের ভালবাসা ও তাঁর সাথে বিশেষ সম্পর্ক প্রকাশ পাবে যাকে নিস্‌বত ও সুলূক বলা হয়।

সাধারণ ও নিসবতওয়ালা মানুষের ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য

একজন অসুস্থ মানুষ যার ক্ষুধা অনুভব হয় না শরীর সবল রাখার জন্য ডাক্তারের নির্দেশে জোর করে খানা খায়। আর দ্বিতীয় জন হল, পরিপূর্ণ সুস্থ মানুষ যার ক্ষুধার চাহিদা হয় আর ক্ষুধা মিটানোর জন্য সে খানা খায়। খানা খাওয়ার ক্ষেত্রে এই উভয় ব্যক্তি যদিও এক কিন্তু পার্থক্য হল, একজন চাহিদা ছাড়া জোর করে খায়, আরেকজন পূর্ণ চাহিদার সাথে খানা খায়। তেমনিভাবে নফসকে বাধ্য করে সাধারণ মানুষ ইবাদত করে, আর নিসবত ওয়ালা ব্যক্তি দিলের চাহিদা নিয়ে ইবাদত করেন, যে চাহিদা তাঁকে ইবাদতে বাধ্য করে। তাই অন্তরের সুস্থতার নাম হল সুলূক ও তরীকত। আর এই বাতেনী ইলম রূহানী খাদ্য যাকে আসল শরীয়ত বলা হয়, তা ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে দেয়। মাওলানা আশেক এলাহী সাহেব (রহ.) তাসাওউফের হাকীকত ও তার জরুরত এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে লম্বা আলোচনা করার পর ইমামে রব্বানী হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)এর একটা প্রবন্ধ লিখেছেন।

হযরত ইমামে রব্বানী গাঙ্গুহী (রহ.)এর প্রবন্ধ

এই প্রবন্ধ হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)এর জীবনের প্রথমদিকে কেন লিখেছিলেন তা জানা যায়নি। বরকতের জন্য হুবহু আরবীতে লেখা ঐ প্রবন্ধটি এবং হযরত মাওলানা মীরাঠি (রহ.)এর অনুবাদসহ এখানে তা উদ্ধৃতি করছি। তিনি বলেন,

علم الصوفية: علم الدين ظاهراوباطناوقوة اليقين وهوالعلم الاعلى

www.eelm.weebly.com

حالهم : اصلاح الاخلاق ودوام الافتقار الى الله تعالى.

حقيقة التصوف : التخلق بأخلاق الله تعالى وسلب الارادة وكون العبد فى رضاء الله تعالى.

اخلاق الصوفية : ماهو خلقه عليه الصلوة والسلام بقوله تعالى إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيْمٍ وماورد به الحديث.

تفصيل اخلاقهم هكذا () التواضع ضده الكبر () المداراة و احتمال الاذى عن الخلق () المعاملة برفق وخلق حسن وترك غضب وغيظ () المواساة والايثار بفرط الشفقة على الخلق وهو تقدم حقوق الخلق على حظوظه () السخاوة () التجاوز والعفو () طلاقة الوجه والبشرة () السهولة ولين الجانب () ترك التعسف والتكلف (٠) انفاق بلااقطار وترك الادخار () التوكل () القناعة بيسير من الدنيا () الورع () ترك الماه والجدال والعتب ألابحق () ترك الغل والحقد والحسد () ترك المال والجاه () وفاء الوعد () الحلم () الأناة (٠) التواد والتوافق مع الاخوان و العزلة عن الاغيار () شكر المنعم () بذل الجاه للمسلمين.

الصوفى : يهذب الظاهر والباطن فى الاخلاق.

والتصوف : ادب كله ادب الحضرة الالهية الاعراض عماسواه حياء واجلالا وهيبة : **اسئو المعاصى** : حديث النفس وسبب الظلمة

অর্থ ঃ সূফী ও পীর মাশায়েখগণের ইলম হল, জাহেরী বাতেনী দ্বীনি ইলম ও একীনের শক্তি যা সর্বোত্তম ইলম।

তাঁদের আসল অবস্থা হল, চরিত্র সংশোধন করে আল্লাহ পাকের সাথে অন্তর লাগিয়ে রাখা।

www.eelm.weebly.com

তাসাওউফের মূল হল, আল্লাহ পাকের গুণে গুণান্বিত হওয়া, নিজের মনের ইচ্ছা ত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার চেষ্টা করা।

সূফীগণের চরিত্র হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক চরিত্রের মত। যার বর্ণনা কোরআনে এই ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, "হে রাসূল! নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী"। এছাড়া হাদিস শরীফে তাঁর যে চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলোই হল সূফীগণের চরিত্র। সূফীগণের আখলাক চরিত্রের বিস্তারিত আলোচনা এভাবেও করা যায়,

(১) বিনয়ী হওয়া, নিজকে সকল মাখলুক থেকে হেয় মনে করা, অহংকার না করা।

(২) সকল মাখলুকের সাথে নরম ব্যবহার করা, তাদের যে কোন কষ্ট সহ্য করা।

(৩) উত্তম চরিত্রের সাথে নরম ব্যবহার করা, রাগ ও ক্রোধ প্রদর্শন না করা।

(৪) স্বীয় অধিকার ও প্রাপ্য বিষয়ের উপর সহানুভূতির সাথে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া।

(৫) দানশীল হওয়া (আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য দান করা।)

(৬) ক্ষমা করা ও মানুষের ভুল ত্রুটি মাফ করা।

(৭) হাস্যমুখ চেহারা ও প্রফুল্ল শরীরের অধিকারী হওয়া।

(৮) নরম ও উদার হয়ে কোমল অন্তরের হওয়া।

(৯) লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা পরিহার করা।

(১০) মুক্ত হস্তে ব্যয় করা, সম্পদ জমা না রাখা।

(১১) প্রতিটি কাজে আল্লাহর উপর ভরসা রাখা।

(১২) পার্থিব বস্তুতে স্বল্পে তুষ্ট থাকা।

(১৩) পরহেজগার, সংযমী, ও পুণ্যবান হওয়া।

(১৪) ঝগড়া-বিবাদ, অসন্তোষ ও ক্রোধ প্রকাশ না করা।

www.eelm.weebly.com

(১৫) হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা না রাখা।

(১৬) অর্থ-সম্পদ ও মান-সম্মান লাভের আশা না করা।

(১৭) ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করা।

(১৮) সহনশীল, ধৈর্যশীল ও গম্ভীর হওয়া।

(১৯) বিচক্ষণ হওয়া, অথবা বিচক্ষণতার সাথে জীবন যাপন করা।

(২০) মুমিনদের সাথে ভালবাসা রাখা অন্যদের থেকে দূরে থাকা।

(২১) দয়ালু ও উপকারকারীর শুকরিয়া করা ও তাঁদের গুণগ্রাহী হওয়া।

(২২) মুসলমানের উপকারার্থে নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করা।

সূফী ও পীর মাশায়েখগণ, জাহেরী ও বাতেনী আখলাক-চরিত্রকে সুন্দর করে নেন। তাসাওউফ দ্বারা উত্তম আদব গ্রহণ করা বুঝায়। তাই তাসাওউফের অপর নাম হল আদব। আর আল্লাহর দরবারের আদব হল, তাঁর বড়ত্ব ও ভয়ের কারণে মাখলুক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

আর বড় গোনাহ হল আপন অন্তরের সাথে কথা বলা। তাতে অন্তরে অন্ধকার পয়দা হয়।

ইমামে রব্বানী কুতুবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)এর এই প্রবন্ধটি তাসাওউফের তাজ ও মুকুটের মর্যাদা পেয়েছে। বুযুর্গগণের হাজার হাজার কিতাবের সারাংশ ও মূল বিষয়বস্তু এতে প্রকাশ পেয়েছে।

রইসুল আহরার এর প্রশ্ন ঃ

এ তাসাওউফ আবার কোন মুসিবত?

তৎকালীন ইংরেজ থেকে স্বাধীন হওয়ার জন্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের অগ্রপথিক মাওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানভী অধমকে অনেকদিন আগে বলেছিলেন, এই তাসাওউফ

www.eelm.weebly.com

আবার কোন ধরণের বিপদ? এটা খুব মজার কাহিনী। এ কাহিনী বিস্ত ারিতভাবে স্ব-স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তখন সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়েছিলাম যে, তাসাওউফের হাকীকত হল, নিয়ত সঠিক করা। যা শুরু হয় انما الاعمال بالنيات দ্বারা, আর শেষ হয় ان تعبد الله كانك تراه আল্লাহকে হাজির নাজির মনে করে ও তাঁকে সামনে রেখে ইবাদত করা। যাকে বলা হয় ইয়াদ্দাশত, হুজুর ও নিসবত। তাকে আরো বললাম যে, মাওলানা! এ হাদিসের উপর আমল করার জন্যই সব চেষ্টা-মেহনত, যিকির-শোগল, মুজাহাদা-মুরাকাবা এবং আল্লাহর ধ্যান খেয়ালের যোগ্যতা পয়দা করতে হয়। যাকে আল্লাহ পাক স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে এই দৌলত দান করেন তাঁর জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না।

সাহাবা কেরামগণ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহা মূল্যবান ও নূরানী নেক দৃষ্টির প্রভাবে, মুহূর্তের মধ্যে সুলূকের সমস্ত মাকাম, ধাপ ও স্তর অতিক্রম করে দ্বীন ও ঈমানের সবকিছু হাসিল করে নিতেন। তাঁদের জন্য অন্য কোন ইসলাহী আমল ও মেহনতের প্রয়োজন হত না। পরবর্তীতে আত্মিক রোগ বেশি হওয়ার কারণে আকাবিরগণ ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসকগণ এ বাতেনী রোগের জন্য বিভিন্ন ঔষধ নির্ধারণ করেছেন। যেমন শারীরিক ডাক্তাররা শারীরিক রোগের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঔষধ নির্ধারণ করে থাকেন। ঠিক তেমনিভাবে রূহানী ডাক্তার ওলী-মুরশিদ ও বুযুর্গগণও রূহানী রোগের জন্য প্রত্যেক যুগের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুপাতে (যা বুযুর্গগণের অনুকরণে হয়) ঔষধের ব্যবস্থা করে থাকেন। তা কারো জন্য খুব দ্রুত উপকারী হয়, আর কারো জন্য একটু বিলম্বে হয়। পরবর্তিতে মরহুম মাওলানা সাহেবকে এ সম্পর্কে অনেক ঘটনা শুনিয়েছিলাম।

www.eelm.weebly.com

পায়ে হেটে দরিয়া পার হওয়ার ঘটনা

শায়েখুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (দা.বা.) বলেন, অধম আব্বাজান হযরত মাওলানা ইয়াহ্ইয়া (রহ.) থেকে একটা ঘটনা একাধিকবার শুনেছি। অধম হাদিসের সবকে ও দোস্তদের মজলিসে হাজারো বার সে ঘটনা বলেছি। তা হল, কারনাল জেলায় পানিপথ নামে একটা গ্রাম অবস্থিত। সে জেলা শহর কারনাল ও পানিপথের মাঝে যমুনা নদী অবস্থিত। এখনো এমন আছে কিনা তা জানা নেই। শুষ্ক মৌসুমে লোকজন জুতা হাতে নিয়ে সে নদী পার হয়ে যেত, কোন জায়গায় পানি বেশি থাকলে সেখানে নৌকা দাড়ানো থাকত, মাঝি মাল্লারা দু'চার পয়সার বিনিময়ে লোকদের পার করে দিত। কিন্তু বর্ষাকালে যমুনা পানিতে ভরপুর থাকত, তখন পায়ে হেটে পার হওয়া সম্ভব হত না।

সেখানকার একটা ঘটনা হল, পানিপথের এক ব্যক্তি কারনাল কোর্টে একটি হত্যা মামলার আসামী ছিল। বর্ষার কারণে যমুনা নদী পানিতে পূর্ণ ছিল। সে ব্যক্তি নৌকার মাঝি মাল্লাকে তোষামোদ করে নদী পার করে দিতে বললে, তারা উত্তর দিল যে, তোমার সাথে আমরাও কি এ নদীতে ডুবে মরব? তখন ঐ গরিব বেচারা পেরেশান হয়ে কান্না করছিল। এক ব্যক্তি তার এ দুরাবস্থা দেখে বললেন, আমার নাম না বললে তোমাকে যমুনা পার হওয়ার ব্যবস্থা বলে দিতে পারি। যমুনার নিকটে গিয়ে দেখ একটা কুড়ে ঘর আছে। সেখানে মাজযুব প্রকৃতির একজন লোক বাস করেন। তাঁকে ভাল করে ধরবে তোষামোদ, অনুরোধ, মিনতি, যাই তোমার দ্বারা সম্ভব হয় তার মধ্যে ত্রুটি করবে না। তিনি তোমাকে যত বকাবকি করুন না কেন, এমনকি মারধর করলেও তুমি তাঁকে ছাড়বে না। তখন লোকটা সে মাজযুব সাহেবের কাছে গিয়ে তাকে পার করে দেওয়ার জন্য তোষামোদ করল। সে তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী লোকটাকে খুব বকাবকি করে বলল, আমি কি খোদা? আমি কি করতে পারব? কিন্তু সে যখন

www.eelm.weebly.com

কেঁদেই ফেলল (আর কান্না করতে পারা খুব মূল্যবান আমল। আল্লাহ পাক আমাকেও কাঁদার তওফীক দান করুন) তখন সে বুযুর্গ বললেন, যাও যমুনাকে গিয়ে বল, আমাকে ঐ ব্যক্তি পাঠিয়েছেন যে জীবনে কখনো খানা খায়নি এবং বিবির সাথে মেলামেশাও করেনি। সুতরাং পার হওয়ার রাস্তা দাও। লোকটা যমুনা নদীকে একথা বলার সাথে সাথে যমুনা নদী রাস্তা দিয়ে দিল লোকটার কাজ হয়ে গেল।

এটা অসম্ভবের কিছু নয়, কেননা এটা হল আগেকার আম্বিয়াগণের মোজেজা স্বরূপ এবং বর্তমান উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য তা কারামত স্বরূপ। সাহাবা কেরাম (রা.)গণের ইতিহাসে পানির উপর দিয়ে চলার অনেক ঘটনা বর্ণিত। "কারামাতে সাহাবা (রা.)" নামে স্বতন্ত্র একটি কিতাব হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) এর নির্দেশে লেখা হয়েছে। সে কিতাবে সাহাবী হযরত আলা ইবনে হাযরমী (রা.)এর নেতৃত্বে পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার সময় সমুদ্রে ঘোড়া নামিয়ে দেওয়ার ঘটনা রয়েছে। এতে ঘোড়ার পায়ের খুরও ভেজেনি বলে বর্ণিত। পারস্য সম্রাট এ অবস্থা দেখে একটা নৌকায় পালিয়ে যাওয়ার সময় বলল, তাঁদের সাথে যুদ্ধ করে পারা যাবে না। ইবনে আব্দুল বার ও তাজুদ্দীন সাবকী (রহ.) সংক্ষিপ্তভাবে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

উপরে বর্ণিত কুঁড়ে ঘরে ঐ বুযুর্গের বিবি-বাচ্চাও বসবাস করত। দ্বীন দারদের বিবিরা সাধারণত বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে থাকে। ঐ বুযুর্গ বেচারা তো সর্বদা এই ফিকিরে থাকতেন যে, তাঁর বিবির সাথে কোন ঝগড়া না হয়ে যায়। আর বিবি এর দ্বারা অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করে তাঁর মাথায় চড়ে বসত। তখন ঐ বুযুর্গের বিবি কান্না করে বলল, জীবনভর নাকি তুমি কিছু খাওনি। না খেয়েই হাতী হয়ে গেছ? যা হোক তা তোমার ব্যাপার আর তোমার খোদার ব্যাপার। কিন্তু তুমি যে বললে, জীবনভর বিবির সাথে মেলামেশা করনি, তাহলে এ সন্তানগুলো

www.eelm.weebly.com

কার ও কোথা হতে এসেছে? সে বুযুর্গ সাহেব যতই তাকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন যে, বাচ্চাগুলো আমারই সন্তান, আমি তাদেরকে অস্বীকার করছি না। কিন্তু না, সে আরো কান্না শুরু করে বলল, তুমি আমার বদনাম করেছ। ঐ ব্যক্তি সবার কাছে গিয়ে বলবে, পীর সাহেব বিবির সাথে মেলামেশা করেনি, তো সন্তান কোথা হতে এলো? পীর সাহেব যতই বুঝান কিন্তু তার বুঝে আসে না। অনেক পরে পীর সাহেব বললেন, শোন! আল্লাহ পাকের শোকর সারাজীবন খুব খেয়েছি, আর তোমার সাথে মেলামেশাও খুব করেছি যা তোমারও জানা আছে। তবে কথা হল, বাল্যকালে জনৈক মাওলানা সাহেবের ওয়াজে শুনেছিলাম, যে কাজ আল্লাহর ওয়াস্তে করা হয় তা দুনিয়া নয়, বরং দ্বীন ও ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়। তখন থেকে যা কিছু খেয়েছি তা এই নিয়্যতে খেয়েছি, যাতে আল্লাহর দাসত্বের শক্তি অর্জিত হয় বা যিনি খাওয়াচ্ছেন তাঁর দিল যেন খুশি হয়। তেমনিভাবে বিবাহের পর তোমার সাথে মেলামেশা খুব করেছি। তবে এই ওয়াজ যেহেতু বিবাহের আগে শুনেছিলাম, তাই যতবার তোমার সাথে মেলামেশা করেছি তোমার হক আদায় করার নিয়তে করেছি।

অধমের আব্বাজান (রহ.) থেকে এ ঘটনা এভাবেই একাধিক বার শুনেছি। তবে মাওলানা আলহাজ্ব আবুল হাসান আলী মিয়া সাহেব (দা.বা.) হযরত আলহাজ্ব শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব মুজাদ্দেদী নকশ্‌বন্দী ভূপালী (রহ.)এর যে সমস্ত বাণী জমা করেছেন, সে কিতাবে ঐ ঘটনা ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন। তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

হযরত শাহ্ সাহেব (রহ.) বলেন, কোন এক দরিয়ার পাড়ে এক বুযুর্গ বসবাস করতেন। আর দরিয়ার অপর পাড়ে অন্য এক বুযুর্গ বসবাস করতেন। তাঁদের মধ্য হতে এক বুযুর্গ বিবাহিত ছিলেন, ছেলে সন্তানও তাঁর হয়েছিল। একদিন তিনি তাঁর বিবিকে বললেন, দরিয়ার অপর প্রান্তে যে বুযুর্গ রয়েছেন তাঁকে কিছু খানা দিয়ে আসো। তখন

www.eelm.weebly.com

বিবি বললেন, দরিয়ায় গভীর পানি অপর প্রান্তে কিভাবে পার হয়ে যাব? বুযুর্গ বললেন, তুমি যখন দরিয়ায় পা রাখবে তখন আমার নাম নিয়ে বলবে, আমার ও আমার স্বামীর মধ্যে যদি স্বামী স্ত্রীর মত কোন সম্পর্ক হয়ে থাকে তাহলে যেন আমি ডুবে যাই, আর ঐ সম্পর্ক না হয়ে থাকলে যেন আমি পার হয়ে যাই। সে মহিলা গিয়ে দরিয়াকে একথা বলল। বলার সাথে সাথে দরিয়া পায়ে হেটে পার হওয়ার যোগ্য হয়ে গেল। হাটু পানির মধ্য দিয়ে সে মহিলা দরিয়া পার হয়ে গেল। খানা বুযুর্গের সামনে নিয়ে রেখে দিল। বুযুর্গ একা সমস্ত খানা খেয়ে ফেললেন। ফেরার সময় মহিলার চিন্তা হল, আসার নিয়ম তো জানা ছিল। কিন্তু যাওয়ার তরিকা কি হবে? বুযুর্গ যখন তার পেরেশানী দেখলেন, তখন তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মহিলা উত্তর দিলেন, আমি দরিয়া কিভাবে পার হব? বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, প্রথমবার তুমি কিভাবে পার হয়েছিলে? মহিলা উত্তর দিলেন, আমার স্বামী এভাবে বলতে বলেছিলেন, সেভাবেই বলে পার হয়ে এসেছিলাম। তখন সে বুযুর্গ বললেন, এবার গিয়ে আমার নাম নিয়ে বলবে, ঐ বুযুর্গ যদি জীবনে কখনো এক লোকমাও খানা খেয়ে থাকেন তাহলে যেন আমি ডুবে যাই। আর না খেয়ে থাকলে যেন পার হয়ে যাই। সে মহিলা দরিয়াকে একথা বলে পার হয়ে গেল। পরে সে মহিলা স্বামীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি ছেলে সন্তানের পিতা হয়ে বাস্তব বিরোধী কথা কিভাবে বললেন? আর ঐ বুযুর্গ আমার চোখের সামনে সব খানা খেয়েও কিভাবে তা অস্বীকার করলেন? বুযুর্গ উত্তর দিলেন, আমি যা কিছু করেছি আল্লাহর নির্দেশে করেছি, নফসের খায়েশ মিটানোর জন্য করিনি। আর ঐ বুযুর্গ যা কিছু করেছেন আল্লাহর বিধান মেনে করেছেন, নফসের কোন প্রকার দখল এর মধ্যে ছিল না। আর দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে তা সব নফসের চাহিদা মিটানোর জন্যই ঘটছে। আল্লাহ পাকের বিধান তাদের সামনে থাকে না। সুতরাং

www.eelm.weebly.com

তাদের বিবাহ শাদি ও খানা পিনা নফস পূজার ভিত্তিতে হয়ে থাকে আর আমাদের কারো মধ্যে এটা নাই।

অবশ্য উভয় ঘটনা যে এক হতে হবে এটা জরুরী নয় এ ধরনের ঘটনা একাধিকও হতে পারে। পানির উপর দিয়ে চলা, দরিয়ার মধ্য দিয়ে ঘোড়া দৌড়ানো সংক্রান্ত ঘটনা সাহাবা কেরাম (রা.)গণের জীবনে অনেক ঘটেছে। এগুলো তাঁদের জীবনের খুব প্রসিদ্ধ অধ্যায়, যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী

এ বাণী মেশকাত শরীফের "বাবু সালাতিদ্দোহা" নামক অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের শরীরে ৩৬০ টি জোড়া আছে। প্রভাতে যখন মানুষ সুস্থতার সাথে ঘুম থেকে জাগে তখন প্রত্যেক জোড়া সুস্থতার বিনিময়ে একটা করে (শোকরানা) সদকা করা ওয়াজিব হয়। একবার সুবহানাল্লাহ বলা একটা সদকা, একবার আল-হামদুল্লিহ বলা একটা সদকা, একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা একটা সদকা, একবার আল্লাহু আকবার বলা একটা সদকা, সৎকাজের আদেশ করা সদকা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা সদকা, নিজ বিবির সাথে সহবাস করা সদকা, আর দুই রাকাত চাশতের নামায ঐসমস্ত ৩৬০ সদকার সমপর্যায়ের। (কারণ নামাযের মধ্যে সমস্ত জোড়া ব্যস্ত থাকে, তাই দু'রাকাত নামায সবগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়) সাহাবা কেরাম(রা.)গণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিজের বিবির সাথে যৌন ক্ষুধা নিবারণ করলেও তা কি সদকা হবে? তাঁদেরকে আল্লাহ পাক অনেক অনেক মর্যাদা দান করুন তাঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে উম্মতের জন্য অনেক জ্ঞান রেখে গেছেন। তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আচ্ছা বল দেখি! সে যদি তার এই বীর্যকে অপাত্রে রাখে অর্থাৎ ব্যভিচার করে তাহলে কি গুনাহ্ হবে না? তাঁরা

www.eelm.weebly.com

বললেন, অবশ্যই গোনাহ্ হবে। তখন তিনি বললেন, তাহলে হারাম থেকে আত্মরক্ষা করার নিয়্যতে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে সওয়াব কেন হবে না? এ কথার সমর্থনে অনেক হাদিস ও অন্য আলোচনা দ্বারাও পাওয়া যায়। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ যে, তাঁর পবিত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকত لاتعد ولاتحصى অগণিত। কিন্তু আমরা তার মূল্যায়ন না করে ঐসমস্ত মূল্যবান মণি-মুক্তা পদদলিত করছি এবং তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছি না। এতে ক্ষতি আমাদের হবে। কবি বলেন,

خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال
کہ آگ لینے کو جائیں پیگمبری مل جائے

খোদার অনুগ্রহের কথা মূসার কাছে জিজ্ঞাসা করুন
যিনি আনতে গিয়ে আগুন পয়গম্বরী পেলেন ॥

ইখলাসের সাথে আগুন আনতে গেলেও পয়গম্বরী পাওয়া যায়। আব্বাজান (রহ.)এর একটা প্রসিদ্ধ বাণী, যা অধম শতবার শুনেছি, "সুন্নত তরিকায় পায়খানায় যাওয়া সুন্নতের খেলাফ নফল নামায পড়া থেকেও অধিক উত্তম"।

তাসাওউফের প্রচলিত ধারা নবীর যুগে ছিল না

একটা প্রশ্ন ও তার উত্তর

একজন গণ্যমান্য আলেম ও বুযুর্গের চিঠি ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

বর্তমান যুগের বরকত, আমার কাছে অতি সম্মানী হযরত শায়খুল হাদিস সাহেব (দা.বা.) আল্লাহ আপনার সম্মান আরো বৃদ্ধি করুন। আপনার বরকতে আমাদেরকেও ধন্য করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। আমি করাচি আসার

www.eelm.weebly.com

পর থেকে আপনাকে পত্র লেখার ইচ্ছা করছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে সুযোগ হয়নি। একদিকে কাজের ব্যস্ততা, অন্যদিকে অলসতা ও আমার ব্যর্থতা। আপনাকে তো আল্লাহ পাক নিয়মিত কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। আপনার সব কাজ সময় মত হয়ে যায় এই নিয়ামত থেকে আমি বঞ্চিত আল্লাহ পাক রহম করুন, আমীন!

তবে আমার স্নেহের মুহাম্মদ (আল্লাহ পাক তাকে নিরাপদে রাখুন) আপনার চিঠি আমাকে দিয়েছে বরং সে নিজে তা পড়েও শুনিয়েছে। আমি নিজেও আবার সে চিঠি পড়েছি। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য দারুল উলূম করাচি গিয়েছিলাম। সেখানেও আপনার চিঠির ব্যাপারে আলোচনা করেছি। মুফতী শফী সাহেব বলেন, এ বিষয়ে মৌখিক আলোচনা হয়েছিল। মাদরাসা আরাবিয়া ইসলামিয়ার শিক্ষকদের শুরার বৈঠক ছিল। ঐ মজলিসে মুবারক চিঠিটি পড়ে শুনানো হয়েছিল এবং আমল করার জন্য পরিকল্পনা ও মশওয়ারা করা হচ্ছিল। আপনার কথা তো একদম স্পষ্ট। আল্লাহ নামের যিকিরের নূর ও বরকত দ্বারা যেসব ফলাফল হবে তা স্পষ্ট। আমি তো এই অভাব পূরণের জন্য সবসময় একথা বলে থাকি, প্রত্যেক মাদরাসায় খানকা থাকা জরুরী। আমাদের আকাবিরগণ ইখলাস ও আল্লাহর ভালবাসার যে স্মৃতি রেখে গেছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁদের তাদ্‌রীস ও তালীম দ্বারা মনের অজান্তে এমন তারবিয়াত হত এবং তাঁদের বাতেনী শক্তির বরকতে এত প্রভাব সৃষ্টি হত যে, পড়ালেখা শেষে তাঁদেরকে দেখলে মনে হত, যেন কোন যিকিরকারী মুরিদ "এতেকাফ" থেকে বের হয়ে এসেছেন। এতে সন্দেহ নেই, কামেল লোকদের যুগ খতম হয়ে গেছে। সুতরাং তার পূর্ণতার জন্য এ ধরণের নিয়মনীতি অবলম্বন করা দরকার। আল্লাহ পাক অতি দ্রুত আমলীভাবে তা বাস্তবায়ন করার পথ করে দিন। (আমিন)

www.eelm.weebly.com

তবে মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে যে, দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া এবং দ্বীনি কিতাবাদি অধ্যয়ন করা যদি ইখলাস ও ভাল নিয়াতে হয় তাহলে এগুলো যিকিরের মধ্যে গণ্য হতে পারে। পক্ষান্তরে আল্লাহ পাক না করুন যিকির যদি রিয়ার সাথে করা হয়, তাহলে তা বেকার ও ক্ষতিকর হয়ে যাবে। তবে যদি কোন মাদরাসায় কোরআন পাক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু থাকে, বাচ্চারা কোরআনের তালীম ও হেফজের মধ্যে লিপ্ত থাকে, আল-হামদুলিল্লাহ এমন মাদ্‌রাসাও আছে যেখানে মাসুম নিষ্পাপ ও বিদেশী মুসাফির শিশুরা দিবা-রাত্রি কমপক্ষে ১২ ঘন্টা কুরআন পাকের তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকে। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল-হামদুলিল্লাহ অনেক উঁচু, নিয়্যতও ভাল। তো এই ধরনের যিকির কি ঐসমস্ত জবানী যিকির ও আল্লাহ পাকের নামের যিকিরের স্থান পূরণ করতে পারবে না? বর্তমানে যিকিরের যে ধারা এখন চালু আছে, আল-হামদুলিল্লাহ তাতেও অনেক নেকী পাওয়ার আশা করা যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তো তাসাওউফের বর্তমান ধারা চালু ছিল না। যা ছিল তা হল কোরআন পাকের তেলাওয়াত, বিভিন্ন সময়ের ওজিফা ও দোয়া এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক সোহবত ও রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি। বর্তমান যুগেও এমন পরিবেশ তৈরী করা গেলে হয়তো বা তাতেও নেকী পাওয়া যাবে। তবে এটা সত্য যে, এটা স্বতন্ত্র যিকির হবে না, যেমনটি হয় মাশায়েখ ও তরীকতের বুযুর্গগণের মজলিসসমূহে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকে। এ ব্যাপারে আমাকে দিক নির্দেশনা দান করবেন। সুলূকের পথে অযোগ্য হওয়ায় আমার খুব আফসোস হয়। হায়! আমার মধ্যে যদি সুলূকের পূর্ণতা হত, তাহলে অন্যের উপকারের নিমিত্তে সুলূকের ধারাও চালু করতাম এবং ঐ ধরণের একটা খানকাও চালু হয়ে যেত।

www.eelm.weebly.com

এটাতো স্পষ্ট কথা যে, সাধারণত মাদরাসার ছাত্ররা পড়ার জামানায় তারবিয়াত ও ইসলাহে নফসের দিকে মনোযোগী হয় না, তাই এটা খুব বেদনাদায়ক ব্যাপার হয়ে গেছে। অন্যদিকে শিক্ষকগণও এই শক্তিশালী ও তৃপ্তিদায়ক নিসবত ও সুলূকের ধারক বাহক হন না। উপরন্তু ছাত্ররা নিজেদের ইসলাহের ব্যাপারে উদাসীন থাকে, যিকির আযকার ও দোয়ার পাবন্দী করে না। এই ফিতনা ফাসাদের জামানায় যখন حفت النار بالشهوات (নফসানী খাহেশাতের দ্বারা জাহান্নামকে ঢেকে দেয়া হয়েছে) হাদিসের মর্ম অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হচ্ছে, তখন অধিক পরিমাণে যিকির করা ব্যতীত উপায় নাই। আমি আপনার বিশেষ দোয়া ও মনোযোগের মুখাপেক্ষী সময় নষ্ট করার কষ্ট রয়েছে। অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়ার ভয় রয়েছে। ইতি ঃ ওয়াস'সালাম।

হযরত শায়খুল হাদিস (দা.বা.) এর পক্ষ থেকে উত্তরনামা

জনাব সম্মানী ..... আপনার সম্মান আরো বৃদ্ধি পাক। মাসনুন সালামের পর কথা হল, দীর্ঘ অপেক্ষার পর ২০ শে জানুয়ারী রাত্রে ইশার পর রেজিষ্টারি চিঠি পৌঁছেছে। পোষ্টফিস ওয়ালাদেরকে আল্লাহ পাক উত্তম বদলা দান করুন। আমার এক দোস্ত তাঁর নিজস্ব কোন কাজে পোষ্ট অফিসে গিয়েছিলেন। পোষ্ট অফিসওয়ালারা রেজিষ্টারটি তার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলে দিয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী চিঠি দেওয়ার সময় আগামীকাল ছিল কিন্তু আজই দিয়ে দিলাম। যখন পিওন আসবে তখন অফিসের খাতায় বিতরণের মহর ও দস্তখত করে দিবে।

আপনার কর্ম ব্যস্ততার কথা খুব জানা আছে এবং আপনার এত বেশি যোগ্যতা যে, একই সময়ে অনেক কাজ করে থাকেন। রাজনীতি, ইল্মী খিদমত ও সফরের ব্যস্ততা। আমার ভয় হচ্ছিল ঐ রেজিষ্টারি চিঠি হারিয়ে গেল কিনা। প্রিয় মুহাম্মদ (আল্লাহ পাক তাকে নিরাপদে রাখুন) যদি কোন আগন্তুকের হাতে এমর্মে একটি চিরকুট

www.eelm.weebly.com

লিখে পাঠিয়ে দিত যে, আপনার খিদমতে তা পৌঁছে গেছে, তাহলে অধম নিশ্চিন্ত থাকতাম। আপনাদের শুরার মজলিসে আমার আবেদনটি আপনি পড়ে শুনিয়েছেন, এটা খুব ভাল কাজ হয়েছে। কমপক্ষে ঐসব ব্যক্তিবর্গের কানে এ বিষয়টি পড়েছে। আল্লাহ পাক চাইলে তাঁদের কারো দিলের মধ্যে তা ঢেলে দিতে পারেন। প্রায় দুই বৎসর হল মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবের একটা চিঠি এসেছে। তিনি লিখেছেন, তোমার আপবিতীর মধ্যে শিক্ষক ও কর্মচারীদের সম্পর্কে যে বিষয়টি এসেছে তা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি এখানে ওলামাদেরকে জমা করে তা খুব গুরুত্বের সাথে শুনিয়েছি। প্রিয় মুহাম্মদের চিঠির দ্বারা জানতে পারলাম, জনাব মুহতারাম আমার চিঠি স্বীয় ভূমিকার সাথে বাইয়্যেনাত পত্রিকায় ছাপানোর জন্য দিয়েছেন। অধমের মনে পড়ে যে, সে আবেদনের মধ্যে লিখেছিলাম, আপনি আপনার নিজের ভাষায় এ বিষয়বস্তুটি লিখলে ইনশাআল্লাহ বেশি ভাল হবে। কোন প্রকার লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার কারণে অধম একথা বলিনি। কারণ অধমের লেখা অগোছালো হয় এবং অধমের লিখার ও বলার কোন যোগ্যতাই ভালো নেই।

আকাবিরগণ সম্পর্কে আপনি যা কিছু লিখেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বহু আকাবিরদের চেহারা সুরত অধমের মনে আছে। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)এর যুগ থেকে আরম্ভ করে ঐসমস্ত আকাবিরগণকে দেখার সুযোগ অনেক হয়েছে। কোন অতিরঞ্জিত করা ছাড়া বলছি, তাঁদের সুরত থেকে যেন নূর টপকাতো। কিছুদিন তাঁদের খেদমতে থাকলে অনায়াসে মানুষের স্বভাবের মধ্যে দ্বীনের গুরুত্ব ও আল্লাহ পাকের ভালবাসা সৃষ্টি হত। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)এর সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন অনেক অশিক্ষিত লোকদের দেখেছি, মুরিদ হওয়ার পর তাঁদের তাহাজ্জুদ ছুটেনি। অনেক সাধারণ লোককে দেখেছি, কোন তরুন বক্তা ওয়াজের মধ্যে কোন উল্টাপাল্টা কথা বললে তাঁরা এসে জিজ্ঞাসা করতেন এটা কি ঠিক আছে?

www.eelm.weebly.com

"নাগলের" কাছে একটা গ্রাম ছিল, যার নাম এখন মনে নেই ওখানকার এক লোক ছিল যাকে আমরা "শাহ্জী" বলতাম। তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, শীত, গরম বা বৃষ্টি যে মৌসুমই হোক না কেন, এসব কিছু উপেক্ষা করে তিনি প্রতি শুক্রবারে নাগল থেকে পায়ে হেটে এসে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এর সাথে জুমা পড়তেন। জুমার পর হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)এর মজলিসে শরিক হয়ে আসরের পূর্বে রওয়ানা করে ইশার পরে বাড়ি পৌঁছতেন। আর হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)এর ঘটনা তো খুব প্রসিদ্ধ। বৃহস্পতিবার দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার সবক পড়ানোর পর। পায়ে হেটে প্রতি সপ্তাহে গাঙ্গুহ যেতেন। আর শুক্রবার দিবাগত রাত্রে ইশার পর বা তাহাজ্জুদের সময় গাঙ্গুহ থেকে রওয়ানা করে শনিবার সকালে দেওবন্দ গিয়ে সবক পড়াতেন। সেসব দৃশ্য চোখের সামনে ভাসে এবং হৃদয় ব্যাকুল করে তোলে।

আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তা পুরোপুরি সত্য। তবে বাস্তবে তা পাওয়ার জন্য যা দরকার তা যদি পাওয়া যায়, তাহলে তো কোন প্রশ্নই থাকে না। কোরআন পাক ও হাদিস পাকের তালিম অবশ্যই খুব উঁচু আমল এর মধ্যে সবকিছু নিহিত। এর সাথে অন্য কোন আমলের তুলনা হয় না। তবে তাবেঈনগণের যুগ থেকে আত্মিক রোগের আধিক্য শুরু হয়েছে। ফলে ঐ যুগের মাশায়েখের দৃষ্টি সুলূকের দিকে আকর্ষিত হয়েছে। শারীরিক চিকিৎসার ডাক্তাররা যেমন প্রত্যেক যুগের জন্য নতুন নতুন ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র আবিষ্কার করে থাকেন। তেমনিভাবে রূহানী রোগের ডাক্তাররাও অন্তরের রোগের চিকিৎসা করার জন্য নিত্য নতুন ঔষধ ও চিকিৎসাপত্রের ব্যবস্থা করে থাকেন। অধমের নজরে এমনসব ব্যক্তিবর্গ অতিক্রম করেছেন যারা দাওরা পড়ার সাথে সাথে সাহেবে নিসবত ও আল্লাহর ওলী হয়ে গেছেন। স্বর্ণযুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টির প্রভাবে সাহাবা কেরাম(রা.)গণের দিলের ময়লা দূর হয়ে যেত। স্বয়ং তারাই একথা স্বীকার করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.eelm.weebly.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাফন করে আমাদের হাতের মাটি এখনও ঝাড়তে পারিনি, অথচ দিলের অবস্থা পরিবর্তিত পেয়েছি (أو كما قال)। আত্মার জগতের বাতেনী শক্তির প্রভাবের ঐ নমুনা উম্মতের অনেক বুযুর্গের মধ্যেও পাওয়া গেছে। হযরত সাইয়্যেদ সাহেব (রহ.)এর লোকদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি ছিলেন, যারা মুরিদ হওয়ার পরেই পীর হয়ে গেছেন এগুলো তো অধমের চেয়ে আপনার বেশি জানা আছে। হযরত মিয়াজী (রহ.)এর দরবারে কোরআন পাক তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু হাসিল হয়ে যেত। তবে এর জন্য তো পরিপূর্ণ বাতেনী শক্তি বিস্তারকারী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যা সবখানে পাওয়া যায় না। কোথাও যদি পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্য যিকির শোগলের প্রয়োজন নাই। এ সমস্ত বাতেনী আমল ও যিকির আযকার ও তরীকত আত্মিক রোগের বিভিন্ন চিকিৎসা মাত্র। যেমন এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক সহ অন্যান্য শারীরিক ডাক্তাররা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন রোগের ঔষধ নির্ধারণ করেছেন।

তেমনিভাবে রূহানী ডাক্তাররা নিজেদের অভিজ্ঞতা কিংবা কোরআন ও হাদিসের আলোকে আত্মিক রোগের চিকিৎসাপত্র ও ঔষধ নির্ধারণ করেছেন। আমার ধারণা মতে কোরআনে পাক ও হাদিস শরীফ হল পুষ্টিকর ও শক্তিবর্ধক খাদ্যের মত। কিন্তু যার পাকস্থলি ভাল নয় তাকে পাকস্থলি পরিষ্কার করার জন্য আগে দাস্ত হওয়ার ঔষধ দিতে হবে। তা না হলে এই শক্তিশালী খাদ্য দুর্বল পাকস্থলির জন্য উপকারের পরিবর্তে অপকার বয়ে আনবে।

আপনি লিখেছেন, দিক নিদের্শনার মুখাপেক্ষী। অধম কি আপনাকে দিক নির্দেশনা দিতে পারব?

او کہ گم است کرا رہبری کند

www.eelm.weebly.com

যে নিজে অন্ধ সে অন্যের রাহবারী কিভাবে করবে?

বর্তমান যুগে ছাত্রদের অবস্থা যেমন আপনিও লিখেছেন, তাদের কোরআন তেলাওয়াতের পরিবর্তে অনর্থক কাজের ব্যস্ততা অনেক বেশি হয়ে গেছে বরং শুধু জাহেরী ইলম শিখার দ্বারা অনেকের মধ্যে অহংকার পয়দা হয়ে যায়। সুতরাং কোরআন হাদিস ও আল্লাহ পাকের মহব্বত পয়দা করার জন্য আপনার মত ব্যক্তির চিন্তা ফিকির করে করণীয় পাথেয় বাস্তবায়ন করা দরকার। পূর্ব যুগে প্রত্যেকের নিজের সংশোধনের ফিকির ছিল। আত্মিক চিকিৎসার জন্য তাঁরা নিজেরা আত্মিক ডাক্তারের সন্ধান করতেন। কিন্তু এ যুগের মানুষ আত্মিক রোগের ব্যাপারে এত উদাসীন হয়ে গেছে যে, আত্মিক রোগকে তাঁরা রোগ মনে করে না। কি আর বলব, মনের ভাবকে ভাল করে প্রকাশ করতে পারছি না, অন্যদিকে মাদ্রাসার ছাত্ররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমান। তাদের ব্যাপারে কিছু বলা বেয়াদবী মনে করি। অন্যথায় সমস্ত আলেমদের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে যে, ছাত্ররা চা-পান ও ধুমপানের জন্য তাকবীরে উলা ও জামাত ছেড়ে দেয়। সব অভিযোগ আল্লাহর কাছে।

আপনি তো অধমের মনের কথাগুলো নিজের লিখনীতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আপনার মত অসম্পূর্ণ জ্ঞানের মানুষ তো অধমের মত পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী মানুষের চেয়েও অনেক গুণে ভাল। অধমের উদ্দেশ্য হল, আপনি ও মুফতী শফী সাহেব সহ অন্যান্য বর্ষীয়ান আলেমদের এই সুলূকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কারণ এ দিকটা আপনাদের অন্তরে থাকলে বেশি ভাল হবে। অধমের অগোছালো লিখনী প্রচারের যোগ্য নয়। আপনারা নিজেদের সুবিবেচনা, সুকৌশল ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে আরবী মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যে কমপক্ষে কোরআন ও হাদিসের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়ে দিতে পারেন এবং তার সাথে মহব্বত পয়দা করে দেওয়ার কোন নিয়ম যদি ঠিক করতে পারেন তাহলে অনেক ইসলাহের আশা করা যায়।

www.eelm.weebly.com

অন্যথায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কোরআন ও হাদিস পড়া-পড়ানোর স্থানে মোকাবেলা, ইস্ট্রাইক ও ধর্মঘট করা হচ্ছে। (দ্বিতীয় বিষয় অন্য চিঠিতে এসেছে) হযরত শায়খুল হাদিস সাহেব, লেখক-হাবীবুল্লাহ, মদীনাতুল মুনাওয়ারা ২০/১/১৩৯৬ হিজরী

সর্বপ্রকার যিকির শোগলের সারাংশ

কুতুবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)এর বাণী

১৩২২ হিজরী ৬ই রমজানে কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (রহ.) বিশেষ কিছু বুযুর্গ ও বড় বড় আলেমগণকে নিয়ে চাশতের সময় খানকার সামনে ডুমুর গাছের নিচে রোদ্রে বসে আরাম করার সময় হযরতের জবান মুবারক দিয়ে নিম্নের কথাগুলো বের হল। তখন মৌলবী বরকাতুল্লাহ সাহেব কথাগুলি লিখে নিয়েছিলেন। অধম তা পাঠকগণের সামনে পেশ করছি।

তিনি বলেন, সর্বপ্রকার যিকির শোগল ও মুরাকাবার সারকথা হল, বান্দার সামনে আল্লাহ পাকের উপস্থিতি ও তাঁর ধ্যান-খেয়াল যেন সার্বক্ষণিকের জন্য হাসিল হয়ে যায়। অনেকে এই ধ্যান-খেয়ালকে আবার দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন আল্লাহ পাকের নাম আল্লাহ শব্দের যিকির দ্বারা যেন তা চিন্তা শক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তাঁর নামের যিকিরের মাধ্যমে তাঁর দিকে সহজে রাস্তা পাওয়া যায়। বুযুর্গগণ চিল্লার যে নিয়ম রেখেছেন তার উদ্দেশ্যও এটাই। অর্থাৎ চিন্তাশক্তির মধ্যে অন্য কোন খেয়াল যেন না আসে। যেমন, বাহিরে বের হলে মাথায় রুমাল দিয়ে বের হওয়া। কারণ কাউকে দেখলে তখন তার আকৃতি চিন্তাশক্তিকে অপরিচ্ছন্ন করে দেয়। যেমন আপন অস্তিত্বের ইলম মানুষের মাঝে সবসময় বিদ্যমান থাকে, এমন ইলম আল্লাহ পাকের ব্যাপারে থাকা উচিত। বিগত যুগের বুযুর্গগণ কু'চরিত্র বর্জন করার জন্য মেহনত করাতেন। কিন্তু পরবর্তী বুযুর্গগণ বিশেষ করে আমাদের সিলসিলার বুযুর্গগণ এই

www.eelm.weebly.com

নিয়ম বেছে নিয়েছেন যে, যিকির এত বেশি করা হোক যাতে সমস্ত কু'চরিত্র যিকিরের নিচে চাপা পড়ে যায় এবং যিকির সবার উপর রাজত্ব করে তার প্রভাব সারা শরীরে সৃষ্টি করে। কু'চরিত্র অনেক আছে তবে অধিকাংশ বুযুর্গগণ তাকে ১০ টার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। আর অহংকারকে এই দশটার মূল বলেছেন। অহংকার চলে গেলে অন্যগুলো অনায়াসে চলে যাবে।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)এর খেদমতে কোন ব্যক্তি বিশ বৎসর কাটানোর পর একদিন বলল, হযরত! এতদিনে আপনার থেকে কিছু হাসিল করতে পারিনি। উল্লেখ্য যে, ঐ ব্যক্তি আপন কওমের সর্দার ছিল। হযরত বুঝে ফেললেন তার দিলে অহংকার রয়েছে। তিনি বললেন, আচ্ছা একটা কাজ কর। একটা ঝুড়িতে আখরুট ভর্তি করে খানকার দরজায় বসে বলতে থাকো, যে ব্যক্তি আমাকে একটা জুতা মারবে তাকে একটা আখরুট দিব। আর যে দুটা মারবে তাকে দুটা দিব। এভাবে বাড়াতে থাকো। আখরুট শেষ হয়ে গেলে আমার কাছে আসবে। একথা শুনে ঐ ব্যক্তি বলল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। হযরত! এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। হযরত জুনায়েদ (রহ.) বললেন, তুমি এমন এক মুবারক কালিমা বলেছ যা ৭০ বৎসরের কট্টর কাফেরও যদি সত্য দিলে একবার পড়ে খোদার কসম! সে মুমিন হয়ে যাবে। কিন্তু এ মুহূর্তে তুমি তা পড়ার কারণে "কাফেরে তরিকত" হয়ে গেছ। যাও এখান থেকে চলে যাও আমার থেকে তুমি কিছুই লাভ করতে পারবে না।

তখন অন্য এক বুযুর্গের নাম নিয়ে তিনি বললেন, তাঁর দরবারে এক লোক অনেকদিন যাবৎ থাকলো, পরে একদিন সে অভিযোগের সুরে বলল, হযরত আমার কলবের হালত ঠিক হচ্ছে না। তখন শায়েখ জিজ্ঞাসা করলেন, মিয়া! কলব সঠিক হওয়ার অর্থ কি? সে উত্তর দিল, হযরত! যে নিয়ামত আপনার থেকে মিলবে তা আবার অন্যের কাছে পৌঁছাবো। একথা শুনে শায়েখ বললেন, ব্যস! এই

www.eelm.weebly.com

বাতেল নিয়্যতের কারণেই তো সব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আগ থেকে তুমি পীর হওয়ার মতলব বেঁধেছো। এই বেহুদা খেয়াল অন্তর থেকে বের করে দিয়ে এই খেয়াল কর আল্লাহ পাক আমাকে অনেক প্রকার নেয়ামত দান করেছেন, তার শোকরিয়া আদায় করা ও আল্লাহর গোলামী করা আমার জন্য ফরজ। অন্যদিকে যে ব্যক্তি এই আশা নিয়ে যিকির শোগল করে, নামায পড়ে ও ইবাদত করে যে, এর দ্বারা আমার উপকার হবে, এটা তার আহাম্মকী ও তার নিয়্যতের মধ্যে রয়েছে খারাবী। উপকার সে কিভাবে পাবে? সওয়াবের আশা সে কিভাবে করে? মানুষের এই শরীর, এই চোখ, নাক, কান, জবান, এই অনুভূতিশক্তি যেগুলো আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন, প্রথমে এগুলোর শুকরিয়া আদায় করতে হবে, এরপর হলো লাভ ও সওয়াবের প্রশ্ন।

হযরত হাফেজ ঝাহেদ হুসাইন সাহেব (রহ.) হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) কে প্রশ্ন করে বললেন, হযরত! কোন ব্যক্তি সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ রাখলে কি যথেষ্ট হবে? তার জন্য অন্য কিছু করা কি জরুরী নয়? তখন হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বললেন, ফরজ, সুন্নত ও আল্লাহর যিকির এগুলো জীবনের জন্য উপকারী, আর অন্য সবকিছু বয়ে আনে ক্ষতি। যিকির যদি ধ্যানের সাথে নাও হয় তথাপি জবানী যিকির লাভশূণ্য নয়। (তাযকিরাতুর রশীদ পৃ. ১৩-২৮)

আনুগত্যের উদ্দেশ্য এবং সাহাবা কেরাম (রা.)এর ভক্তি ও বিশ্বাস

যেহেতু সুলূক ও মারেফাতের এই রাস্তা বাস্তব সৌভাগ্য ও কামিয়াবীর সঠিক রাস্তা। তাই শয়তানও এই পথের পথিকদের চেষ্টা মেহনত বরবাদ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে থাকে। আর শয়তান তা এভাবে করে যে, জাহেরী ও প্রসিদ্ধ গোনাহ থেকে তাকে বিরত রাখে এবং তাকওয়া পরহেজগারী ও বেশি ইবাদত যথাযথ

www.eelm.weebly.com

ভাবে পালন করার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু তার ভিতরে ভিতরে অহংকার বৃদ্ধি করে দেয় এবং তা লালন পালন করে তা বাড়াতে থাকে। যার কারণে তার সব বন্দেগী ও নেক আমল শেষ হয়ে যায়। কারণ বান্দার জিন্দেগীর উদ্দেশ্য হল বিনয়ী হয়ে বন্দেগী ও ইবাদত করা, খোদায়ী ও বড়ত্ব প্রকাশ করা নয়।

ইবাদত-বন্দেগী, যিকির আযকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল দাসত্ব করা, আল্লাহর সামনে নিজের অপদস্থতা, নিঃস্বতা সৃষ্টি হওয়া। সবসময় লজ্জা ও আদবের সাথে তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের আগ্রহ নিয়ে কাজ করে যাওয়া ও তাঁর ধ্যানে লিপ্ত থাকা। এসব জিনিসের শিক্ষা শায়েখের সাহচর্যে থেকে লাভ করা এবং তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা ফায়েজ হাসিল করা। অর্থাৎ তাঁর আত্মিক শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া। কামেল শায়েখকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নায়েব ও খলিফা মনে করে তাঁর সাথে ঐ ব্যবহার করা যা সাহাবা কেরাম(রা.)গণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে করতেন।

সাহাবা কেরাম(রা.)গণের অবস্থা এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ঈমান আনার পর মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা জাহেলী যুগের কুসংস্কার ও সর্বপ্রকার গোনাহ বর্জন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন অনুগত হয়ে যেতেন যে, তখন তাঁদের অন্তর পরিপূর্ণভাবে ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। আর সে ইবাদতে চুল পরিমাণও ব্যতিক্রম হত না। তাঁদের সমস্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা মেহনত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে হত। অন্যদিকে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যথাযোগ্য সৌন্দর্য দেখা ও তাঁর থেকে ফায়েজ হাসিল করার কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.eelm.weebly.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে একীন ও বিশ্বাসে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসায় দৃঢ় দেখলেন তখন স্বীয় কলব মুবারকের নবুওয়্যাতের নূর তাঁদের কলবে ঢেলে দিয়ে তাঁদের অন্তরকে স্বচ্ছ ও নুরান্বিত করে দিলেন। ফলে তাদের হৃদয় ঐ নূর দ্বারা আলোকিত হয়ে গেল। এরপর তাঁদের কলবের নূর ও আলো তাবেঈনগণের কলবকে আলোকিত করলো। পরবর্তীতে এ ধারা একই নিয়মে চলতে থাকল।

এরপর পীরের নেক দৃষ্টির প্রকারভেদ ও নিসবতের মান সম্পর্কে হযরত শায়েখের আপবিতীর ৫ম খন্ড ১৫৫ পৃ. থেকে লেখা হচ্ছে।

তাওয়াজ্জুহ ও নিস্‌বতের প্রকারভেদ এবং মুরিদ করার অনুমতি

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যা দশ বৎসর যাবৎ এ অধম প্রতি রমজানে অনেকবার বলেছি এবং রমজানের বাহিরেও বিশেষ বিশেষ বন্ধুদেরকে বলতে থাকি ও এখনও বলছি। তা হল মুরিদ করার অনুমতি পাওয়া মূলত মাদরাসার সনদের মত যা শিক্ষা জীবনের পূর্ণতা বা যোগ্যতার অর্থ বহন করে। এরপর কেউ যদি পড়া-পড়ানোর কাজে লেগে থাকে তাহলে ইলম আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। পক্ষান্তরে পড়া-পড়ানোর কাজ বাদ দিয়ে সে যদি অন্য কোন কাজে লেগে যায়, যেমন, খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি তাহলে ইলমের সাথে যে সম্পর্ক ছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.) তাঁর খলিফাগণের প্রতি বাৎসরিক নসীহতে একথা লিখতেন, ওমুক ব্যক্তি অন্য কাজে লেগে গেছে, সেজন্য তার নাম বাদ দিচ্ছি। "আনফাসে ঈসা" নামক কিতাবের ১৪৩ পৃষ্ঠায় হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)এর এই বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। শায়েখের পক্ষ থেকে মুরিদ করার অনুমতি লাভ করা যোগ্যতার দলিল নয় বরং পীরের সাথে সম্পর্কের দলিল।

www.eelm.weebly.com

হাল ঃ ز تحریر مجازیت خود شرم می آید
خود بخود خیال کمال می آید

পদ্যঃ মুরিদ করার অনুমতি পেয়ে লজ্জিত হয়েছি।
কারণ এর দ্বারা বুযুর্গ হওয়ার কথা ভেবেছি।

তাকহীক ঃ খেলাফত পেয়ে কামেল হওয়ার ধারণা সঠিক নয়, বা ক্ষতিকর। বরং তা ওসওয়াসা মাত্র যাতে ক্ষতির কিছু নেই। এমন মুহূর্তে নিজের দোষের কথা স্মরণ করতে হবে। মুরিদ করার অনুমতি পাওয়া এটা কোন বুযুর্গির দলিল নয়, বরং এটা পীরের সাথে সম্পর্কের দলিল। যেমন, দাওরা হাদিস পড়ার পর পাগড়ি দেওয়া হয়, অথচ তখন সে পরিপূর্ণ যোগ্য হয় না, যোগ্যতা অনেক পরে হয়। শুধুমাত্র কিতাবের সাথে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে এটা করা হয়। (সমাপ্ত)

আনফাসে ঈসার অন্য এক বর্ণনায় হযরত হাকিমুল উম্মত থানভী (রহ.) বলেন, দাওরা হাদিস পড়ার পর যে সনদ দেওয়া হয় তার অর্থ এই নয় যে, এখন সে এ বিষয়ে পূর্ণ যোগ্যতা হাসিল করেছে। বরং এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তাকে সনদ দেওয়া হয় যে, এখন ইলমের সাথে তার এমন সম্পর্ক হয়ে গেছে যে, সে যদি সর্বদা পড়া পড়ানোর কাজে লেগে থাকে, তাহলে আশা করা যায় আস্তে আস্তে তার পূর্ণ যোগ্যতা এসে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি উদাসীনতার পরিচয় দেয় এবং নেয়ামতের কদর না করার কারণে নিজে তা নষ্ট করে দেয়, তবে এর দায় দায়িত্ব সনদ দানকারীদের উপর চাপানো যাবে না। বরং এর দায় দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। তেমনিভাবে কাউকে যদি মুরিদ করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, এখনই তার মধ্যে এ বিষয়ে পূর্ণ যোগ্যতা এসে গেছে। বরং শুধুমাত্র এই ধারণার উপর ভিত্তি করে অনুমতি দেওয়া হয় যে, তাৎক্ষণিক ভাবে তার মধ্যে "যা না হলে নয়" পরিমাণ

www.eelm.weebly.com

যোগ্যতা আছে, সামনে যদি সে এটাকে পূর্ণতার স্তরে নিতে চায় ও চেষ্টা করে। তাহলে আশা করা যায়, আস্তে আস্তে এ বিষয়ে তার পূর্ণ যোগ্যতা এসে যাবে।

না আহাল ও অযোগ্যকে মুরিদ করার অনুমতি প্রদান

হযরত হাকিমুল উম্মত থানভী (রহ.) এমন কথাও বলতেন যে, মাশায়েখগণ অনেক সময় অযোগ্যকেও মুরিদ করার অনুমতি দিয়ে থাকেন। আনফাসে ঈসায় তিনি আরো লিখেছেন, "মাশায়েখগণ অনেক সময় কোন অযোগ্য মুরিদের মধ্যে লজ্জা শরমের গুণ দেখে এ আশায় তাঁকে মুরিদ করার অনুমতি দিয়ে থাকেন যে, যখন তিনি অন্যের সংশোধন করবেন তখন তিনিও শরম ও লজ্জায় নিজের সংশোধনে যত্নবান হবেন। এভাবে একদিন তিনিও কামেল পীর হয়ে যাবেন। অন্য এক স্থানে বলেন, অনেক সময় মাশায়েখগণ "পরিপূর্ণ যোগ্য নয়" এমন ব্যক্তিকে মুরিদ করার অনুমতি দিয়ে থাকেন, আর তখন উদ্দেশ্য এই থাকে যে, হয়ত বা কোন নিষ্ঠাবান মুরিদের ওসিলায় তারও সংশোধন হয়ে যাবে। কারণ অনেক সময় এমনও হয় যে, পীর অযোগ্য কিন্তু তাঁর মুরিদ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও সত্যসন্ধানী হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক তাঁকে কবুল করে নেন। এরপর যখন তিনি কামেল হয়ে যান, তখন আল্লাহ পাক এই নিষ্ঠাবান মুরিদের বরকতে তাঁর পীর সাহেবকেও কামেল বানিয়ে দেন। কারণ মুরিদ কামেল হওয়ার মধ্যে তো এই পীর সাহেবেরও মেহনত থাকে। (সমাপ্ত)

হযরত হাকিমুল উম্মত থানভী (রহ.) অযোগ্যকে মুরিদ করার অনুমতি দেওয়া সংক্রান্ত যে বর্ণনা দিয়েছেন তা খুব সূক্ষ্ম। এর অর্থ এই নয় যে, উল্লেখিত বস্তুগুলি সামনে রেখে অযোগ্যকে মুরিদ করার অনুমতি দেওয়া হবে। বরং এর অর্থ হল, অনেক সময় মাশায়েখগণের দরবারে এ ধরণের অযোগ্য ব্যাক্তিদেরকেও বাইয়াতের অনুমতি দিতে দেখা যায়।

www.eelm.weebly.com

জনৈক ডাকাতের বুযুর্গ হয়ে যাওয়ার ঘটনা

অনেক সময় নিষ্ঠাবান কোন মুরিদের দ্বারা শায়েখ ও পীর সাহেবের কল্পনাতীত বাতেনী ও রূহানী উন্নতি হয় এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। জনৈক ডাকাতের ঘটনা প্রসিদ্ধ যে, বার্ধক্যে এসে সে পীর সেজে লোকজনকে মুরিদ করা শুরু করল। আল্লাহ পাকের দরবারে ইখলাসের মূল্য অনেক বেশি হয়ে থাকে। আর এটা পূর্ব নির্ধারিত মূলনীতি, মুরিদদেরকে তাঁদের ইখলাসের বরকতে আল্লাহ পাক কবুল করে নেন। ঐ প্রকৃতির একটা দল যারা ঐ ডাকাতের কাছে মুরিদ হয়েছিল। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আমাদেরকে আল্লাহ পাক এমন অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন যার মাধ্যমে আমরা মাশায়েখগণের মাকাম দেখতে পাই। সকল মাশায়েখগণের মাকাম দেখেছি। কিন্তু আপনার মাকাম এত উঁচু যে, সকলে মিলে সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারি নি।

আল্লাহ পাকের নামের মধ্যে তো বরকত আছেই, এটাকে কে অস্বীকার করতে পারে? আলা হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এর এই বাণী কোথাও লিখেছি যে, "আল্লাহ পাকের নামের যিকির যত উদাসীনতার সাথেই করা হোক না কেন, তা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে পারে না"।

এই কৃত্রিম পীরও শেষকালে আল্লাহ পাকের নামের যিকিরের বরকতে কবুল হয়ে গেল। মুরিদদের ঐসমস্ত কথা শুনে সে কেঁদে দিল। এরপর নিজের আসল পরিচয় তুলে ধরল ও কেঁদে মুরিদদেরকে বলল, তোমরা এখন আমাকে সাহায্য কর। তাঁরা সকলে মিলে পীর সাহেবের প্রতি মনোযোগ দিলেন, তখন পীর সাহেবকেও আল্লাহ পাক কবুল করে নিয়ে বুযুর্গ বানিয়ে দিলেন।

www.eelm.weebly.com

বুযুর্গগণের নেক নজর কার্যকরী হয়ে যায়

আসল জিনিস হল ইখলাস আর সে ইখলাস থাকলে পীর অযোগ্য হলেও মুরিদের কোন ক্ষতি হয় না। অধম আব্বাজান (রহ.) থেকে একটা ঘটনা শুনেছি। এক ডাকাত ছিল যৌবনকালে ও শরীরে শক্তি থাকা কালীন খুব ডাকাতি করত। কিন্তু যখন বার্ধক্যে উপনীত হল এবং শরীর দুর্বল হয়ে গেল তখন সে তার সাথীদের সাথে পরামর্শ করল, এবার কোন্ পেশা অবলম্বন করা যায়? সাথীরা বলল, পীর-মুরিদী এমন এক পেশা যার মধ্যে কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই খুব মজা করা যায়। ঘটনা অনেক লম্বা, সম্ভবত এ ঘটনা ও এ জাতীয় অন্যান্য ঘটনা অধমের অন্যান্য কিতাবের মধ্যেও এসেছে। এই কৃত্রিম পীরের অবৈধ কার্যকলাপ সত্ত্বেও একজন সত্যসন্ধানী ব্যক্তি তার দরবারে পৌঁছে গেল। পীর সাহেব তার অবৈধ কাজে লিপ্ত ছিল, কিন্তু সে ব্যক্তির সত্যসন্ধানের বরকত তাঁকে পীর সাহেবের খারাবীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতে দেয়নি। তিনি খুব আদবের সাথে হাতজোড় করে পীর সাহেবকে বললেন, হযরত! আমি আপনার কাছে ইসলাহে কলবের জন্য এসেছি। আল্লাহ পাকের ভালবাসা শিখতে এসেছি। সে ব্যক্তি যেহেতু ভুল করে অসময়ে তার দরবারে হাজির হয়েছিল। তাই পীর সাহেব খুব ক্ষেপে গিয়ে বলল, আল্লাহ পাকের ভালবাসার রাস্তা এভাবে আসে না। এ কথা বলে সে তাঁকে একটা কোদাল দিয়ে বলল, যাও ওমুকের বাগানে গিয়ে গলির আবর্জনা পরিষ্কার করতে থাকো, খেত পরিচর্যা করতে থাকো, গাছের গোড়ায় পানি দিতে থাকো, ড্রেন তৈরী করতে থাকো। লোকটা তৎক্ষণাত মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করে ঐ বাগানে পৌঁছে গিয়ে বাগান পরিচর্যা শুরু করে দিল। বাগানের মালিক বাঁধা দিয়ে বলল, তুমি আবার কোথা থেকে বাগান দখল করার জন্য এসেছ? কিন্তু তিনি তাকে অনেক তোষামোদ ও মিনতি করে বললেন, আমি আপনার বাগান থেকে কিছু নিব না। আমার পীর সাহেব এ বাগান পরিচর্যা করতে বলেছেন। প্রথম তো

www.eelm.weebly.com

মালিক খুব ভয় পেল। যার ফলে তাঁকে মারপিটও করল। কিন্তু যখন সে দেখল, লোকটা না খানা-পিনা চায়, আর না অন্য কিছু চায়। শুকনো বাসী যা কিছু পায় তাই খেয়ে নেয় তখন সে থেমে গেল। এভাবে তিন মাস কেটে গেল।

উল্লেখ্য, যে কুতুব ও আবদালদের মধ্য হতে কারো ইন্তেকাল হয়ে গেলে ঐ যুগের গাউসের মজলিসে সে মৃত কুতুবের স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করা হয়। ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে জনৈক আবদাল ইন্তেকাল করলেন, গাউসের মজলিসে সমস্ত আবদালরা পরামর্শের জন্য উপস্থিত হয়ে গেলেন। প্রত্যেক আবদাল তাঁর রুচী মত লোকের নাম প্রস্তাব করলেন। গাউস সকলের প্রস্তাব শোনার পর বললেন, আমার জানা মতে একটা নাম আছে যদি আপনারা তা পছন্দ করেন। আবদালগণ বললেন, হযরত! অবশ্যই বলুন। হযরত বললেন, ওমুক বাগানের মালী খুব নিষ্ঠাবান, সত্যসন্ধানী, খুব ইখলাসের সাথে মেহনত করে যাচ্ছে। সমস্ত আবদালগণ এই প্রস্তাবকে খুব পছন্দ করলেন এবং গাউস সহ সকলে মিলে তাঁর প্রতি তাওয়াজ্জুহ্ ও মনোযোগ দিলেন, ফলে সাথে সাথে তাঁর মধ্যে কাশফের মাধ্যমে এ খবর এল। এরপর তিনি বাগানের মালিককে বললেন, কোদালটি ওমুক পীর সাহেবের কাছে পৌঁছে দিবেন, ওমুক গ্রামে তিনি থাকেন আমি বিদায় নিচ্ছি। বাগানের মালিক তোষামোদ মিনতি করে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে তাঁর অবস্থা জানতে চায়। কিন্তু সে বলল, "আমার আচার ব্যবহারে কোন কষ্ট পেয়ে থাকলে মাফ করে দিবেন" এ কথা বলে মুহূর্তের মধ্যে সে উধাও হয়ে গেল। এটাই হল নিম্নের প্রসিদ্ধ বাণীর ব্যাখ্যা,

پیر من خس است اعتقاد من بس است

অর্থঃ আমার পীর যদিও অযোগ্য কিন্তু তাঁর প্রতি আমার সুধারণা ও আকীদা বিশ্বাস যথেষ্ট।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহর দরবারে ইখলাস খুব মূল্যবান বিষয় এবং সুলূকের পথে তা অতি জরুরী গুণ। সে ইখলাস সম্পর্কে স্বয়ং অধমের মুরশিদ অধমকে লিখেছিলেন যে, আমার হাকীকত বলতে কিছু নেই, তবে আমার দৃষ্টান্ত হল পানির নলের মত। মুরিদের যে পরিমাণ বাতেনী পানির চাহিদা হবে আল্লাহ পাক সে পরিমাণ তাঁকে দান করবেন, তবে আসবে অধমের অন্তরের নলের মাধ্যমে।

হক্কানী মাশায়েখগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা

মাশায়েখগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার বিষয়টা খুব সুক্ষ ও জটিল। অনেক নাদান মানুষ হক্কানী পীর মাশায়েখগণের কোন খলিফার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে, সে আবার খেলাফত পেল কিভাবে? পীরের খলিফাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ঠিক নয়। কারণ এতে ঐ পীরের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করা হয়। আমাদের কি জানা আছে? হতে পারে কোন দূরদর্শীতা ও সূক্ষ্মতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁকে খেলাফত দেওয়া হয়েছে। তুমি বেশির থেকে বেশি এটা করতে পার, ভাল না লাগলে তাঁর কাছে মুরিদ হবে না। এর পাশাপাশি এটাও জেনে রাখা দরকার, মাশায়েখগণের দরবারে খেলাফত প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকে।

হযরত হাজী সাহেব (রহ.) এর খলিফা দুই ধরণের হতেন

শায়েখুত্ তায়েফা কুতুবুল আক্তাব, শায়খুল মাশায়েখ, হযরত আলহাজ্ব ইমদাদুল্লাহ সাহেব মুহাজেরে মক্কী (রহ.) বলেন, আমার খলিফা দুই ধরণের হয়ে থাকে।

(এক) কোন আবেদন ছাড়া আমার পক্ষ থেকেই যাদেরকে খেলাফত দিয়েছি তাঁরাই হলেন আমার আসল খলিফা।

(দুই) যারা এ মর্মে আমার কাছে আবেদন করেছে যে, হযরত! মানুষকে আল্লাহ পাকের নাম বলে দিব? আমি বলেছি, বলে দাও। এ খেলাফত প্রথমটার মত শক্তিশালী নয়।

www.eelm.weebly.com

হযরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল কাদের সাহেব রায়পুরী (রহ.)এর দরবারে এই উভয় তরিকা চালু ছিল। কাউকে তিনি খেলাফত দিয়ে মুরিদ করার অনুমতি দিতেন। আর কাউকে বলতেন, মানুষকে আল্লাহ পাকের নাম বলে দিও। অধমের সামনে একবার এ ঘটনা ঘটেছিল, হযরতের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম ঐ সময় এক জায়গা থেকে কিছু সম্মানিত মেহমান আগমণ করলেন। তাঁদের মধ্য হতে একজনের ব্যাপারে অন্যরা জিজ্ঞাসা করল, হযরত! ইনি কি আপনার খলিফা? হযরত পরিষ্কার ভাষায় বললেন, না আমি তাকে খেলাফত দেইনি। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন, হযরত! আপনিতো অধমকে বলেছিলেন, তোমার কাছে কেউ আল্লাহ পাকের নাম শিখতে চাইলে তাদেরকে তা বলে দিও। তখন হযরত বললেন, এটা খেলাফত হল না আল্লাহ পাকের নাম বলে দেওয়ার অনুমতি?

হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) এর দরবারে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে তাঁর খলিফাদের দুই স্তর ছিল। (১) কাউকে অন্যদেরকে মুরিদ করার জন্য খেলাফত দিতেন (২) আর কাউকে নিজ সোহবতে লোকদেরকে বসিয়ে দ্বীনের কথা বলার অনুমতি দিতেন। এ বিষয়টা অনেক বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। তবে সম্ভবত আমার দোস্তদের কাছে এ জাতীয় বিষয় যা অধম বিভিন্ন মজলিসে বলেছিলাম তা বিস্তারিতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে।

খেলাফত লাভে গর্বিত হওয়া ঠিক নয়

খেলাফত পেয়ে গর্বিত হওয়া ঠিক নয় এবং এ খেলাফতকে দ্বীনি পূর্ণতার দলিল মনে করাও ঠিক নয়। বরং খেলাফত লাভের পর ইবাদতে কষ্ট মেহনত আরো বেশি করা দরকার। হযরত হাজী সাহেব (রহ.) কুতুবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)কে মুরিদ করার অষ্টম দিনে খেলাফত দিয়ে বললেন, মিয়া রশীদ আহমদ! আল্লাহ পাক আমাকে যে নেয়ামত দান করেছিলেন তা তোমাকে দিয়ে দিলাম।

www.eelm.weebly.com

আগামীতে তা বাড়ানো তোমার দায়ীত্ব। কুতুবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলতেন, হাজী সাহেবের এই কথায় আমি খুব বিস্মিত হলাম হযরত এটা কি বললেন, এটা কি জিনিস ছিল, যা আল্লাহ পাক আলা হযরতকে দান করেছিলেন এবং তিনি আমাকে দিয়ে দিলেন? তারপর পনের বৎসর পর বুঝতে পারলাম যে এটা কি জিনিস ছিল। (তাযকিরাতুর রশীদ ১ম খ.)

তাযকিরাতুর রশীদে আরো আছে, মুরিদ হওয়ার সময় কুতুবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) আলা হযরত হাজী সাহেবকে বললেন, আমার দ্বারা যিকির শোগল ও কষ্ট মেহনত করা সম্ভব হবে না। আলা হযরত মুচকি হেসে বললেন, আচ্ছা এতে সমস্যার কি আছে? এই আলোচনার সময় জনৈক খাদেম হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করলেন হযরত! এরপর কি হল? তখন হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) খুব চমৎকার উত্তর দিয়ে বললেন, এরপর তো জীবনই দিয়ে দিলাম। (সমাপ্ত)

কুতুবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) তখন যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন। তাই শুনেছি মুরিদ হওয়ার পর থেকে তিনি শায়খুল মাশায়েখ হওয়ার পরও শেষ জীবন পর্যন্ত এক দিনের জন্যও তাঁর জোরে জোরে যিকির করা ছুটেনি। স্বীয় আকাবিরদের মধ্য হতে হযরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল কাদের সাহেব (রহ.)কে বেশি অসুস্থ হওয়ার পূর্বে শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী (রহ.) এবং চাচাজান হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)কে দেখেছি, খুব গুরুত্ব সহকারে তাঁরা উঁচু আওয়াজে যিকির করতেন। যিকিরের ব্যাপারে বুযুর্গগণের প্রসিদ্ধ বাণী হল, যে জিনিসের বরকতে এই পর্যন্ত পৌঁছেছি তা ছাড়তে লজ্জা লাগে।

মোটকথা খেলাফত লাভ করার পর যেন অহংকারে ডুবে না যাওয়া। ইবাদতে অলসতা এবং আল্লাহ থেকে উদাসীন নাহওয়া খুব

www.eelm.weebly.com

প্রয়োজন। কারণ এর দ্বারা নিসবতের এই মহা দৌলত বিদায় নেয়। খেলাফত প্রদানের ব্যাপারে অধম স্বীয় আকাবির ও মাশায়েখদের মধ্যে দুই তরিকা দেখেছি।

(১) কোন কোন আকাবিরগণের মধ্যে সহজকরণ পদ্ধতি দেখতে পেয়েছি। যেমন সাইয়্যেদুত্ তায়েফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহ.)এর দরবারে যা হযরত হাকীমুল উম্মতের বাণীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) কোন কোন আকাবিরদের মধ্যে কঠোরতা দেখেছি যেমন হযরত কুতুবুল ইরশাদ গাঙ্গুহী (রহ.)কে হাজী সাহেবের কোন খাদেম আরজ করল, হযরত হাজী সাহেব (রহ.) তাঁকে মুরিদ করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বললেন, আমার এখানে আরো কিছু কাজ করতে হবে। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)এর খুলাফাদের মধ্যে হযরত সাহারাণপুরী ও হযরত শায়খুল হিন্দের দরবারে খুব কঠোরতা ছিল। হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.)এর দরবারে প্রথম জীবনে কঠোরতা থাকলেও শেষ জীবনে সহজকরণ পদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছিল। অধমের ধারণা মতে তার কারণ হল, বুযুর্গগণের নিকট নিসবতের চারটি স্তর রয়েছে। যার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে। তবে নিসবতের হাকীকত সম্পর্কে হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)এর একটা বাণী খুব সহজ ও সুন্দর যা এখানে পেশ করা হল।

নিসবতের হাকীকত

নিসবতের আভিধানিক অর্থ হল, সম্পর্ক ও সম্বন্ধ। আর পরিভাষায় এর অর্থ হল, আল্লাহর সাথে বান্দার আত্মার মাধ্যমে বিশেষ সম্পর্ক ও সম্বন্ধ সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ বিরামহীনভাবে ইবাদত-বন্দেগী করা এবং বাতেনী শক্তি জোগায় এমন যিকির সর্বদা করা এবং বান্দার সাথে আল্লাহর বিশেষ সম্পর্ক অর্থাৎ আল্লাহর রাজি খুশী

www.eelm.weebly.com

হওয়া। তাঁর সমস্ত ইবাদত-বন্দেগী কবুল হওয়া যেমনটি আশেক মাশুকদের মধ্যে হয়ে থাকে। আর তিনি নিসবতওয়ালা হওয়ার আলামত এই লিখেছেন যে, এমন ব্যক্তির সাহচর্য দ্বারা আখেরাতের প্রতি আগ্রহ ও দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে, তার প্রতি দ্বীনদার লোকদের মনোযোগ বেশি থাকবে ও দুনিয়াদারদের মনোযোগ কম থাকবে। তবে এ ব্যাপারটা তরীকতওয়ালারা বুঝতে পারেন। আর সাধারণ মানুষ যাদের চোখের উপর পর্দা থাকে, তারা আখেরাতের প্রতি আগ্রহী হওয়াকে বুঝতে পারে না।

হযরত হাকিমুল উম্মতের বর্ণনায় নিসবতের যে অর্থ আমরা পেলাম তা দ্বারা বুঝা গেল যে, ফাসেক, ফাজের ও কাফের কোন দিন নিসবতওয়ালা হতে পারে না। অনেক মানুষের অবস্থা এই হয় যে, রিয়াজত মুজাহাদা ও মেহনত করার দ্বারা যে বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয় একে তারা নিসবত মনে করে। এমন নিসবত সব মানুষের মধ্যে হওয়া সম্ভব, চাই সে ফাসেক ফাজের হোক বা কাফের হোক এটা হল জাহেল মূর্খদের পরিভাষা। (আনফাসে ঈসা)

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, নিসবত হল আল্লাহর সাথে এক বিশেষ ধরণের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক যত বেশি শক্তিশালী হবে নিসবতও তত বেশি শক্তিশালী হবে। আল্লাহর সাথে সাধারণ সম্পর্ক সব মুসলমানদের থাকে, তবে এটার নাম নিসবত নয়। নিসবত হল বিশেষ ধরণের সম্পর্কের নাম। যেমনিভাবে মহব্বত ও ইশকের বিভিন্ন ধাপ ও স্তর রয়েছে তেমনিভাবে নিসবতেরও বিভিন্ন ধাপ ও স্তর রয়েছে। নিসবত কম বেশি হতে থাকে। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ের নিসবত হল ইশকের সাগরে ডুবে যাওয়া। যেমন কবি বলেন,

عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارے کی

بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا

www.eelm.weebly.com

ইশকের সাগরের কূল কিনারা খোঁজ করবে না কোন দিন।
হে অন্তর তাতে ডুবেই যাও পার হয়ে যাবে একদিন।

হযরত আকদাস শাহ্ আব্দুল আজিজ (রহ.) তাফসীরে আজিজীর মধ্যে নিসবতকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। নিসবতের স্তরসমূহ বুঝার জন্য তা খুব উপকারী বিষয়।

নিস্‌বতের প্রকারসমূহ

হযরত আকদাস শাহ্ আব্দুল আজিজ (রহ.) বলেন, বুযুর্গগণের পরিভাষায় নিস্‌বত মোট চার প্রকার। (১) নিস্‌বতে ইনয়েকাসী (২) নিস্‌বতে ইলকায়ী (৩) নিসবতে ইসলাহী (৪) নিসবতে ইত্তেহাদী।

(১) নিস্‌বতে ইনয়েকাসী

নিস্‌বতে ইনয়েকাসী হল, বাতির আলোর মত বা আলোর ফোকাসের মত। এই নিস্‌বতের তাতপর্য হল, বেশি যিকির শোগল করার কারণে দিলের জং ও ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর তা এত স্বচ্ছ ও নির্মল হয় যে, আয়নার ন্যায় সব জিনিসের প্রতিচ্ছায়া তার উপর পরিষ্কারভাবে ভেসে উঠে। এমন মুরিদ যখন শায়েখের খেদমতে যান তখন শায়েখের দিলের নূর ও তাঁর অন্তরের প্রভাবের প্রতিচ্ছায়া মুরিদের কলবের উপর পড়তে থাকে। তখন এটাকে নিস্‌বতে ইনয়েকাসী বলা হয়। এই নিসবতের প্রভাব সালেকের দিলে ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ সে শায়েখের কাছে ও তাঁর মজলিসে অবস্থান করে। কিন্তু যখন শায়েখের মজলিস থেকে চলে আসেন তখন ঐ নিস্‌বতও শেষ হয়ে যায়। অধমের (হযরত শায়েখ যাকারিয়া (রহ.) ধারনা মতে এই নিস্‌বতের দৃষ্টান্ত ক্যামেরার নেগেটিভের ন্যায়। নেগেটিভে ঐসব জিনিসের ছবি ভেসে উঠে যা তার সামনে থাকে। কিন্তু সে বস্তু সরিয়ে নিলে ছবিও সরে যায়। তবে কোন ছবি

www.eelm.weebly.com

ক্যামেরাবন্দী করার ন্যায় ঐ নিসবতকে যদি আমলের মাধ্যমে মজবুত করে নেওয়া হয়, তাহলে তা সর্বক্ষণ থাকে। অনেক মাশায়েখ এই নিসবত হাসিল হওয়ার পরে খেলাফত দিয়ে থাকেন। যেমনটি হযরত থানভী (রহ.)এর বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। রিয়াজত মুজাহাদার মাধ্যমে এই নিস্বত ধরে রাখা সম্ভব। বরং প্রথম প্রকার নিসবতে ইনয়েকাসীর তুলনায় তা আরো বেশী শক্তিশালী হয়। অধমের ধারণা মতে এটা হল নিসবতের ঐ স্তর যাকে হযরত থানভী (রহ.) এভাবে উল্লেখ করেছেন, "অনেক সময় অপরিপক্ক ব্যক্তিকে খেলাফত দান করা হয়" তাকে অপরিপক্ক এজন্য বলা হয়েছে। যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির তুলনায় সে অসম্পূর্ণ। এই নিসবতের ভিত্তিতে যারা খেলাফত লাভে ধন্য হন, তাঁদের কর্তব্য হল, অনেক বেশি যিকির-মুরাকাবা ও নফল ইবাদতে বেশি মেহনত করা, যাতে ঐ নিসবতে ইনয়েকাসী স্থায়ী হয়ে আরো উন্নত হয়।

(২) নিস্বতে ইলকায়ী

হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ সাহেব (রহ.) নিস্বতের দ্বিতীয় যে স্তরটির কথা লিখেছেন তা হল, "নিস্বতে ইলকায়ী" (দিলের নূর মুরীদের অন্তরে ঢেলে দেয়া) এ নিস্বতের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হযরত বলেন, যেমন কোন ব্যক্তি প্রদীপে তেল, শলিতা ও আগুন জালিয়ে শায়েখের দরবারে গিয়ে শায়েখের ইশকের আগুনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হল। হযরত লিখেন, নিসবতের এই স্তরটি পূর্বে বর্ণিত নিসবতে ইনয়েকাসীর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। এই নিস্বত স্থায়ী হওয়ার জন্য শায়েখের মজলিসে থাকা শর্ত নয়। শায়েখের মজলিসে থাকা ছাড়াও তা স্থায়ী হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে তেল ও শলিতা থাকবে। অর্থাৎ যিকির শোগল ও মামুলাতের পাবন্দী যতক্ষণ

www.eelm.weebly.com

থাকবে। ততক্ষণ এই নিসবতও বিদ্যমান থাকবে। হিদায়েত নামী প্রদীপের তেল-শলিতা হল, যিকির শোগল ও মামুলাতের পাবন্দী।

এই নিসবতের তেল-শলিতা হল যিকির শোগল করা, তবে বৈরী বাতাস তথা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। কারণ বৈরী বাতাস দ্বারা প্রদীপ নিভে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। এখানে একটা সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, তেল ও শলিতা যত শক্তিশালী হবে তত বেশি সে বৈরী বাতাস বরদাশ্ত করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ প্রদীপ দুর্বল হলে সামান্য বাতাসে নিভে যাবে। তেমনিভাবে নিস্বত দুর্বল হলে সামান্য গোনাহ ও নাফরমানী দ্বারা তা খতম হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে নিসবতের প্রদীপ শক্তিশালী হলে সামান্য বৈরি বাতাস অর্থাৎ ছোট গোনাহ তাকে নিভাতে সক্ষম হবে না।

অধমের (হযরত শায়েখ যাকারিয়া (রহ.)এর ধারণা মতে এই বিষয়টা খুব লক্ষণীয়। প্রত্যেকের জন্য জরুরী হল, গোনাহ থেকে নিজেকে খুব গুরুত্বের সাথে হেফাজত করা। গোনাহ দ্বারা যেন এই নিস্বত খতম হয়ে না যায়। তবে অন্য কোন নিস্বতওয়ালা ব্যক্তি সম্পর্কে বাস্তব বা অবাস্তব কোন প্রকার গোনাহের কথা শুনে তার পিছনে না পড়া। তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ না করা এবং তাঁর শায়েখের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ না করা। কারণ তাঁর নিসবতের প্রদীপ কত শক্তিশালী তা আমার জানা নাই।

অধমের (হযরত শায়েখ যাকারিয়া (রহ.)এর ধারণা মতে আকাবিরগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নিসবতে ইলকায়ীর ভিত্তিতে খেলাফত দান করতেন। কারণ অধম অনেক আকাবির ও তাঁদের খলিফাদেরকে দেখেছি ও তাঁদের কথা শুনেছি, খেলাফত দেওয়ার সময় বিজলী সদৃশ একটা নূর তাঁদের অন্তরে ঢুকে পড়ত। যার বিভিন্ন প্রভাব প্রকাশ পেত। অধমের (হযরত শায়েখ যাকারিয়া (রহ.)এর

www.eelm.weebly.com

ধারণা মতে বিজলী সদৃশ যে জিনিসটি ঢুকে যায় তা হল, শায়েখের নিসবতে "ইলকায়ী" (শায়েখ কর্তৃক খলিফার কলবে নূর ঢেলে দেওয়া) অধম এই দৃশ্য অনেক দেখেছি ও শুনেছি। নিস্‌বতের এই প্রকারটি প্রথমটা নিসবতে ইনয়েকাসীর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। তবে এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এক, তেল ও শলিতা যেন জমা থাকে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ যিকির শোগল ও মামুলাতের পাবন্দী করতে হবে। দুই, কঠিন বাতাস থেকে প্রদীপকে রক্ষা করতে হবে। হালকা বাতাস তাকে যদিও নিভাতে পারবে না, তবে হালকা বাতাসও হঠাৎ করে তীব্র হয়ে যায়। অর্থাৎ সাধারণ গোনাহও অনেক সময় হঠাৎ করে বড় ও কবীরা গোনাহের রূপ ধারণ করে।

(৩) নিস্‌বতে ইসলাহী

হযরত আকদাস শাহ আব্দুল আজিজ (রহ.) নিসবতের তৃতীয় যে স্তরটির কথা লিখেছেন তা হল, "নিস্‌বতে ইসলাহী"। এই প্রকার নিসবত পূর্বে বর্ণিত উভয় প্রকারের নিসবতের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। হযরত শাহ আব্দুল আজীজ (রহ.)এর এ মন্তব্য খুবই সঠিক ও যথার্থ। হযরত (রহ.) এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন, যেমন এক ব্যক্তি খাল খনন করল, তার পাড় খুব মজবুতভাবে বাধাই করল, পানি তোলার জন্য ডোল বানালো, অতঃপর কোন এক নদীর সাথে তার সংযোগ ঘটালো নদী থেকে তীব্র ধারায় পানি আসতে লাগল। এমতাবস্থায় গাছের পাতা, ডালপালা, ইটের টুকরা ইত্যাদি ঐ পানির স্রোত বাঁধা দিতে পারবে না বরং ঐগুলো তার সাথে ভেসেই যাবে। তবে হ্যাঁ, বড় কোন পাথর বা এ জাতীয় কোন কিছু যদি খালের মধ্যে পড়ে যায় তখন তার স্রোতধারা বন্ধ হয়ে যাবে।

www.eelm.weebly.com

অধমের (হযরত শায়েখ যাকারিয়া (রহ.)এর ধারণা মতে, বিগত বুযুর্গগণ এই ইসলাহী নিসবতের উপর ভিত্তি করে খেলাফাত দিতেন। তাঁরা প্রাথমিক পর্যায়ে মুরীদের আত্মা ও চরিত্র পবিত্র করার ব্যাপারে খুব জোর দিতেন। এরপর যখন তাঁদের আত্মা পবিত্র হত, তখন যিকির আযকার শিক্ষা দিয়ে খেলাফত দিতেন। আকাবিরগণের মুজাহাদা ও আত্মশুদ্ধির ঘটনা লিখতে গেলে অনেক বড় দফতরের প্রয়োজন। এখানে জীবনী লেখা উদ্দেশ্য নয় শুধুমাত্র উদাহরণ স্বরূপ হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী (রহ.)এর ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে লিখছি। হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী (রহ.) ছিলেন মাশায়েখে চিশতিয়াদের মধ্য হতে খুব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং শায়েখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রহ.)এর পোতা। তাঁর মাজার শরীফ গাঙ্গুহ শরীফে অবস্থিত।

হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী (রহ.)এর রিয়াজত মুজাহাদা

এ ঘটনা অধম আকাবিরদের মুখেও শুনেছি এবং ইতিহাস গ্রন্থেও অনেক বিস্তারিতভাবে পেয়েছি। তবে হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)এর বরাত দিয়ে আরওয়াহে সালাসায় সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা হুবহু এখানে লিখছি।

হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেন, হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী (রহ.) হযরত শাহ্ নিজামুদ্দীন বল্খী (রহ.)এর কাছে মুরিদ হওয়ার জন্য বল্খ গেলেন। হযরত শাহ্ নিজামুদ্দীন (রহ.) যখন জানতে পারলেন, তিনি আসছেন, ফলে তিনি তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য রাস্তায় এক মনজিল দূরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন। অনেক সম্মানের সাথে তাঁকে বল্খ নিয়ে গেলেন এবং তাঁর খুব সেবা যত্ন করলেন। প্রতিদিন নতুন নতুন মজাদার খানা খাওয়াতেন ও স্বীয় গদিতে বসাতেন। নিজে খাদেমদের জায়গায় গিয়ে বসতেন। যখন হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী (রহ.) বাড়িতে ফিরে

www.eelm.weebly.com

যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, তখন হযরত শাহ্ নিজামুদ্দীন (রহ.) তাঁকে অনেক স্বর্ণের আশরাফী হাদিয়া দিলেন। হযরত শাহ্ আবু সাঈদ (রহ.) বললেন, হযরত! এই দুনিয়াবী জিনিসের প্রয়োজন আমার নেই। এর জন্য এখানে আসিনি। শুধু ঐ দৌলত নিতে এসেছিলাম যা আপনি আমাদের গাঙ্গুহ থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

একথা শুনার সাথে সাথে হযরত শাহ্ নিজামুদ্দীন (রহ.)এর চেহারা ও চোখের ভঙ্গিমা বদলে গেল। তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, তাহলে যাও ঐ আস্তাবলে গিয়ে বস কুকুরের সেবা যত্ন করতে থাকো। তিনি আস্তাবলে আসলেন। শিকারী কুকুরকে গোসল করানো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জিম্মাদারি তাঁকে দেয়া হল। কখনও তাঁকে দিয়ে পানি গরম করানো হত, আবার শিকারের সময় যখন শায়েখ ঘোড়ার উপর সওয়ার হতেন তখন তিনি কুকুরের শিকল ধরে শায়েখের সাথে সাথে যেতেন। খাদেমদের বলা ছিল, গোয়ালঘরে যে লোকটি (হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী (রহ.) রয়েছে তাঁকে সকাল সন্ধ্যা জবের দুটি করে রুটি ঘর থেকে এনে দিবে। এরপর থেকে শাহ্ আবু সাঈদ (রহ.) শায়েখের দরবারে কখনো উপস্থিত হলে শায়েখ তাঁর দিকে নজর তুলেও দেখতেন না। চামারের মত দূরে গিয়ে বসতে বলতেন। তাঁর দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করতেন না কে আসল আর কে গেল। তিন চার মাস পর একদিন হযরত শায়েখ মেথরকে বললেন, আজকে আস্তাবলের গোবরের ঝুড়ি বের করার সময় আস্তাবলের মধ্যে বসা ঐ পাগল লোকটার পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে। শায়েখের নির্দেশ মত মেথর কাজ করল। শাহ্ আবু সাঈদ (রহ.)এর পাশ দিয়ে গোবরের ঝুড়ি নিয়ে যেতে কিছু গোবর তার শরীরে পড়ল। শাহ্ আবু সাঈদ (রহ.)এর চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল। চোখ গরম করে বললেন, এটা গাঙ্গুহ হলে তোকে মজা দেখাতাম। এটা বিদেশ বাড়ি আর তুমি শায়েখের মেথর, এজন্য কিছু বলতে পারছি না। মেথর সবকিছু হযরত শায়েখকে শুনাল। হযরত বললেন, হ্যাঁ, এখনও

www.eelm.weebly.com

সাহেবজাদা সুলভ মনোভাব ও অহংকার রয়ে গেছে। এরপর দুই মাস পর্যন্ত আর কোন খবর নিলেন না। এরপর একদিন মেথরকে বললেন, আজকেও পূর্বের ন্যায় কাজ করবে। বরং আজ ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু গোবর তাঁর (হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী (রহ.) গায়ের উপর ফেলে দেবে ও তাঁর অবস্থা লক্ষ্য করবে। মেথর তাই করল। এবার শাহ্ আবু সাঈদ (রহ.) জবান দ্বারা কোন কথা বলেন না, তবে রক্তচক্ষু ও গরম নজরে তাকিয়ে মাথা নিচু করে নিলেন। মেথর এসে বলল, আজ তিনি কিছু বলেননি তবে গরম চোখে একটু তাকিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। হযরত শায়েখ বললেন, এখনও সাহেবজাদা সুলভ কিছু ঘ্রাণ রয়ে গেছে। এরপর দু-চার মাস পর মেথরকে হুকুম দিলেন, আজকে গোবরের পুরো ঝুড়ি তাঁর উপর ঢেলে দিবে যেন সারা শরীর মেখে যায়। মেথর তা-ই করল। কিন্তু এ বারের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। শাহ্ আবু সাঈদ (রহ.) যা হওয়ার তাই হয়ে গেছেন। ফলে তিনি ভয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আহ! আমার সাথে আঘাত লেগে মেথর মহিলাটি পড়ে গেল, ব্যাথা পেল কিনা? একথা বলে ঝুড়িতে গোবর উঠিয়ে দিতে লাগলেন ও বললেন, নাও! আমি ঝুড়ি ভরে দেই। মেথর শায়েখকে এসে বলল, আজকের অবস্থা তো সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ তিনি রাগ হওয়ার পরিবর্তে আমার জন্য দুঃখ করছিলেন। গোবরগুলো ঝুড়িতে ভরেও দিলেন।

শায়েখ বললেন, ব্যস! এখন কাজ হয়ে গেছে। ঐ দিন হযরত শায়েখ শাহ্ নিজামুদ্দীন (রহ.) খাদেমদের মাধ্যমে হযরত আবু সাঈদ (রহ.)কে বলে পাঠালেন, শায়েখ আজ শিকারে যাবেন। কুকুর প্রস্তুত করে রাখুন, আপনিও সাথে যাবেন। বিকালে শায়েখ ঘোড়ায় চড়ে খাদেমদের এক বড় দলসহ জঙ্গলে গেলেন। শাহ্ আবু সাঈদ (রহ.) কুকুরের শিকল ধরে সাথে সাথে ছিলেন। কুকুর ছিল মারাত্মক শিকারী ও মোটা তাজা। আর শাহ্ আবু সাঈদ (রহ.) ছিলেন দুর্বল ও ক্ষীণকায়। ফলে কুকুরের গতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

www.eelm.weebly.com

অনেক বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। পরিশেষে তিনি কুকুরের শিকল কোমরে বেঁধে নিলেন। শিকার নজরে পড়লে কুকুর শিকার করতে ঝাপিয়ে পড়ল। এক পর্যায় গিয়ে শাহ্ আবু সাঈদ (রহ.) পড়ে গেলেন, কুকুর তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে দৌড়াতে থাকল। কখনও তাঁর শরীরে ইটের আঘাত লাগে, আবার কখনও কাঁটা বিঁধে। সারা শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। কিন্তু উফ্ বললেন না, বিরক্তও হলেন না। অন্যান্য খাদেমরা যখন কুকুর থামিয়ে তাঁকে উঠান তখন তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপছিল। ভয় পাচ্ছিলেন হয়তবা হযরত রাগ হয়ে বলবেন, আমার নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হয়েছ। কুকুরকে থামালে না কেন? শায়েখের যে পরীক্ষা করা দরকার ছিল তা হয়ে গেল।

ঐ রাত্রে শায়েখ শাহ্ নিজামুদ্দীন (রহ.) স্বীয় মুরশিদ কুতুবুল আলম হযরত শায়েখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রহ.)কে স্বপ্নে দেখলেন দুঃখের সাথে তিনি বলছেন, নিজামুদ্দীন! আমি তোমার দ্বারা এতো মেহনত করাইনি যা তুমি আমার সন্তানের দ্বারা করালে। সকালে শাহ্ নিজামুদ্দীন (রহ.) শাহ্ আবু সাঈদ (রহ.)কে গোয়ালঘর থেকে ডেকে আনালেন এবং নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে বললেন, চিশতিয়া খান্দানের যে ফায়েজ ও বরকত হিন্দুস্থান থেকে নিয়ে এসেছিলাম তুমি তা আমার থেকে পুনরায় হিন্দুস্তানে নিয়ে যাচ্ছ। মুবারক হোক তোমার দেশে ফিরে যাওয়া। মোটকথা হাকিকী প্রতিনিধি বানিয়ে তাঁকে হিন্দুস্তানে পাঠিয়ে দিলেন। ইরশাদুল মুলূকে উল্লেখ করা হয়েছে মুরিদ যখন পূর্ণ তওবা করে তাকওয়া হাসিল করে দুনিয়া বিমুখ হবে, যিকির ও নিয়মিত আমল করে রিয়াজত মুজাহাদা করবে তখন সে খেলাফত পাওয়ার যোগ্য হবে (সমাপ্ত)

এজন্য ঐসমস্ত বুযুর্গগণ নিজেদের খলিফাদেরকে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিতেন এবং ঐ দেশের মানুষের ইমাম ও ইসলাহের দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত করতেন। এমন প্রকৃতির লোকদের জন্য

www.eelm.weebly.com

মাশায়েখদের দরবারে বেশি উপস্থিত হওয়ার দরকার হয় না। অবশ্য হযরত থানভী (রহ.) বলেন, শায়েখ বেঁচে থাকলে মুরিদ কামেল হওয়ার পরও শায়েখ থেকে বিমুখ থাকা ঠিক নয়। কারণ যদিও খেলাফত লাভের পর শায়েখ দ্বারা উপকৃত হওয়া জরুরতের পর্যায়ে থাকে না, তবে বাতেনী উন্নতির জন্য তাঁর প্রয়োজন অবশ্যই থাকে। বরং অনেক সময় এ ধরণের উপকৃত হওয়া জরুরতের পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং হক্কানী শায়েখ থেকে কোন অবস্থাতেই অমুখাপেক্ষী হওয়া ঠিক নয়। যারা নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করেছে তাদের হালত পরিবর্তন হয়ে গেছে। (আনফাসে ঈসা)

উদ্দেশ্য হল, শায়েখ দ্বারা বাতেনী উপকৃত হওয়ার জরুরত এক জিনিস, আর তাঁর মজলিস থেকে দূরে থাকা অন্য জিনিস। অর্থাৎ তরীকতের পথে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করা এবং শায়েখের জরুরত মনে না করা অবশ্যই ক্ষতিকর। অনেক সময় কামেল হয়ে যাওয়ার পরও শায়েখের প্রয়োজন হয়। এজন্য অধম (হযরত শায়েখ যাকারিয়া (রহ.) আপন শায়েখ (রহ.)কে অনেকবার বলতে শুনেছি এবং কোন কোন চিঠির মধ্যেও অধমের দ্বারা তিনি লিখিয়েছেন, আমার মৃত্যুর পর মাশওয়ারার প্রয়োজন হলে অমুক অমুক থেকে মাশওয়ারা করবে।

তবে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা মনে রাখতে হবে। শায়েখ থেকে বা শায়েখ যে সমস্ত ব্যক্তিদের সাথে মাশওয়ারার পরামর্শ দিয়েছেন কিংবা যারা শায়েখের মতাদর্শের উপর আছেন এবং অবস্থার দ্বারা বুঝা যায়, তার থেকে মাশওয়ারা নেয়ায় স্মরণাপন্ন হওয়া শায়েখ থেকে মাশওয়ারা নেয়ায় স্মরণাপন্ন হওয়ার পরিপন্থী হবে না। এমন ধরণের লোকদের থেকে কেবল মাশওয়ারা নেয়া ও তার শরণাপন্ন হওয়া যাবে। পক্ষান্তরে যার চালচলন শায়েখের মতের পরিপন্থী এবং অনুমান করে বুঝা যায় যে, তার সাথে মাশওয়ারা করা ও তার

www.eelm.weebly.com

শরণাপন্ন হওয়া শায়েখ পছন্দ করবেন না। তাহলে তার শরণাপন্ন হবে না এবং তার সাথে মাশওয়ারা করবে না। হযরত থানভী (রহ.) আনফাসে ঈসার মধ্যে লেখেন, নিজ শায়েখ ব্যতীত অন্য শায়েখের দরবারে দুই শর্তে যেতে পারবে। (১) তাঁর তরিকা ও রুচি শায়েখের তরিকা ও রুচির পরিপন্থী হতে পারবে না। (২) তাঁর কাছে তালিম তারবীয়ত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। (সমাপ্ত)

আর সাধারণ মানুষের জন্য এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শায়েখের জীবদ্দশায় সুলূক ও বাতেনী হালতের ব্যাপারে অন্য কারো শরণাপন্ন হবে না। তবে হ্যাঁ, কথা বা অবস্থার ভাষায় শায়েখ থেকে যদি এর অনুমতি পাওয়া যায়, তাহলে সমস্যা নেই। অনেক জাহেল লোক যারা সুলূকের বিষয় সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ তারা এই জুলুম করে, একই সময় অনেক মাশায়েখের কাছে মুরিদ হয়। বর্তমান যুগে এটা খুব বেশি দেখা যায়। সাধারণ মানুষেরা যে মজলিসেই যায় সেখানেই মুরিদ হয়। এটা মারাত্মক ক্ষতিকর। এজন্য এই যুগের মাশায়েখদের এ ব্যাপারে মানুষদেরকে সতর্ক করা জরুরী। তাদেরকে একথা বলা জরুরী, যারা কোন শায়েখের কাছে মুরিদ হয়েছেন, ঐ শায়েখ এখনও জীবিত আছেন, সে যেন অন্য কোন শায়েখের কাছে মুরিদ না হয়।

তৃতীয় প্রকার নিসবত নিসবতে ইসলাহী এর বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত শাহ্ আব্দুল আজীজ সাহেব (রহ.) বললেন, হালকা ধরণের কোন জিনিস যেমন গাছের পাতা, ডাল বা ক্ষুদ্র ইট ঐ পানির স্রোতধারাকে ঠেকাতে পারে না। অধমের (হযরত শায়েখ যাকারিয়া (রহ.) ধারণা মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মানবিক ভুল-ত্রুটি। শয়তানী ভুল-ত্রুটি নয়। কেননা শয়তানের পক্ষ থেকে গোনাহ হয়ে যাওয়া খুব কঠিন জিনিস। তার দৃষ্টান্ত হল, বড় পাথর। এ বিষয়টি অধম "স্ট্রাইক" নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে লিখেছি। শায়েখের অসন্তুষ্টি ও তাঁর মনঃকষ্টও এই পর্যায়ের ক্ষতিকর। "স্ট্রাইক" কিতাবে অধম

www.eelm.weebly.com

এও লিখেছি, আমাদের এই পীর মুরিদীর ভিত্তি মহব্বত ও আস্থা-বিশ্বাসের উপর। অর্থাৎ শায়েখের পক্ষ থেকে মহব্বত। আর মুরিদের পক্ষ থেকে আস্থা-বিশ্বাস। মাশায়েখে সুলূকের প্রসিদ্ধ প্রবাদ হল, শায়েখের সাধারণ অসন্তুষ্টি এতটা ক্ষতিকর নয়, যতটা ক্ষতিকর হয় মুরিদের পক্ষ থেকে আস্থা-বিশ্বাসের মধ্যে ত্রুটি করা।

হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) আনফাসে ঈসার মধ্যে লেখেন, বাতেনী তরিকার পীর মাশায়েখের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা এতটা ভয়াবহ যে, অনেক ক্ষেত্রে কবিরা গোনাহ করার দ্বারা বাতেনী বরকত নষ্ট হয় না। কিন্তু বুযুর্গগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে সাথে সাথে অন্তরের বাতেনী বরকত নষ্ট হয়ে যায়। মুরিদ হওয়ার পর পীরের পরিপূর্ণ অনুকরণ করবে আর না হয় তাঁর থেকে দূরে থাকবে। কবি বলেন,

از خدا خواہیم توفیق ادب ۰ بے ادب محروم گشت از فضل رب

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد ۰ بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد

আল্লাহ পাকের কাছে আদবের তওফীক করি কামনা।
কারণ বেয়াদব তাঁর রহমত ও ফজল পায় না।
বেয়াদব শুধু নিজেকে ধ্বংসের আগুনে জ্বালায় না।
বরং কেউ তার আগুন থেকে বাঁচতে পারে না।

হযরত হাকিমুল উম্মত (রহ.) অন্য জায়গায় বলেন, শায়েখের সাথে যে বেয়াদবী করে, বাতেনী বরকত থেকে সে মাহরুম থাকে। এ কথার পর জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, শায়েখের সাথে যে নিসবত হাসিল হয় তাও কি কেটে যায়? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ সে নিসবতও কেটে যায়। বেয়াদবী করা যদিও জাহেরী গোনাহ নয় কিন্তু খুব ভয়ংকর বিষয়। তার প্রভাবে গোনাহের চেয়েও বেশি ক্ষতি হয়। কেননা সর্বপ্রকার ত্রুটি ও গোনাহ তরীকতের পথে সহ্য করা হয় কিন্তু বেয়াদবী ও অভিযোগের ত্রুটি সহ্য করা হয় না। যেমন কবি বলেন,

www.eelm.weebly.com

ہر کہ گستاخی کند اندر طریق گر دو اندر وادی حسرت غریق

ہر کہ بیباکی کند در راہ دوست رہزن مرداں شد و نامرد اوست

তরীকতের মধ্যে বেয়াদবী করলে দুঃখের সাগরে ডুবতে হয়
ভালবাসার পথে বেপরোয়া হলে ডাকাত হয়ে মরতে হয় ॥

সুলূকের এই তৃতীয় প্রকার নিসবতে ইসলাহীর ধারক-বাহক বুযুর্গগণের কোন পদস্খলন বা ভুল আমাদের চোখে ধরা পড়লে সেজন্য তার প্রতি কোন প্রকার আপত্তি করা ঠিক হবে না। কারণ হতে পারে তাঁর নিসবতের শক্তি ও স্রোত এত শক্তিশালী যে, এ গোনাহকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। অথচ তার পিছনে পড়ে তুমি নিজেকে ধ্বংস করে দিবে।

আবু দাউদ শরীফে হযরত মোয়াজ (রা.) কর্তৃক এ বিষয়ের বিস্তারিত এক নসীহত বর্ণিত হয়েছে। হযরত মোয়াজ (রা.) বলেন, অনেক সময় হাকিম থেকে গোমরাহীর কথা বের হয় এবং মোনাফেক থেকেও হেদায়েতের কথা বের হয়। তখন জনৈক শাগরেদ বলল, হযরত! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, তা আমরা কিভাবে বুঝব? হাকিমের কোন কথা গোমরাহীর? হযরত মোয়াজ (রা.) বললেন, হাকিমের ঐসমস্ত কথা থেকে বেঁচে থাকো যেগুলোর ব্যাপারে হক্কানী আলেমগণ বলেন, ওমুক হাকিম সাহেব একথা কিভাবে বললেন? (অর্থাৎ হাকীমের একথা শরীয়ত সম্মত নয়) তবে এর কারণে তুমি ঐ হাকিমের ব্যাপারে বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ো না। কারণ হতে পারে ঐ হাকিম তার একথা থেকে ফিরে আসবেন অর্থাৎ তার ভুল থেকে (তওবা করে নিবেন) অথচ তুমি তাঁর প্রতি কুধারণার কারণে তাঁর ফায়েজ থেকে মাহরুম হয়ে যাবে।

মোটকথা বুযুর্গগণের ভুল কথার উপর আমল করা যাবে না। কিন্তু এর জন্য তাঁদের সমালোচনা ও বিরোধিতা করাও যাবে না।

www.eelm.weebly.com

কারণ এমন করলে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। অধম 'আল-এতেদাল' কিতাবে বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এটি খুব জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঐ সমস্ত নিস্বতওয়ালা আকাবির বুযুর্গগণের অনুপযোগী কাজের ব্যাপারে কোন অবস্থাতে তাঁদের অনুকরণ করবে না। এ আলোচনা যদিও উপরে এসে গেছে তথাপি অতি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে পুনরায় বর্ণনা করছি। যেমন নিস্বতে ইল্কায়ীর ধারক-বাহকগণ যদি নিস্বতে ইস্লাহী অর্জণকারী বুযুর্গদের পদস্খলনের বিষয় গুলোর অনুকরণ করে একথা মনে করে যে, এমন কাজ তিনিও করেছেন সুতরাং আমি করলে দোষ কি? তাহলে এটা তার জন্য মারাত্মক ভুল হবে। কেননা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সামান্য প্রতিবন্ধকও নিসবতে ইল্কায়ীর জন্য ক্ষতিকর। এমনকি অনেক সময় এর কারণে নিসবত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু নিসবতে ইসলাহী ওয়ালাদের পদস্খলন নিসবতের স্রোতে ভেসে যায়। উপরন্তু গভীর রজনীতে মনিবের দরবারে রোনাজারি করা তাঁদের পদস্খলনকে মাফ করে দেয়। কথা শুধু এতটুকু নয়, অনেক সময় তাঁদের সাথে নিম্নের আয়াত অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়।

فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات

অর্থ ঃ আল্লাহ পাক তাঁদের পাপগুলোকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন।

সুতরাং নিস্বতে ইল্কায়ী অর্জণকারী ব্যক্তি নিস্বতে ইস্লাহী অর্জণকারী বুযুর্গের পদস্খলনের অনুকরণ করলে নিজেকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করবে। নিসবতে ইলকায়ী অর্জণকারীর যখন এই অবস্থা তখন নিসবতে ইন্য়েকাসী ওয়ালারতো কথাই আসে না। এ ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন প্রাথমিক পর্যায়ের

www.eelm.weebly.com

মুরিদকে, চূড়ান্ত পর্যায়ের বুযুর্গের পদস্খলনের অনুকরণ করে দূরে ছিটকে যেতে দেখেছি। আল্লাহ পাক হেফাজত করুন।

(৪) নিসবতে ইত্তেহাদী

হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ সাহেব (রহ.) নিস্‌বতের চতুর্থ যে প্রকারের কথা বলেছেন তার নাম হল "নিসবতে ইত্তেহাদী"। এই "নিসবতে ইত্তেহাদীর" মর্যাদা সব নিসবতের উর্ধ্বে। এই নিসবতের অর্থ হল, শায়েখ তাঁর রূহানী শক্তির সম্পর্ক মুরিদের রূহের সাথে করে দিবে এবং বুকের সাথে চেপে ধরে হোক, বা অন্য কোন তরিকায় হোক নিজের নিসবতকে মুরিদের কলবের সাথে মিলিয়ে দিবে। শায়েখ ও মুরিদের মধ্যে তখন রূহানীভাবে কোন পার্থক্য থাকবে না। যেমন কবি বলেন,

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی
تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

তুমি আমার আমি তোমার আমি শরীর তুমি প্রাণ।
কেউ যেন বলতে না পারে আমি তুমি ভিন্ন প্রাণ।

হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ সাহেব (রহ.) এই চতুর্থ প্রকার নিস্‌বতের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.) এর সংক্রান্ত একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যিনি ছিলেন হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.)এর পীর ও শায়েখ। তাঁর পবিত্র মাজার দিল্লীতে অবস্থিত। হযরত শাহ্ সাহেব খাজা সাহেব সম্পর্কে লেখেন, খাজা সাহেবের অভ্যাস ছিল কেউ তাঁকে হাদিয়া দিলে অনেক সময় খুব কষ্টে শুধুমাত্র দাতার খুশির জন্য কবুল করতেন। তবে প্রয়োজনের সময় কেউ হাদিয়া দিলে খুব আগ্রহের সাথে কবুল করতেন। তখন দিল থেকে দোয়া করতেন। এহেন মুহূর্তে, দাতার জন্য ঐসব বুযুর্গগণ যে দোয়া করেন আল্লাহ পাক স্বীয়

www.eelm.weebly.com

অনুগ্রহে তা কবুল করেন। অবশ্য এমন মুহূর্ত ও দোয়ার ঘটনা খুব কম ঘটে। তবে ঘটে গেলে তা লক্ষ্যবস্তুকে ভেদ করে ছাড়ে। এ ধরণের দোয়ার অবস্থা দেখে, অনেকে মাশায়েখদের ব্যাপারে এই ধারণা করে বসে যে, তাঁরা যে দোয়া করেন তা-ই কবুল হয়। অথচ এটা জরুরী নয় যে, তাঁরা যা চাইবেন তাই পাবেন। ঐসমস্ত বুযুর্গদের হাদিয়া কবুল করার আসল সময় হল, যখন তাঁদের দরবারে কোন আল্লাহওয়ালা মেহমান আসেন। আর মেহমানদারী করার মত কিছু না থাকে। তখনকার হাদিয়া খুব মূল্যবান হয় এবং দাতার জন্য দিল থেকে দোয়া বের হয়। এ ব্যাপারে তো স্বীয় আকাবিরদের কথা আগে লিখেছি যে, আকাবিরদের দরবারে কোন মেহমান আসলে মেহমানদারী করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন।

যা হোক হযরত শাহ্ সাহেব এ ব্যাপারে লেখেন, খাজা সাহেবের দরবারে একদিন কিছু গুরুত্বপূর্ণ মেহমান আসলেন। পাশে একটা হোটেল ছিল। হোটেলওয়ালা দেখলেন, খাজা সাহেবের বাড়িতে কিছু বুযুর্গ মেহমান অসময়ে এসেছেন। তাই হোটেলের মালিক খানা তৈরি করে রকমারি খানা সাজিয়ে খাজা সাহেব (রহ.)এর দরবারে পেশ করলেন। খাজা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, এতে কি? তিনি উত্তর দিলেন, আপনার মেহমানদের জন্য কিছু খানা কবুল করুন। হযরত এতে খুব আনন্দিত হয়ে বললেন, তোমার কি চাওয়ার আছে চাও। সে বলল, আমাকে আপনার মত বানিয়ে দিন। হযরত কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, এটা ছাড়া অন্য কিছু চাও। সে বলল, না আমার তো এটাই দরকার। যেহেতু হযরত তাকে বলেছেন, যা ইচ্ছা তাই চাও। এজন্য তিনবার পীড়াপীড়ি করার পর তাঁকে হুজরা শরীফে নিয়ে গেলেন। ভিতর দিয়ে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। এরপর কি হল তা আল্লাহ পাক ভাল জানেন। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও জিবরাইল (আ.) এর ঘটনাই ঘটেছিল। আর তা হল,

www.eelm.weebly.com

প্রথম যখন ওহী নাযিল হয় তখন হযরত জিবরাইল (আ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, পড়ুন। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। তখন হযরত জিবরাইল (আ.) তাঁকে নিজের বুকের সাথে চেপে ধরলেন। এভাবে তিনবার চেপে ধরলেন। তৃতীয় বার চেপে ধরার পর তিনি পড়া শুরু করলেন। হয়তোবা হযরত খাজা সাহেব অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। আধা ঘন্টা পর যখন হুজরার দরজা খুলে বের হলেন, দেখা গেল উভয়ের চেহারাও এক হয়ে গেছে। দু'জনের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু ছিল যে, খাজা সাহেব তাঁর আপন অবস্থায় বহাল ছিলেন আর হোটেলওয়ালা ছিলেন বেহুশের মত। এরপর কিছুক্ষণ পর তিনি এ অবস্থায় মারা গেলেন। আল্লাহ পাক তাঁর মর্তবা বাড়িয়ে দিন। মৃত্যু তো অবধারিত। এর জন্য যে নির্ধারিত সময় রয়েছে তার মধ্যে আগপিছ হতে পারে না। তবে তার খোশনসীব। সারা জীবন হোটেল পরিচালনা বাবুর্চিগিরি করে শেষ জীবনে খাজা বাকী বিল্লাহ্ হয়ে আখেরাতের সুখ শান্তি ভোগ করলেন।

হযরত শাহ্ গোলাম ভীক (রহ.) সম্পর্কে এ ধরণের একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। তিনি আপন শায়েখ শাহ্ আবুল মায়ালী (রহ.)এর আশেক ছিলেন। হযরত শায়েখ সফরে গেলে তিনিও তাঁর সাথে যেতেন। একবারকার ঘটনাঃ খাদেমদের পীড়াপীড়িতে হযরত শায়েখ একবার সাহারাণপুর আসলেন। শাহ্ গোলাম ভীকও হযরতের সাথেই ছিলেন। তিনি জানতেন হযরতের বাড়ীতে বর্তমানে লাগাতার উপবাস চলছে। এজন্য হযরত শায়েখকে যারা দাওয়াত করতেন শাহ্ গোলাম ভীক চুপে চুপে মেজবানের সাথে এই চুক্তি করে নিতেন যে, দুজনের খানা বেশি দিতে হবে। পরে প্রতিদিন ইশার নামায হযরতের সাথে পড়ে হযরতকে শুইয়ে দিয়ে, দুই জনের খানা নিয়ে, সাহারাণপুর থেকে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত আম্বুহটা নামক গ্রামে হযরত শায়েখের বাড়ীতে আম্মাজীকে খানা দিয়ে, সাথে সাথে ফিরে আসতেন।

www.eelm.weebly.com

তাহাজ্জুদের সময় হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে যেতেন। কিছুদিন পর হযরত শায়েখ যখন বাড়ীতে গেলেন, তখন পরিবারকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে দিন কেটেছে? হযরত শায়েখের এই প্রশ্নে স্ত্রী বিস্মিত হলেন এবং পাল্টা প্রশ্ন করলেন, প্রতিদিন আপনি খানা পাঠিয়ে দিলেন, এরপর আবার এই প্রশ্ন কেন? আরো বললেন, প্রতিদিন রাতে শাহ্ ভীক আমাদের খানা পৌঁছে দিয়ে যেত। শায়েখ একথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন এবং বাইরে এসে শাহ্ ভীককে জিজ্ঞাসা করলেন। শাহ্ ভীক ঘটনা স্বীকার করে বললেন, আম্মাজী ও সাহেবজাদা উপবাস থাকবে আর ভীক খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে তার আত্মমর্যাদাবোধ এটাকে বরদাশ্ত করতে পারেনি। উত্তর শুনে শায়েখ খুব আনন্দিত হয়ে বললেন, আমার তাওয়াক্কুলের মধ্যে তুমি ঘূণ ধরিয়ে দিয়েছ বটে। তবে তুমি খেদমতের হক আদায় করে দিয়েছ। এরপর তাঁকে নিজের বুকের সাথে চেপে ধরলেন এবং রূহানী ফায়েজ যতটুকু দেয়ার দরকার ছিল তা দিয়ে দিলেন। শাহ্ ভীক তখন নিজের কলবকে মারেফাতের দ্বারা ভরপুর দেখতে পেয়ে তখন শায়েখের পায়ে পড়ে গেলেন এবং উম্মাদ সুলভ ভাব নিয়ে দুটি কবিতা পড়লেন।

بھیکا مالی پرواریاں پل میں سو سو بار
کا گا سے ہنس کیا اور کرت نہ لاگی بار

অর্থঃ ভীকামালী মুরশিদের উপর কোরবান হাজার বার
তিনি হাসী দিতেই অধমের সময় লাগল না আর।
এত দ্রুত দিলেন যে, কোন সময় লাগে নি তাঁর
বুকে বুক লাগাতেই পেলাম মারেফাত আল্লাহর।

উল্লেখিত ঘটনার মধ্যে দাওয়াতে শর্ত করায় ক্ষতির কিছু নেই। এক দাওয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হযরত আয়েশা (রা.) এর জন্য শর্ত করেছিলেন। (তাযকিরাতুল খলিল পৃ. ২১৯)

www.eelm.weebly.com

বুকে বুক লাগিয়ে সবকিছু লাভের ঘটনা

এ প্রসঙ্গে মাশায়েখগণের ঘটনা বিস্তর আছে। হযরত শাহ আব্দুল আজিজ (রহ.) এর মতামত হল, ওহী নাযিলের প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত জিবরাইল (আ.) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনবার বুকে চেপে ধরা হয়েছিল নিসবতে ইত্তেহাদী সৃষ্টি করার জন্য। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র ব্যক্তিত্বের আত্মার উন্নতি শুরু হয়েছিল, হযরত জিবরাইল (আ.)এর সাথে নিসবতে ইত্তেহাদী হাসিল হওয়া দ্বারা, না জানি এর পরবর্তী ২৩ বৎসরে তিনি উন্নতির কোন্ স্তরে পৌঁছে গিয়ে ছিলেন। এটা আল্লাহ পাক ছাড়া আর কারো জানার সাধ্য নাই। হ্যাঁ তিনিও জানতে পারবেন যিনি এ সমস্ত ধাপ পাড়ি দিয়েছেন। তবে এতটুকু তো সকলে জানে হযরত জিবরাইল (আ.) তিনবার বুকে চাপ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের মত বানিয়ে তাঁর রূহানী উন্নতি শুরু করালেন, এর ১৩ বৎসর পর মিরাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি একথা বলে পিছনে রয়ে গেলেন,

اگر یک سر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم

আর এক চুল যদি আমি অগ্রসর হই
আল্লাহর নূরের তাজাল্লীতে জ্বলে হব ছাই ॥

এরপর সায়্যিদুল কাওনাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাইল (আ.)কে ওখানে রেখে "কাবা-কাওসাইন" পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। এরপর আরো দশ বৎসরে তিনি কত উন্নতি করেছিলেন তা ঐসমস্ত ব্যক্তিবর্গ বলতে পারবেন, হাকীকতে মুহাম্মাদীয়ার অবস্থা যাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ সাহেব (রহ.) তো এতটুকু বলেছেন যে, হযরত জিবরাইল (আ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.eelm.weebly.com

ওয়া সাল্লামকে বুকে বুকে চাপ দিয়েছিলেন নিসবতে ইত্তেহাদী পয়দা করার জন্য। তবে অধমের ধারণা মতে বুকে বুকে চাপ দেওয়ার দ্বারা সুলূকের সকল স্তর অর্জিত হয়েছিল। যেমন হেরা গোহায় ছয় মাস পর্যন্ত দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে, এক আল্লাহ পাকের ধ্যান-খেয়ালে করার কারণে, পূর্ব থেকেই তাঁর কলব পরিচ্ছন্ন হয়ে ঐ নূর পয়দা হয়েছিল যা হয় নিস্বতে ইন্য়েকাসীর দ্বারা। এরপর হযরত জিবরাইল (আ.)এর সুরত দেখে ফেরেশতা সুলভ স্বভাবের প্রতিচ্ছায়া প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এসেছিল। এরপর প্রথমবার বুকে চাপ দেয়ার দ্বারা নিস্বতে ইল্কায়ী, দ্বিতীয় বার বুকে চাপ দেয়ার দ্বারা নিসবতে ইসলাহী এবং তৃতীয় বার জোরে চাপ দেয়ার কারণে নিসবতে ইত্তেহাদী পয়দা হল। ফেরেশতাকুলের সর্দার হযরত জিরবাইল (আ.)এর গুণাগুণের প্রতিচ্ছায়া দ্বারা যার যাত্রা শুরু হল এবং পরে বুকে চাপ দেয়ার দ্বারা ফেরেশতাদের গুণ তাঁর আপন গুণে পরিণত হল। পরবর্তী ২৩ বৎসরের মেহনত ও আল্লাহ্র সম্পর্কের কারণে কোন পর্যায়ের উন্নতি করেছিলেন তা বলা খুব কঠিন। তবে তার দৃষ্টান্ত যদি কেউ পেশ করতে চায় তাহলে এতটুকু বলা যায়।

میانِ عاشق و معشوق رمزیست کراماً کاتبیں راہم خبر نیست

আশেক মাশুকের গোপন ভেদ কখনো খোলে না

কেরামান কাতেবীন ফেরেশতাও তা জানে না ॥

অধম স্বীয় আকাবিরদের খাদেমদের অনেকের মধ্যে নিসবতে ইত্তেহাদীর ঝলক দেখতে পেয়েছি। কথা-বার্তা, বর্ণনা-ভঙ্গি, চলা-ফেরা এবং খানা-পিনার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে, আপন শায়েখের রং খুব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অধম নিজে তো একজন আহম্মক ও নাবালেগ। সুতরাং বালেগ হওয়ার মজা সে কিভাবে অনুভব করবে? অধমের দৃষ্টান্ত কবির নিম্নের বক্তব্যের মত

www.eelm.weebly.com

یہ مسائل تصوف یہ ترا بیان غالب
تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا

হেগালেব তাসাওউফ সম্পর্কে তোমার বক্তৃতা অনেক উর্দ্ধের
তুমি মদ্যপায়ী না হলে আমি তোমাকে ওলী মনে করতাম ॥

মোবারক মাস নিকটবর্তী। অন্যদিকে লেখক আপবিতীর পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত করার জন্য পিড়াপিড়ী করছে। এজন্য আজ ৮ই শাবান ১৩৯১ হিজরীতে আলোচনা এখানে সমাপ্ত করে, কাতেবের হাওলা করছি। আমার অসম্পূর্ণ বুঝশক্তি ও স্মৃতিশক্তির কারণে, এর মধ্যে যে সমস্ত ক্রটি বিচ্যুতি হয়ে গেছে, আল্লাহ পাক তা ক্ষমা করুন। দোস্তদের তীব্র পীড়াপীড়ি এবং আকাবিরগণের দাবি, এই ধারা যেন চালু রাখা হয়। অবসর সময়ে যখন আকাবিরগণের কোন হালত মনে পড়ে, সাথে সাথে যেন তা লিখে দেয়া হয়। তবে বার্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে মন চায় বাকি জীবনে হাদিস পাকের খিদমত যদি নসীব হয়, তবে তা মালিকের ইহসানে হবে। এই কিতাব শুরু করা হয়েছিল তাবলীগের দ্বিতীয় আমির স্নেহের মাওলানা ইউসূফ সাহেব (রহ.) এর জীবনীগ্রন্থের একটা অধ্যায় সম্পর্কে আলী মিয়ার এক আলোচনা খণ্ডন করা কেন্দ্র করে। কিন্তু পরে তাতে না জানি কত কিছুই জমা হয়ে গেল। আকাবিরদের ঘটনা প্রথমত অধমের অন্তরে এভাবে ভাসছিল যে, তা বর্ণনা করাও সাধ্যের বাইরে। বুযুর্গগণের ঘটনা বিশেষ করে অধমের বুযুর্গগণের ঘটনা সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি আর কি বলা যায়?

دامن نگہ تنگ گل حسن تو بسیار
گلچین بہار تو ز داماں گلہ دارد

হে ফুলের কানন তোমার সৌন্দর্য্যের সীমা নাই
এ দৃষ্টি সংকীর্ণ, অন্তরে তোমার সুধা ভরতে চাই ॥

www.eelm.weebly.com

অধমের আকাবিরদের বাস্তব অবস্থা ও তাদের এই ফুল বাগানের বিভিন্ন রঙ্গের ফুলের দিকে যদি কেউ গভীরভাবে তাকায় তাহলে তারা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার দৃশ্য তাঁদের মধ্যে খুব দেখতে পাবে। তবে শর্ত হল, আল্লাহ পাক যদি কাউকে নসীহত কবুল করার দৃষ্টি দান করে থাকেন, তাহলে সে-ই কেবল তা দেখতে পাবে। যেমন কবি বলেন,

دیدِ لیلیٰ کے لئے دیدۂ مجنوں ہے ضرور

میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشا اُن کا

লায়লাকে দেখতে মজনুর চোখ অবশ্যই হতে হবে

তাদের তামাশা আমার চোখ দিয়েই দেখতে হবে ॥

وماتوفيقي الابالله عليه توكلت واليه انيب. الهم اغفرلي ماوقع فيه من الخطاء والزلل ومالاترضى به من العمل فانك عفوكريم غفورحليم رؤف رحيم وصلى الله تعالى على سيدالاولين والاخرين سيدالانبياء والمرسلين صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة الكبرى ومن دنى فتدلى وكان قاب قوسين اوادنى وعلى اله واصحابه واتباعه حملة الدين المتين الى يوم الدين واخردعوانا ان الحمدلله رب العلمين؛

পরিশিষ্ট

রমজান মাস নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এ কিতাব শাবান মাসের প্রথম দিকে সমাপ্ত করে দেয়া হয়েছিল। রমজানে অধমের অভ্যাস হল মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে খানা পিনা শেষ হওয়ার পর দোস্তদের সাথে সাক্ষাৎ করার। ঐসমস্ত মজলিসে অধম দোস্তদের

www.eelm.weebly.com

কাছে আমলের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার কথা বলতাম। উপরে বর্ণিত নিসবতওয়ালা বিষয়টিও প্রতি রমজানে শুনানো হত। কারণ রমজানে যিকিরকারীরা বিশেষ করে অধম যাদেরকে খেলাফত দিয়েছি তাঁরা জমা হতেন। তাঁদেরকে অধম বিশেষভাবে সতর্ক করে বলতাম, খেলাফত পাওয়ায় গর্ব করবেন না বরং খেলাফত লাভে জিম্মাদারি বহুগুণে বেড়ে যায়। এ ব্যাপারে খুব সর্তক থাকা দরকার। এ বৎসর রমজানে অধমের শরীর খুব অসুস্থ ছিল, যার কারণে কথাবার্তা বলাও কঠিন ছিল। তাই কিছু বলার পরিবর্তে আকাবিরদের ঘটনা শুনানো হত। আনফাসে ঈসা নামক কিতাবের শেষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষনীয় একটা ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনা হায়াতুল হায়ওয়ান আল্লামা দিমিয়াবী (রহ.) হতে মুফ্তী মুহাম্মদ শফী সাহেব ১৩৪০ হিজরীর মুহররম মাসে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। যা ছিল আনফাসে ঈসা নামক কিতাবের বর্ণনা থেকেও বেশি বিস্তারিত। প্রকাশ থাকে যে, মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী ছিলেন এবং বর্তমানে দারুল উলূম করাচির নাজেম (শিক্ষা সচিব)। অধম আব্বাজান (রহ.) থেকেও এ ঘটনা অনেকবার শুনেছি। আব্বাজান (রহ.) এর বর্ণনা পূর্বের উভয় বর্ণনা থেকে বেশি বিস্তারিত। অত্যন্ত শিক্ষনীয় ও আশ্চর্যজনক ঘটনা। সব মানুষের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা হাসিল করা দরকার। বিশেষ করে যারা কোন ধর্মীয় পদে আছেন। চাই তা ইল্মী হোক বা সুলূকী হোক বা অন্য কোন দ্বীনি খেদমত হোক। অন্যকে ছোট মনে করা থেকে নিজেকে দূরে রাখা দরকার। হযরত শেখ সা'দী (রহ.) এর পীর শায়েখ শিহাবুদ্দীন সাহরাওয়ারদী (রহ.) এর অর্থবহ নসীহত দুটিও সামনে রাখা দরকার। শেখ সা'দী (রহ.) বলেন,

مرا پیر دانائے روشن شہاب — دو اندز فرمود بروئے آب

یکے آنکہ بر خویش خود بیں مباش — دگر آنکہ بر غیر بدبیں مباش

www.eelm.weebly.com

মুরশিদ শায়েখ শিহাবুদ্দীন নদী ভ্রমণে নসীহত করেন দুটি।
অন্যকে ছোট মনে করা ও আত্মগরিমা করা থেকে লও ছুটি।

শায়েখের এ নসীহত দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামনের ঘটনাটিও আত্মগরিমা ও অন্যকে ছোট মনে করা সংক্রান্ত অত্যন্ত উপদেশমূলক ঘটনা। হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) ঘটনাটি অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে লিখেছেন। তার প্রথম কথাগুলো হল, নিজের অবস্থার উপর গর্ব করা ও অন্যকে ছোট মনে করা কোন মানুষের জন্য উচিত নয়। স্বয়ং ঈমানের মত দৌলতও মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। এটা তো আল্লাহ পাকের মেহেরবানী যে, তিনি আমাদেরকে এই দৌলত দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তা ছিনিয়েও নিতে পারেন। হযরত আবু আব্দুল্লাহ (রহ.) একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর ওসিলায় বাগদাদে ৩০ টি খানকা আবাদ ছিল। একবার তিনি সদলবলে ছফর করছিলেন। মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব এ ঘটনা অনেক বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। তিনি লেখেন,

শায়েখ আবু আব্দুল্লাহ উন্দলুসী (রহ.) এর শিক্ষনীয় ঘটনা

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকের কথা নবুওয়্যাতের সূর্য্য অস্তমিত হল বেশি দিন হয়নি। মানুষের মধ্যে আমানতদারী, দ্বীনদারী, ধার্মিকতা, তাকওয়া ও পরহেজগারীর অবস্থা খুব ভাল ছিল। ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, যাদের হাতে ইসলাম লালিত পালিত হবে, তাঁদের কেউ ময়দানে কর্মরত ছিল, আবার কেউ দীক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত ছিল। মুজতাহিদ ইমামদের যুগ ছিল। প্রতিটি শহর ওলামায়ে দ্বীন ও নেককার মুত্তাকী লোক দ্বারা ভরপুর ছিল। বিশেষ করে তখনকার মুসলিম বিশ্বের রাজধানী, মদীনাতুল ইসলাম বাগদাদ শহর তার জাহেরী ও বাতেনী শোভা দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে ফুল বাগিচার রূপ ধারণ করেছিল। তার একদিকে ছিল মন মাতানো প্রাসাদসমূহ ও তার মধ্য দিয়ে প্রবাহমান সুন্দর নদীগুলো। অন্যদিকে উলামায়ে কেরাম ও

www.eelm.weebly.com

বুযুর্গদের মজলিসগুলো, কোরআন হাদিস পাঠের মজলিস এবং যিকির ও তেলাওয়াতের মনোলোভা আওয়াজসমূহ আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের মনের তৃপ্তি ও প্রশান্তির জন্য যথেষ্ট সহায়ক ছিল। মুজতাহিদ ইমাম, মুহাদ্দেস, আবেদ ও দুনিয়াত্যাগীদের বিরাট দল সেখানে ছিল। এই মুবারক মজমার মধ্যে আবু আব্দুল্লাহ উন্দলুসী নামে প্রসিদ্ধ এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি অধিকাংশ ইরাকীদের পীর ও মুরশিদ ছিলেন। আরো ছিলেন হাদিসের উস্তাদ। তাঁর মুরিদদের সংখ্যা ১২ হাজার অতিক্রম করেছিল। ঐ বুযুর্গের অত্যন্ত শিক্ষনীয় একটি ঘটনা এখন পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি।

এই বুযুর্গ দুনিয়াত্যাগী, আবেদ ও আল্লাহর ওলী হওয়া ছাড়াও হাদিস ও তাফসীর বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান ইমাম ছিলেন। বলা হয় ৩০ হাজার হাদিস তার মুখস্ত ছিল এবং কোরআন শরীফকে তিনি সর্বপ্রকার কিরাতে পড়তে পারতেন। একবার তিনি সফর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর ছাত্র ও মুরিদদের একটা বড় দল তাঁর সফর সঙ্গী হলেন। যাদের মধ্যে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) এবং হযরত শিবলী (রহ.)ও ছিলেন। হযরত শিবলী (রহ.) বর্ণনা করেন, আমাদের কাফেলা আল্লাহ পাকের দয়া ও মেহেরবানীতে খুব শান্তি, নিরাপত্তা ও আরামের সাথে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমরা খৃষ্টানদের একটা গ্রাম পার হচ্ছিলাম। নামাযের সময় হয়ে গেল, তবে ওজুর পানি না থাকায় নামায পড়া সম্ভব হয়নি। ঐ গ্রামে পৌঁছে আমরা পানির সন্ধানে বের হলাম। সারা গ্রাম চক্কর দিতে লাগলাম। ইতোমধ্যে আমরা খৃষ্টানদের কিছু মন্দির ও গির্জার কাছে পৌঁছলাম। যেখানে সূর্য্য পূঁজক, ইয়াহুদী ও ক্রুশচিহ্ন পূজক খৃষ্টানদের আসর চলছিল। কেউ সূর্য্যের পূঁজা করছিল, কেউ আগুনের পূঁজা করছিল, আবার কেউ ক্রশের পূঁজা করছিল। আমরা এগুলো দেখে আশ্চর্য হলাম এবং ঐ নির্বোধ গুলোর জ্ঞানহীনতা ও গোমরাহী দেখে বিস্ময়ের সাগরে ডুবে গেলাম। আরো

www.eelm.weebly.com

সামনে গিয়ে একটা কূপের সন্ধান পেলাম। যা থেকে কিছু যুবতী মেয়েরা পানি নিচ্ছিল। ঘটনাক্রমে আমাদের শায়েখ ও মুরশিদ আবু আব্দুল্লাহ উন্দলুসীর দৃষ্টি তাদের মধ্য হতে এমন এক মেয়ের উপর পড়ল, যে তার প্রাকৃতিক রূপের কারণে সব মেয়েদের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী হওয়া ছাড়াও উত্তম পোশাক-পরিচ্ছেদ ও অলংকারাদি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। তার উপর দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে শায়েখের অবস্থা পরিবর্তন হতে লাগল। চেহারার লাবণ্যতা নষ্ট হয়ে গেল। এই দুঃখজনক অবস্থায় শায়েখ অন্যান্য বালিকাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কার মেয়ে?

বালিকাগণ ঃ সে এই গ্রামের সর্দারের মেয়ে।

শায়েখ (রহ.) ঃ সর্দারের মেয়ে? তাহলে তার বাবা তাকে এত নিচু কাজে কেন লাগিয়েছেন, যে নিজে কূপ থেকে পানি তুলছে? তার বাবা কি কোন কাজের লোক রাখতে সক্ষম নয় যে তার সেবা করবে?

বালিকাগণ ঃ অবশ্যই সক্ষম, তবে তার বাবা একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। সে চায় তার মেয়ে পিতার ধন-দৌলত ও বিলাসিতার মধ্যে ডুবে গিয়ে যেন নিজের প্রকৃত স্বভাবকে হারিয়ে না ফেলে এবং বিবাহের পর স্বামীর বাড়ীতে গিয়ে তার খেদমতে ত্রুটি না করে।

হযরত শিবলী (রহ.) বলেন, এরপর শায়েখ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে গেলেন এবং এভাবে তিনদিন কেটে গেল। না তিনি কারো সাথে কথা বলেন, আর না খানা-পিনা গ্রহণ করেন। অবশ্য সময় মত নামায আদায় করতেন। মুরিদদের বিরাট দল তাঁর সাথে ছিল। কিন্তু সবাই নির্বাক, কেউ কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না।

হযরত শিবলী (রহ.) বলেন, এ অবস্থা দেখে তৃতীয় দিন আমি সাহস করে জিজ্ঞাস করলাম, হে শায়েখ! আপনার এই বিরামহীন নিরবতার কারণে মুরিদরা হতবাক ও পেরেশান কি হয়েছে আপনার একটু খুলে বলুন।

www.eelm.weebly.com

শায়েখ (রহ.) ঃ (মুরিদদেরকে লক্ষ্য করে) প্রিয়রা! আমার অবস্থা তোমাদের থেকে আর কতক্ষণ লুকিয়ে রাখব? পরশুদিন যে মেয়েটিকে দেখেছিলাম তার ভালবাসা আমার দিলের মধ্যে এত তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের উপর সে চেপে বসেছে। সুতরাং এই ভূমি ছেড়ে যাওয়া আর আমার দ্বারা কোন ক্রমে সম্ভব নয়।

হযরত শিবলী (রহ.) ঃ হে আমাদের সর্দার! আপনি ইরাকবাসীদের পীর ও মুরশিদ। ইল্ম, ফজল, দুনিয়াত্যাগী ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান আকাশছোয়া। আপনার মুরিদদের সংখ্যা বার হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। কোরআনে পাকের ওসিলা দিয়ে বলছি, আপনি দয়া করে আমাদেরকে অপদস্থ করবেন না।

শায়েখ ঃ হে প্রিয়রা! আমার ও তোমাদের ভাগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে গেছে এটা আর পরিবর্তন হবে না। বুযুর্গীর পোশাক ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। হেদায়েতের নূর তুলে নেয়া হয়েছে। একথা বলতেই শায়েখ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললেন, হে আমার কওম! ভাগ্যের লিখনী সামনে এসেছে। তা পরিবর্তনের ক্ষমতা আমার নাই।

হযরত শিবলী (রহ.) বলেন, এই আশ্চর্যজনক ঘটনায় আমরা খুব পেরেশান হলাম এবং অনুতাপ করার সাথে সাথে কান্না করতে লাগলাম। শায়েখও আমাদের সাথে কান্না করতে লাগলেন। আমাদের চোখের পানিতে জমিন ভিজে গেল। এরপর বাধ্য হয়ে আমরা দেশে ফিরে এলাম। আমাদের আসার খবর শুনে শায়েখের সাথে সাক্ষাতের আশায়, লোকজন শহরের বাহিরে চলে আসল। শায়েখকে আমাদের সাথে না দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করল। সব ঘটনা খুলে বললাম। ঘটনা শুনে লোকজন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। শায়েখের মুরিদদের বিরাট এক জামাত এই দুঃখ ও পেরেশানীতে ঐ সময়ই দুনিয়া ত্যাগ করলেন। আর অন্যরা ঐ মহা ক্ষমতাধর মনিবের দরবারে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ

www.eelm.weebly.com

করতে লাগল, হে দিল পরিবর্তনকারী খোদা! শায়েখকে হেদায়েত করুন এবং পুনরায় আপন মর্তবায় ফিরিয়ে দিন। এরপর সমস্ত খানকা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা এক বৎসর পর্যন্ত এই দুঃখ পেরেশানী ও শায়েখের বিরহ বেদনায় কাতর হয়ে থাকলাম। এক বৎসর পর মুরিদদের খেয়াল হল, শায়েখের খবর নেয়া দরকার। তিনি কোথায় আছেন? কি অবস্থায় আছেন? ফলে আমাদের একটা দল ঐ গ্রামে পৌঁছে, স্থানীয় লোকজনকে শায়েখের অবস্থা জিজ্ঞাসা করল।

স্থানীয় লোকজন ঃ তিনি ওমুক ময়দানে শুকর চরাচ্ছেন।

আমরা ঃ হায় আল্লাহ! একি হল?

স্থানীয় লোকজন ঃ তিনি সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে মেয়ের বাবা শুকর চরানোর শর্তে রাজি হন। ফলে তিনি শুকর চরানোর কাজ করছেন।

আমরা ঃ এ কথা শুনে নির্বাক হয়ে গেলাম। দুঃখে কষ্টে আমাদের কলিজা ছিড়ে যেতে লাগল। অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখ দিয়ে পানির বন্যা বয়ে যেতে লাগল। অনেক কষ্টে মনকে থামিয়ে ঐ ময়দানে গেলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি শায়েখের মাথায় খৃষ্টানদের টুপি এবং কোমরে পৈতা বাঁধা। ওয়াজ নসীহত ও খোতবার সময় যে লাঠির উপর ভর করে দাড়াতেন, তার উপর টেক লাগিয়ে শুকরের সামনে দাড়িয়ে আছেন। এ হালত দেখে আমাদের কাঁচা ঘায়ে লবণের ছিটা পড়ল। শায়েখ আমাদেরকে তাঁর কাছে যেতে দেখে মাথা নিচু করে নিলেন। আমরা কাছে গিয়ে আস্‌সালামু আলাইকুম বললাম।

শায়েখ ঃ (নিচু আওয়াজে) ওয়ালাইকুমুস সালাম।

হযরত শিবলী (রহ.) ঃ হে শায়েখ! এত ইলম, আমল হাদিস, তাফসীর থাকা সত্ত্বেও আজ আপনার এ অবস্থা কেন?

শায়েখ (রহ.) ঃ বন্ধুরা আমার! আমি স্বীয় ইচ্ছাধীনে নেই মাওলা পাক আমার ব্যাপারে যেমন চেয়েছেন তেমনই করে দিয়েছেন

www.eelm.weebly.com

তিনি এত কাছে টেনে নেয়ার পরও যখন দূরে নিক্ষেপ করতে চাইলেন, তখন তা-ই করলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত কে টলাতে পারে?

হে আমার প্রিয়রা! ঐ বে-পরোয়া ও শক্তিশালী মনিবের ক্রোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। নিজের ইলম ও আমলের কারণে গর্ব করো না। এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আমার মনিব! আপনার ব্যাপারে তো আমার এমন ধারণা ছিল না যে, আপনি আমাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করে স্বীয় দরবার থেকে তাড়িয়ে দিবেন। একথা বলে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগলেন ও কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

(আব্বাজান (রহ.) এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় শায়েখের পক্ষ থেকে একটা কবিতা পড়তেন।

بے نیازی نے تری اے کبریا * مجھ غریب و خستہ کو کیا کیا کیا

অর্থঃ "হে মহিমান্বিত সত্তা! আপনার বেপরোয়া মনোভাব আমার মত অধমকে কোথায় নিক্ষেপ করেছে!"

শায়েখ (রহ.) ঃ (শায়েখ একটু জোর আওয়াজে বললেন) হে শিবলী! অন্যকে দেখে উপদেশ গ্রহণ কর। (হাদিস পাকে এসেছে,

السعيد من وعظ بغيره। অর্থ ঃ সৌভাগ্যবান সে, যে অন্যকে দেখে উপদেশ গ্রহণ করে।)

হযরত শিবলী (রহ.) ঃ (অঝোরে কান্নার কারণে তোতলা ব্যক্তির ন্যায় ঠেকে ঠেকে, অত্যন্ত বেদনাদায়ক আওয়াজে) হে আমাদের পরোয়ারদেগার! আমরা আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছেই ফরিয়াদ করছি। সর্বকাজে আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। আপনি আমাদের থেকে এই বিপদ দূর করে দিন। আপনি ছাড়া অন্য কেউ এ বিপদ দূর করতে পারে না। তাঁদের কান্না ও বেদনাদায়ক আওয়াজ শুনে শুকরগুলো জমা হয়ে

www.eelm.weebly.com

গেল এবং গলাকাটা মুরগির ন্যায় ছটফট করতে লাগল। চিৎকার দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। তাদের আওয়াজ এতটা তীব্র ছিল যে, এর কারণে পাহাড় ও মরুভূমির মাঝেও তার শিহরন উঠল। সেখানে হাশর ময়দানের চিত্র ফুটে উঠল। ওদিকে শায়েখ দুঃখ বেদনায় কেঁদে জার জার হয়ে যাচ্ছিলেন।

হযরত শিবলী (রহ.) ঃ হে শায়েখ! আপনি কোরআনের হাফেজ ছিলেন। সাত কেরাতে পড়তে পারতেন। তার কোন আয়াত কি এখন মনে আছে?

শায়েখ (রহ.) ঃ হে প্রিয়! মাত্র দুটি আয়াত মনে আছে।

হযরত শিবলী (রহ.) ঃ সে আয়াত দু'টি কি?

শায়েখ (রহ.) ঃ আয়াত দু'টি হল,

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

অর্থ ঃ যাকে আল্লাহ অপদস্থ করেন কেউ সম্মান দিতে পারে না। তিনি যা চান তা করেন।

وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ

অর্থ ঃ ঈমানের পরিবর্তে যে কুফরী গ্রহণ করেছে নিঃসন্দেহে সে সরল রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে।"

হযরত শিবলী (রহ.) ঃ হে শায়েখ! আপনার ৩০ হাজার হাদিস সনদসহ মুখস্ত ছিল, এখন কি তা থেকে কোন হাদিস মুখস্ত আছে?

শায়েখ (রহ.) ঃ মাত্র একটা হাদিস মনে আছে,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْهُ

অর্থ ঃ যে তার ধর্ম পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করে দাও।

www.eelm.weebly.com

হযরত শিবলী (রহ.) ঃ আমরা এ অবস্থা দেখে শত আফসোস ও দুঃখ-কষ্ট নিয়ে শায়েখকে ওখানে রেখে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তিন মনজিল যাওয়ার পর তৃতীয় দিন হঠাৎ শায়েখকে দেখতে পেলাম যে, তিনি নদী থেকে গোসল করে উঠে আসছেন এবং উঁচু আওয়াজে কালিমা শাহাদাত

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ

পড়ছেন। তখন আমাদের আনন্দের অবস্থা ঐ ব্যক্তিই কেবল অনুমান করতে পারবে যে ইতিপূর্বে আমাদের দুঃখ কষ্টের অবস্থা অনুমান করতে পেরেছিল।

শায়েখ (রহ.) ঃ (কাছে এসে) আমাকে একটা পবিত্র কাপড় দাও। সর্বপ্রথম তিনি নামাযের নিয়্যত বাঁধলেন। আমরা অপেক্ষায় ছিলাম, নামায শেষে শায়েখ থেকে বিস্তারিত ঘটনা শুনব। কিছুক্ষণের মধ্যে শায়েখ নামায শেষ করে আমাদের দিকে মুখ করে বসে গেলেন।

আমরা ঃ ঐ মহান শক্তিশালী ও সর্বজ্ঞ মনিবের দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করছি যিনি শায়েখকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাদের আত্মার বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আবার ঠিক করে দিয়েছেন। হে শায়েখ! একটু বলুন এত না করার পরও আবার কিভাবে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন?

শায়েখ (রহ) ঃ বন্ধুরা আমার! তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তীব্র বেদনা নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করলাম এবং এই বলে দোয়া করলাম, প্রভু! আমি আপনার পাপী বান্দা, আপনি আমাকে এই জঞ্জাল থেকে মুক্তি দিন। দোয়া কবুলকারী মাওলা আমার দোয়া কবুল করে যাবতীয় গোনাহ্ মাফ করে দিলেন।

www.eelm.weebly.com

আমরা ঃ শায়েখ! আপনার এই পরীক্ষার কি কোন কারণ ছিল?

শায়েখ (রহ.) ঃ হ্যাঁ, যখন আমরা ঐ গ্রামে পৌঁছলাম এবং তাদের মন্দির ও গির্জার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম তখন অগ্নিপূজক ও শুলি পূজকদেরকে গায়রুল্লার পূজা করতে দেখে আমার দিলে অহংকার ও বড়াই পয়দা হল। মনে করলাম, আমরা তো মুমিন, আল্লাহ পাকের একত্ববাদ স্বীকার করি। আর এই গাধারা কত বড় নির্বোধ ও আহাম্মক যে, অনুভূতিহীন ও প্রাণহীন জিনিসের পূজা করছে। তখন আমাকে গায়েব থেকে বলা হল, এই ঈমান ও তাওহীদ তোমার ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতা নয়। আমার দেয়া অনুদানে তুমি তা লাভ করেছ। তুমি তাদেরকে ছোট মনে করছ? ঈমানকে কি তুমি তোমার মালিকানা জিনিস মনে করছ? তুমি বুঝতে চাইলে আমি এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি। তখন আমি অনুভব করতে পারলাম, একটা প্রাণী আমার দিল থেকে যেন উড়ে গেল। মূলতঃ এটা ছিল আমার ঈমান।

হযরত শিবলী (রহ.) ঃ এরপর আমাদের কাফেলা অত্যন্ত আনন্দ ও সফলতার সাথে বাগদাদ পৌঁছল। সমস্ত মুরিদরা শায়েখের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসল। শায়েখ তাঁর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসায় তাঁরা আনন্দের সাগরে ভাসছিল। খানকাগুলো পুনরায় চালু হয়ে গেল। বাদশাও শায়েখের সাথে সাক্ষাৎ করতে দরবারে উপস্থিত হল এবং অনেক হাদিয়া তোহফা সাথে নিয়ে আসল।

শায়েখ তাঁর পূর্বের কাজে লেগে গেলেন। ওয়াজ নসীহত, তালিম, তারবিয়াত এবং হাদিস-তাফসীরের ধারা পূর্বের মত চালু হয়ে গেল। আল্লাহ পাক রাব্বুল আ'লামীন শায়েখের হারানো জ্ঞানগুলো আবার ফিরিয়ে দিলেন। বরং আগের তুলনায় অনেক বেশি দিলেন। ছাত্র সংখ্যা ৪০ হাজারে পৌঁছল। এভাবে কিছু কাল কেটে গেল।

www.eelm.weebly.com

একদিন ফজরের নামায পড়ে আমরা শায়েখের দরবারে বসলাম। হঠাৎ কে যেন এসে খানকার দরজা খটখটালো। আমি গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। তখন দেখলাম, কালো কাপড় দ্বারা সারা শরীর আবৃত এক লোক দাড়িয়ে আছে।

আমি ঃ আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? কাকে চান?

আগন্তুক ঃ আপনার শায়েখকে গিয়ে বলুন, ঐ বালিকা যাকে আপনি ওমুক গ্রামে (ঐ গ্রাম যে গ্রামে শায়েখকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল) রেখে এসেছিলেন। সে আজ আপনার খেদমত করার জন্য উপস্থিত হয়েছে।

এটা অতি বাস্তব কথা, যখন মানুষ আল্লাহর হয়ে যায় তখন পুরো পৃথিবী তাঁর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ থেকে যখন মানুষ বিমুখ হয়ে থাকে তখন সমস্ত মাখলুক তার সাথে বৈরী আচরণ শুরু করে দেয়। কবি বলেন,

چوں ازو گشتی ہمہ چیز از تو گشت

তুমি আল্লাহ পাক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে
সব জিনিস তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে।

আমি শায়েখের খেদমতে গিয়ে ঘটনা বললাম, এ খবর শুনেই তাঁর গায়ের রং হলদে হয়ে গেল। ভয়ে তিনি কাঁপতে লাগলেন। এরপর তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন। মেয়েটি শায়েখকে দেখার সাথে সাথে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। কান্নার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কথা বলা সম্ভব হচ্ছিল না।

শায়েখ ঃ (বালিকাকে লক্ষ করে বললেন) তুমি এখানে কিভাবে আসলে? কে তোমকে এখানে পৌঁছে দিল?

বালিকা ঃ হে আমার সর্দার! যখন আপনি আমাদের গ্রাম থেকে চলে আসলেন এবং এই খবর শুনতে পেলাম, তখন আমার অস্থিরতা

www.eelm.weebly.com

ও ব্যাকুলতা এত বেড়ে গেল, যা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। না ক্ষুধা ছিল, আর না পিপাসা। ঘুমের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। সারারাত এই অস্থিরতা ও পেরেশানীর মধ্যে অতিবাহিত হওয়ার পর সকালের কিছু পূর্বে একটু শুয়ে পড়লাম। তখন একটু তন্দ্রার ভাব আসল। তন্দ্রার মধ্যেই আমি স্বপ্নে এক লোককে দেখতে পেলাম। সে আমাকে বলছে, তুমি যদি মুমিন রমণীদের কাতারে শামিল হতে চাও তাহলে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে শায়েখের অনুসরণ কর এবং নিজ ধর্ম থেকে তওবা করে শায়েখের ধর্ম গ্রহন কর।

আমি ঃ (স্বপ্নের মধ্যেই ঐ লোককে বললাম) শায়েখের ধর্ম কি?

ব্যক্তি ঃ শায়েখের ধর্ম ইসলাম।

আমি ঃ ইসলাম কি জিনিস?

ব্যক্তি ঃ অন্তরে এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয় এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সত্য রাসূল ও নবী।

আমি ঃ আচ্ছা! তাহলে আমি শায়েখের দরবারে কিভাবে পৌঁছব?

ব্যক্তি ঃ চোখ বন্ধ করে তোমার হাত আমার হাতের উপর রাখ।

আমি ঃ বহুত আচ্ছা। একথা বলে দাড়িয়ে গেলাম এবং আমার হাত তার হাতে দিলাম।

ব্যক্তি ঃ আমার হাত ধরে কিছু দূর যাওয়ার পর বললেন, আচ্ছা চোখ খুল। চোখ খুলে নিজেকে দজলা নদীর (বাগদাদের একটা নদী) এর পাড়ে দেখতে পেলাম। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগলাম আর ভাবছিলাম, মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় চলে আসলাম।

এরপর লোকটি আপনার হুজরার দিকে ইশারা করে বলল, ঐটাই শায়েখের হুজরা। ওখানে চলে যাও। আর শায়েখকে বলবে যে, আপনার ভাই খিজির আপনাকে সালাম বলেছে। ঐ ব্যক্তির ইশারায় আমি এখানে পৌঁছে গেছি। আপনার খেদমতের জন্য আমি এসেছি। প্রথমে আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন।

www.eelm.weebly.com

শায়েখ তাকে মুসলমান বানিয়ে নিজ প্রতিবেশীর একটা হুজরায় থাকতে দিলেন এবং বললেন, এখানে ইবাদত বন্দেগী করতে থাক।

মেয়েটি ইবাদত বন্দেগী করতে থাকল। এক সময় ইবাদত বন্দেগীতে সে তার সমবয়সীদের ছাড়িয়ে গেল। সারাদিন রোজা রাখত আর সারারাত মনিবের সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত। পরিশ্রম করতে করতে শরীর দুর্বল হয়ে গেল। হাড় ও চামড়া ভিন্ন শরীরে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। এ অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুস্থতা এত বাড়ল যে, মৃত্যুর নকশা চোখে ভেসে উঠল। আখেরাত অভিমুখে মুসাফির এই রমণীর একটিমাত্র আরজুই বাকি ছিল। অর্থাৎ একবারের জন্য হলেও শায়েখকে দেখে চোখ শীতল করে নেয়া। কারণ ঐ হুজরায় অবস্থানের পর থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত শায়েখকে দেখার সুযোগ হয়নি। তার পক্ষ থেকেও না এবং শায়েখের পক্ষ থেকেও না। তাই এই পৃথিবীর আর মাত্র কয়েক মিনিটের মেহমানের শেষ আকুতি ছিল শায়েখকে এক নজর দেখা। যা হোক, শায়েখকে সে এ মর্মে বলে পাঠালো। মৃত্যুর পূর্বে এক মুহূর্তের জন্য হলেও আমার কাছে আসুন।

এ খবর শুনে শায়েখ সাথে সাথে তার কাছে পৌঁছে গেলেন। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত রমণী ভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে শায়েখকে এক নজর দেখতে চাচ্ছিল, কিন্তু নয়ন দিয়ে অঝোরে বয়ে যাওয়া অশ্রুধারা তাকে মন ভরে দেখার সুযোগ দিল না। অতি দুর্বলতার কারণে মুখে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার নির্বাক জবান একথা বলছিল, যেমন কবি বলেন,

دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر
سدا پھر دیدۂ تر کرتے رہنا اشک افشانی

শেষ মুহূর্তে নজর ভরে জালেম একটু দেখতে দে।
অশ্রু দিয়ে সারা জীবন নয়ন যুগোল ভিজতে দে।

www.eelm.weebly.com

পরিশেষে অনেক কষ্টে নিচু ও দুর্বল আওয়াজে ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে মেয়েটি বলল, আস্সালামু আলাইকুম।

শায়েখ ঃ (স্নেহমাখা সুরে) তুমি ভয় পেও না। ইনশাআল্লাহ অতি সত্বর জান্নাতে আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

মহিলা ঃ শায়েখের উপদেশমূলক কথা শুনে নীরব হয়ে গেল। এরপর এই নীরবতা দীর্ঘ হতে লাগল। নীরবতার এই প্রহর কেয়ামতের প্রত্যুষে কেবল ভঙ্গ হবে, তার আগে নয়।

তার মৃত্যুতে শায়েখের নয়ন অশ্রুসিক্ত। তবে এরপর শায়েখ মাত্র কয়েকদিন জীবিত ছিলেন। হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন, এর কিছুদিনের মধ্যে শায়েখের জীবনও ফুরিয়ে গেল। শায়েখের মৃত্যুর কিছুদিন পর স্বপ্নে দেখলাম, জান্নাতের এক প্রশস্ত ময়দানে শায়েখ অবস্থান করছেন। জান্নাতের ৭০ জন হুরের সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রথম ছিল ঐ বালিকা। এখন তাঁরা চিরকালের জন্য জান্নাতের মূল্যবান নিয়ামতে বসবাস করছেন।

ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

হযরত থানভী (রহ.) "আনফাসে ঈসা" নামক কিতাবের মধ্যে এ ঘটনা উল্লেখ করার পর বলেন, অবস্থা যখন এই, তাহলে কি কেউ একথা বলতে পারে যে, বর্তমানে যেই ভাল অবস্থায় রয়েছি তা আমার নিজস্ব ইচ্ছার বলে হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হল, কোন মানুষ যদি সৃষ্টিগতভাবে সুন্দর হয়, কিন্তু কোন কারণে নিজ চেহারার উপর কালি মেখে নেয়, তবে এতে তার প্রকৃত সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় না। তেমনিভাবে সৃষ্টিগতভাবে কেউ যদি বদসুরত হয়, তাহলে পাউডার লাগানোর কারণে সে সুশ্রী হয় না। অনেক মানুষের ঈমান পাউডারের মত যা পানি দিলে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং অনেক মানুষের কুফর কালি মাখার মত হয়। কালি সরে গেলে আসল সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। অর্থাৎ কুফর সরে গিয়ে ঈমান প্রকাশ পায়। তবে কুফর সরে যাওয়া না যাওয়া মানুষের ক্ষমতায় নয়। এ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ

www.eelm.weebly.com

পাকের জন্য। সুতরাং নিজের বুযুর্গির উপর গর্ব করা এবং অন্যকে ছোট মনে করার কোন অধিকার মানুষের নেই। (সমাপ্ত)

এ ঘটনা আব্বাজান (রহ.) থেকেও শুনেছি। তিনি এ ঘটনার প্রথমদিকে আরো কিছু বাড়তি অংশ এভাবে শুনিয়েছেন যে, ঐ জামানায় এক বুযুর্গ ছিলেন। বিশেষ অবস্থার শিকার হয়ে তিনি বলে উঠলেন,

قدمی علی رقبة کل ولی

আমার কদম প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর। ঐ উন্দলুসী বুযুর্গ একথা শুনে বলে উঠলেন, الا انا অর্থাৎ আমি বাদে অন্য বুযুর্গদের গর্দানে তার কদম। ঐ বুযুর্গ (আল্লাহ জানেন) তখন কোথায় ছিলেন। উন্দলুসীর এই উত্তর শুনে বললেন, যার গর্দানে আমার কদম নেই তার গর্দানে শুকরের কদম। তবে এই বাড়তি অংশ অধম এখনও কোন কিতাবে পাইনি। অবশ্য মাওলানা আলহাজ্ব আবুল হাসান আলী বলেছেন, এ ঘটনা কোন এক কিতাবে ঐভাবেই পেয়েছি যেভাবে আপনি স্বীয় আব্বাজান থেকে শুনেছেন। তবে কোন্ কিতাবে পেয়েছিলাম তা আমার এখন মনে নেই। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, এ ধরণের ঘটনা হযরত পীরানেপীর সম্পর্কেও বর্ণিত আছে।

ঐসব ঘটনা হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) ইমদাদুল মুশতাকের মধ্যে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার দুই ব্যক্তির মধ্যে তর্ক হল। একজন বলছে, হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) হযরত গাউসে আজম (রহ.) থেকে বেশি ফযিলত ওয়ালা ছিলেন। অন্যজন গাউসে পাককে শায়েখের তুলনায় বেশি ফযিলত ওয়ালা বলছিল। আমি বললাম, বুযুর্গদের একজনকে অন্য জনের তুলনায় বেশি ফযিলতওয়ালা বলা বা একজনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দেয়া আমাদের জন্য ঠিক নয়। যদিও আল্লাহ পাক বলেছেন, فضلنا بعضهم علی بعض আমি

www.eelm.weebly.com

একজনকে অন্য জনের তুলনায় বেশি ফযিলত দিয়েছি। এ আয়াত দ্বারা যদিও ফযিলতের মধ্যে তারতম্য বুঝা যায় কিন্তু তা বুঝার মত অন্তর্দৃষ্টি আমাদের নেই। সুতরাং শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন সিদ্ধান্ত দেয়া শোভা পায় না। অবশ্য মহব্বতের কারণে নিজের মুরশিদকে তাঁর সমপর্যায়ের বুযুর্গের উপর প্রাধান্য দেওয়া দোষণীয় নয়। কারণ চাচার তুলনায় বাবার ভালবাসা বেশি থাকাটা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে মানুষ ক্ষমার যোগ্য। গাউসে পাককে যিনি বেশি ফযিলতওয়ালা বলছিলেন, তিনি দলিল দিলেন, গাউসে পাক (রহঃ) যখন বললেন, قدمی علی رقاب اولیاء الله আমার কদম সমস্ত ওলী আল্লাহদের গর্দানে, তখন হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী বললেন, بل علی عینی বরং আমার চোখের উপর। এর দ্বারা গাউসে পাকের ফযিলত প্রমাণিত হয়। আমি বললাম এ দলিল দ্বারা তো গাউসে পাকের তুলনায় হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) এর ফযিলত বেশি বুঝা যায়। তুমি যেটা বলছ তা নয়। কারণ, এ দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত গাউস (রহ.) তখন খোদায়ী মর্তবায় অবস্থান করছিলেন। যেটাকে "উরুজ" (উপরে আরোহণ করা) বলা হয়। আর তখন হযরত শায়েখ মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) দাসত্বের মর্তবায় ছিলেন। যেটাকে "নুযুল" (নিচে অবতরণ করা) বলা হয়। আর এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, অহংকারের তুলনায় বিনয়ী হওয়ার মর্তবা বেশি। (ইমদাদুল মুশতাক)

শায়েখ উন্দলুসীওয়ালা ঘটনা, হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকের কথা। আর হযরত গাউসে আজম (রহ.) ইন্তেকাল করেন ৫৬১ হিজরীতে। অর্থাৎ এটা হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের কথা। এটা অধম এজন্য লিখলাম, যাতে পাঠক একটাকে অন্যটার সাথে মিলিয়ে না ফেলেন। উন্দলুসীওয়ালা ঘটনার ক্ষেত্রে একটা কথা খুব ভালভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। আপবীতীর মধ্যেও আব্বাজান (রহ.)এর এই ওসিয়ত লিখিয়েছি যে, আল্লাহওয়ালাদের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা

www.eelm.weebly.com

উচিত। কারণ কখনো তাঁদের ভুলও সঠিক হয়ে যায়। এ কথার ব্যাখ্যা অধম সেখানে হযরত আকদাস রায়পুরী (রহ.)এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছি। এজন্য ঐসব আকাবিরদের কথা, قدمی علی رقبة کل ولی (প্রত্যেক ওলীর গর্দানে আমার কদম) বা এ জাতীয় কথায় কোন প্রকার মন্তব্য করা ঠিক নয়। হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ (রহ.) এর অনেক বাণীর মধ্যে ঐ ধরণের কথা পাওয়া যায়। এর কিছু আওজাঝুল মাসালিকের ভূমিকায়ও উল্লেখ করেছি। তার মধ্যে হযরতের তাফহীমাত নামক কিতাব থেকে নিম্নের বাক্যগুলো বর্ণনা করেছি,

ومن نعم الله تعالى علی ولا فخران جعلنی ناطق هذه الدورة وحكيمها وقائد هذه الطبقه وزعيمها فنطق علی لسانی ونفث فی نفسی فان نطقت باذكار القوم واشغالهم بجوامعها الی اخر ما بسط فيه؛

"ফখর নয়, আল্লাহ পাকের নেয়ামত প্রকাশের জন্য বলছি, তিনি আমার উপর যে সমস্ত অনুগ্রহ করেছেন। তার মধ্য হতে একটা হল, তিনি আমাকে এ যুগের যুক্তিবাদী, বুদ্ধিমান ও দার্শনিক বানিয়েছেন। তিনি আমাকে জাতির দিশারী ও সর্দার বানিয়েছেন।"

এ জাতীয় কথা হযরত শাহ্ সাহেবের বাণীর মধ্যে প্রচুর পাওয়া যায়। হযরত পীরানেপীর ও অন্যান্য আকাবিরদের বাণীর মধ্যেও পাওয়া যায়। সুতরাং না জেনে না বুঝে এতে আপত্তি করা ঠিক নয়। এ সমস্ত জিনিস, ঐ সকল আকাবিরগণের ইজ্জত সম্মানের খাতিরে, বিশেষ মুহূর্তে কিছু সময়ের জন্য দান করা হয়। আরওয়াহে সালাসার মধ্যে হযরত নানুতবী (রহ.) এর সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, "খাজা আহমদ জাম" নামী একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন। তার দোয়া ব্যর্থ যেত না। জনৈকা মহিলা তার অন্ধ বাচ্চাকে ঐ বুযুর্গের দরবারে

www.eelm.weebly.com

নিয়ে এসে বলল, আপনার হাত তার চেহারার উপর বুলিয়ে দিন এবং তার চোখ ভাল করে দিন। ঐ বুযুর্গের উপর তখন গোলামিত্বের শান ও বিনয় অবস্থা প্রবল ছিল। ফলে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তিনি বললেন, আমি এই কাজের যোগ্য নই। মহিলা পীড়াপীড়ি করল, কিন্তু তিনি ঐ একই উত্তর দিলেন।

তিন চার বার এভাবে আবেদন ও প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর বুযুর্গ যখন দেখলেন যে, মহিলা কথা শুনছে না, তখন একথা বলতে বলতে স্থান ত্যাগ করলেন। এ কাজ তো হযরত ঈসা (আ.)এর জিম্মায় ছিল। তিনি অন্ধ ও কুষ্ট রোগীকে ভাল করতেন। আমি তো এই কাজের যোগ্য নই। কিছুদূর যাওয়ার পর বুযুর্গের কাছে এ মর্মে ইলহাম আসল, তুমি কে আর মূসা ও ঈসা কে? পিছন দিকে ফিরে যাও, ঐ মহিলার বাচ্চার চেহারায় হাত বুলিয়ে দাও। তুমি তাকে ভাল করতে পারবে না আর ঈসাও ভাল করতে পারবে না। ای کنیم (ভাল তাকে আমিই করব) এরপর ঐ বুযুর্গ পিছন দিকে ফিরে দৌড়াতে লাগলেন এবং ای کنیم - ای کنیم জপতে লাগলেন। বাচ্চার কাছে পৌঁছে তার চেহারায় হাত বুলিয়ে দিলেন। সাথে সাথে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত নানুতবী কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, আহাম্মক ও নির্বোধ লোকেরা তো মনে করে, ای کنیم তিনি নিজের থেকে বলেছেন। অথচ এটা তার কথা নয় বরং আল্লাহ পাকের কথা। কোন মানুষের মুখ থেকে যদি কেউ মন মাতানো কোন কবিতা শুনে, তখন সে ওটাকে বার বার জঁপতে থাকে। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্ পাকের মন মাতানো বাণীকে তাঁর প্রেমিকরা বারবার জঁপতে থাকেন ও তৃপ্তি পান।

হযরত থানভী (রহ.) এই ঘটনা বর্ণনা করার পর টীকার মধ্য লেখেন, হযরত নানুতবী (রহ.) বললেন, এটা আল্লাহ্ পাকের কথা।

www.eelm.weebly.com

হযরতের এ কথার প্রেক্ষিতে আমি বলব, মনসুর হাল্লাজ انا الحق (আমি খোদা) বলেছিলেন। তাঁর কথারও সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এটাই। অর্থাৎ কোন এক প্রসঙ্গে ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক মনসুর হাল্লাজকে انا الحق (আমি খোদা) বলেছিলেন। আর তিনি এটাকে বারবার জপছিলেন ও তৃপ্তি পাচ্ছিলেন। হযরত মাওলানা (রহ.) থেকে এ ঘটনা অধমও সরাসরি শুনেছি। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ঐ বুযুর্গের নাম শুনেছিলাম কিনা তা মনে নেই। আর ঐ বুযুর্গ প্রথমবার যখন মহিলার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন তখন খুব জোশের সাথে বললেন, "আমি কি ঈসা (আ.) যে অন্ধকে ভাল করে দিব? আর لى كنيم এর পরিবর্তে لا كنيم মনে পড়ে।

এ সমস্ত কথা বলার উদ্দেশ্য হল, নিজের ফিকিরে ব্যস্ত থাকা উচিত। অন্যের সমালোচনা বা দোষ অন্বেষণের পিছনে পড়া ঠিক নয়। বিশেষ করে আকাবিরদের দোষের পিছনে পড়া একদম অনুচিত। কারণ তাঁরা হলেন নির্ভরযোগ্য ও অনুসরণীয় দ্বীনদার আলেম। শরীয়ত পরিপন্থী জিনিসের মধ্যে তো কারোরই অনুসরণ করা যাবে না। তবে ঐসমস্ত আকাবিরদের থেকে এমন কোন কথা বা কাজ হয়ে গেলে তার জিম্মাদার তুমি নও।

কয়েক বৎসর যাবত চিঠি-পত্রের মাধ্যমে অধমের কাছে একটা বেহুদা প্রশ্ন বারবার করা হচ্ছে যে, ওমুক বুযুর্গ ওমুককে খেলাফত কেন দিলেন? এ জাতীয় বেহুদা প্রশ্নের উত্তর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দিয়ে থাকি, মুনকার নাকীর যদি তোমাকে প্রশ্ন করে যে, ওমুক বুযুর্গ ওমুক ব্যক্তিকে খেলাফত কেন দিলেন? তাহলে তুমি নির্বিঘ্নে বলে দিবে, আমার তা জানা নাই? আখেরাতের মোয়ামেলা বড় কঠিন। আর আত্মগরিমা এবং অন্যকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা তো অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার। যেমনটি উন্দলুসীওয়ালা ঘটনা দ্বারা

www.eelm.weebly.com

বুঝা গেল। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে ও দোস্তদেরকে হেফাজত করুন। এ সমস্ত রোগ থেকে বেঁচে থাকা অতীব জরুরী।

وما توفيقي الا بالله

(হযরত আকদাস মাওলানা শায়খুল হাদিস দা.বা.)
মুহাম্মদ যাকারিয়া উফিয়া আনহু
৩রা শওয়াল, ১৩৯১ হিজরী

অধ্যায় দুই

সুলূকের ক্ষতিকর বিষয়সমূহ ও মুরিদের আদব প্রসঙ্গে

সাধারণভাবে সর্বপ্রকার জাহেরী ও বাতেনী গোনাহ্ এবং মাখলুকের সাথে অন্তরের সম্পর্ক, মুরিদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তবে এখানে শুধু কয়েকটি জরুরী বিষয় উল্লেখ করছি। এগুলোর মধ্য হতে আবার যেগুলো মূল। যা দূর করতে পারলে অন্যগুলো সহজে দূর হয়ে যায়, তা বর্ণনা করা হবে। এ থেকে বেঁচে থাকা মুরিদের জন্য খুব জরুরী। নচেৎ সব মেহনত বরবাদ হয়ে যাবে।

যে সমস্ত বিষয় সূলূকের জন্য ক্ষতিকর ও প্রতিবন্ধক

(১) সুন্নতের বিরোধিতা করা। (সুন্নতের বিশদ বিবরণভিত্তিক একটি স্বতন্ত্র কিতাব "ইতায়াতে রাসূল (সা.)" নামে প্রকাশিত হয়েছে। এ কিতাব লিখেছেন হযরত শায়েখ যাকারিয়া (রহ.)এর খলিফা হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহ.) তা পড়া দরকার।

(২) রূপ ও সৌন্দর্যের ভালবাসা। অর্থাৎ দাড়ি গজায়নি এমন ছেলেদের দিকে তাকানো এবং মেয়েদের দিকে তাকানো। (আপবীতীর ছয় নম্বর খন্ডে "নজর কি এহ্তিয়াত" এবং "বদনজরী

www.eelm.weebly.com

কা ইলাজ" নামে স্বতন্ত্র কিতাবও লেখা হয়েছে। সেগুলো আমাদের পড়া দরকার।

(৩) তাড়াহুড়া করা। অর্থাৎ চেষ্টা মেহনতের ফলাফল দ্রুত কামনা করা।

(৪) কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়া। আর্থাৎ নিজের মধ্যে যে যোগ্যতা নেই তা প্রকাশ করা।

(৫) তাওহীদে মতলবে পরিপক্ক না হওয়া। সকল পীরের কাছে যাওয়া আসা করা।

(৬) ইচ্ছাধীন বিষয়ে সাহসিকতার সাথে আমল না করা। আর ইচ্ছাধীন নয়, এমন বিষয় লাভ করার ফিকিরে থাকা। যেমন, যিকির ও ইবাদত দ্বারা অন্তরে স্বাদ ও মজা এবং মনোযোগ ও আনন্দ পাওয়ার ইচ্ছা করা এবং অন্তর থেকে কুচিন্তা দূর করার চিন্তা করা ইত্যাদি। আর ইচ্ছাধীন নয়, এমন বিষয় দূর করার চেষ্টা করা। যেমন, অন্তর শক্ত হওয়া, কু'চিন্তা আসা, ওসওয়াসা, মন না লাগা, নকল ভালবাসা, যৌন চাহিদা, অন্তর নরম না হওয়া ইত্যাদি দূর করার চেষ্টা করা।

(৭) শায়েখের বিরোধিতা করা। অহংকারের কারণে এটা সৃষ্টি হয়। এটাকে এখানে বর্ণনা করতে চাচ্ছি। কারণ সুলূকের জন্য এটা খুব ভয়ংকর ও ক্ষতিকর জিনিস। আকাবিরগণের কাছেও শুনেছি, নিজেকে কিছু মনে করা সুলূকের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বিষয়। হযরত আকদাস শায়খুল হাদিস (দা.বা.) এ জাতীয় অনেক ঘটনা বিভিন্ন সময় শুনিয়েছেন। তাঁর বড় বড় ও মেহনতি খাদেম ও মুরিদদের মধ্যে অহংকারের আলামত অনুভব করলে খুব গুরুত্বের সাথে তাঁকে সতর্ক করতেন। একটা চিঠি এবং হযরতের পক্ষ থেকে তার উত্তর বর্ণনা করছি, যা অনেক পুরাতন যিকির শোগলকারী জনৈক মুরিদ লিখেছিলেন। হযরত তখন মদীনা পাকে অবস্থান করছিলেন।

www.eelm.weebly.com

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম, অধম.....এর পক্ষ থেকে। ইউ. পি. ইন্ডিয়া। ৮ই জানুয়ারী ১৯৭৬ ঈসায়ী। হে আমার মনিব! হে আমার শায়েখ! আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনি ভাল আছেন। আপনার এ গোলাম দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ। খুব দুর্বল হয়ে গেছি। আপনার কাছে বিশেষ মনোযোগ ও দোয়ার দরখাস্ত করছি। দুই ব্যক্তির মাধ্যমে আপনার লিখিত মুবারক সালাম ও দোয়া লাভে ধন্য হয়েছি। অধমও আপনার জন্য দোয়া করে থাকি। স্বপ্নযোগে আপনাকে খুব বেশি বেশি দেখতে পাই। গত এক মাস যাবৎ খুব বেশি বেশি দেখছি। এক দুই দিন পর পরও দেখে থাকি। বর্তমানে যা কিছু দেখলাম সংক্ষেপে তা লিখছি। যেমন -

১। একদিন দেখি, আমি ও ভাই মাওলানা তালহা সাহেব এক সাথে বসা আছি।

২। আরেক দিন দেখি, আমি আপনার দরবারে গেলে আপনি দাড়িয়ে মোয়ানাকা করে অভ্যর্থনা জানালেন এবং নিজের গালের সাথে অধমের গাল লাগালেন।

৩। আরেক দিন দেখি, আপনার দরবারে পৌঁছলাম। কামরার দরজা জালানা তখন বন্ধ ছিল। প্রত্যেক দরজার কাছে গিয়ে বললাম খুলে যাও। সাথে সাথে খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে হাসতে হাসতে বললাম; হযরত! এ কাজ আমি এজন্য করিনি যে, আপনি বলবেন, আরে! তুমি কি আমাকে স্বীয় কারামত দেখালে? এতে আপনি হেসে বারবার আমার মুখে চুমু খেলেন।

৪। একদিন দেখি, আপনার দরবারে পৌঁছলাম। তখন আপনি বলছেন, দুটি জিনিস জরুরী। মুরিদের পক্ষ থেকে ভালবাসা এবং পীরের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা। যা মন চায় তা যেন তিনি মুরিদকে নির্বিঘ্নে বলতে পারেন। তখন বললাম, হযরত! আমার পক্ষ

www.eelm.weebly.com

থেকে আপনি এই উভয় জিনিসই লাভ করতে পেরেছেন। একথা শুনে আপনি খুব খুশি হলেন।

৫। একবার দেখি, আপনার পা চাপার সময় অধমকে বলছেন, ঘুমাতে চাচ্ছি, একটু ঘুম এসে গেলে ভাল হত।

৬। আরেক দিন দেখি, দুই ব্যক্তি আপনার পক্ষ থেকে খেলাফতনামা নিয়ে এসেছে। একজনের চেহারা হযরত হাফেজ মকবুল সাহেবের মত। দ্বিতীয় জনের নাম লুতফে ইলাহী তাঁর চেহারা অসফে ইলাহীর মত। লুতফে ইলাহী সাহেব অনেকগুলো লাল সবুজ রঙ্গের টাকার বান্ডিল দিলেন, যার উপরের দিকে হাজার টাকার নোট ছিল। অন্যগুলো আরো বেশি টাকার নোট ছিল।

আপনার ইহসানের শোকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। আপনি এমন রত্ন দান করেছেন যার মোকাবেলায় সাত মহাদেশের বাদশাহী পায়খানাতুল্য। আপনার ইহসান প্রকাশের জন্য লিখছি, অধমের আমল একেবারে নগণ্য। তবে আল্লাহর ফজলে আপনার ওছীলায় আত্মাজগতের উন্নতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধম আপনার দরবারের কুকুর। আপনার মনোযোগ ও দোয়ার আবেদন করছি। মুচির জন্য বাদশাহী লাভ করা এতটা আশ্চর্যের নয় যতটা আশ্চর্যের জিনিস এ নালায়েক, নির্বোধ, অক্ষম, কমজোর ও পাপীর জন্য সীমাহীন আত্মিক উন্নতি লাভ করা। প্রতিদিন আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ ভোগ করি অথচ বদ আমল বেশি। ইতি- ওয়াসসালাম।

হযরত শায়খুল হাদিস (দা.বা.) এর পক্ষ থেকে উত্তর

মুকাররম ও মুহ্তারাম জনাব..... মুদ্দাফুয়ূজুকুম, সালামে মাসনূনের পর কথা হল, অধমকে বেশি বেশি স্বপ্নে দেখা আপনার মহব্বতের আলামত। আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহে আপনার এ

www.eelm.weebly.com

মহব্বতকে উভয়ের দ্বীনি উন্নতির মাধ্যম বানান। আগেও অনেকবার লিখেছি, স্বপ্নের ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দেয়া ঠিক নয়। ভাল স্বপ্ন দেখলে আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করতে হয়। আর খারাপ স্বপ্ন দেখলে আউযুবিল্লাহ পড়ে বাম দিকে থুথু ফেলতে হয়। স্বপ্ন তিন ধরণের হয়। (১) মালাকী। এটা শুকরিয়ার যোগ্য। (২) শয়তানী। মানুষকে পেরেশান করার জন্য ঐ কমবখত্ যেসব স্বপ্ন দেখায়। (৩) আখলাতী। অম্ল, পিত্ত ইত্যাদির মিশ্রণে মানুষ যে সমস্ত স্বপ্ন দেখে।

সব দরজা বন্ধ ছিল, আপনি যাওয়ার কারণে তা খুলে গেল এটা খুব ভাল স্বপ্ন নয়। এ জাতীয় স্বপ্ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অহংকার পয়দা করার জন্য শয়তানের পক্ষ থেকে দেখানো হয়। আপনার তৃতীয় স্বপ্ন, মুরিদের পক্ষ থেকে মুহব্বত এবং পীরের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা। এটা সুলূকের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এজন্য ঐসমস্ত লোক কম উপকৃত হয় যাদেরকে সতর্ক করতে শায়েখ ইতস্তত করেন। দুই ব্যক্তি খেলাফতনামা নিয়ে আসল। এই স্বপ্ন উন্নতির পথে বাঁধা। এ ধরণের স্বপ্ন দ্বারা অহংকার পয়দা হয়। স্বপ্নে খেলাফত পাওয়ার কোন ভিত্তি নাই।

আপবীতীর মধ্যে সম্ভবত এ জাতীয় বিষয় অনেক জায়গায় লিখিয়েছি যে, খেলাফত হল সনদ ও শিক্ষাজীবন শেষ করার আলামতের মত। অনেকে খেলাফত পায় না অথচ নিসবত ও মারেফাত হাসিল করেন। অধম স্বীয় আকাবিরদের মধ্যে এই দৃশ্য অনেক দেখেছি। আবার অনেক সময় এমন ব্যক্তিও খেলাফত পান যার বাতেনী শিক্ষা-দীক্ষা এখনও পূর্ণতা লাভ করেনি। তখন এই নিয়্যত করা হয় যে, সে স্বীয় মুরিদদের শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে তাঁর নিজেরও শিক্ষা-দীক্ষা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ দৃশ্য স্বীয় আকাবিরদের মধ্যে অনেক দেখেছি। অনেক মানুষ এমন আছেন যারা অনেক বড় আল্লামা হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে দুর্বল থাকেন। আবার

www.eelm.weebly.com

অনেক যুবক যারা শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে চৌকস থাকে। এ জাতীয় আলোচনা আপবিতীর মধ্যে আসতেই থাকে। কিছুদিন যাবৎ দোস্তরা এ মর্মে আবেদন ও পীড়াপীড়ি করছে যে, তাঁরা সুলূক সম্বলিত বিষয়গুলো আপবিতী থেকে নিয়ে স্বতন্ত্র কিতাবাকারে প্রকাশ করবে। অধম এর অনুমতি দিয়েছি। তবে খেলাফত পাওয়ার একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক ধাপ হল নিজেকে যোগ্য মনে করার অবস্থা। হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.) অনেক জোশ ও রাগের সাথে অধমকে বলেছিলেন, "নিজেকে কে যোগ্য মনে করে? যে নিজেকে যোগ্য মনে করে সেই অযোগ্য"। সম্ভবত আপবিতীর মধ্যে এ কথাও লিখিয়েছি যে, মরহুম মৌলবী আব্দুর রহমান নামে অধমের এক দোস্ত ছিল। যার আত্মিক হালত খুব উন্নত ও ভাল ছিল। তাঁর প্রতিটি চিঠির উত্তরে ভাবতাম এবং আশা করতাম হযরত শায়েখ খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) হয়তো এইবার তাঁকে খেলাফত দান করবেন। কিন্তু একবার তিনি এমন এক চিঠি লিখলেন, যার মধ্যে তিনি নিজের অনেক আত্মিক ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। হযরত শায়েখ অধমের দ্বারা ঐ চিঠির উত্তর এভাবে লিখালেন যে, আপনি ফরজ ও সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ ব্যতীত অন্য সব আমল বর্জন করুন। এ উত্তর লিখতে অধম তাজ্জব হয়ে চিন্তিত হয়ে গেলাম।

মোটকথা, নিজেকে খেলাফত লাভের যোগ্য মনে করা সুলূকের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। খেলাফতের ব্যাপারটা মাশায়েখদের ইচ্ছাধীন নয়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। মাশায়েখরা অনেককে খেলাফত দিতে চান কিন্তু পারেন না। এটাও এক আশ্চর্য ধরণের বিষয়। অনেকবার এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পেরেছি। যা হোক কাজ করতে থাকুন আল্লাহ পাক আপনাকে অটলতা ও উন্নতি দান করুন। খেলাফত লাভের যোগ্য মনে করার

www.eelm.weebly.com

চিন্তা থেকেও বিরত থাকুন। অধমের শায়েখ হযরত সাহারানপুরী (রহ.)এর মুরিদদের মধ্য হতে একজনের হালত খুব উন্নত ছিল। হঠাৎ অন্য এক বুযুর্গ তাঁকে খেলাফত দিলেন। এতে হযরত খুব দুঃখিত হলেন। কারণ তার উন্নতির রাস্তা বন্ধ করে দিলেন। স্বয়ং অধমের সাথেও এ ঘটনা ঘটেছে। আমার দোস্তদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি খুব ভাল চলছিল। অন্য এক দোস্ত তাঁকে একথা বলে খেলাফত দিয়ে দিল যে, শায়েখ এখনও তোমাকে খেলাফত দেন নি? আচ্ছা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তিনি তার উন্নতির রাস্তা এমনভাবে বন্ধ করে দিলেন যে, যেখান থেকে সে ছিটকে পড়েছিল সেখানে পৌঁছতে তার বিশ বৎসর লেগেছে। আল্লাহ পাক দোস্তদেরকে শয়তানী চাল থেকে হেফাজত করুন। অধম নিজে গোমরাহ, অন্যকে পথের সন্ধান সে কিভাবে দেবে? অধম কি রত্ন দান করতে পারব? যা আছে তা সব আল্লাহর দান এবং আকাবিরদের সিলসিলার বরকত। নিজের আযোগ্যতার অনুভূতি যত বাড়তে থাকবে, তত তা উপকারী হবে। আর নিজের যোগ্যতার অনুভূতি যখন শুরু হবে, আত্মিক রোগের সূচনা তখন আরম্ভ হবে ঐটাই ভয়ের জায়গা। ইতি, ওয়াসসালাম (শায়খুল হাদিস) লেখক, হাবীবুল্লাহ্।

সংকলকের পক্ষ থেকে হযরত শায়খুল হাদিস (দা.বা.)-র উত্তর প্রসঙ্গে

অনেক যিকিরকারী স্বীয় বুযুর্গির ধোকায় পড়ে যায়। তার কারণ সাধারণত এই হয় যে, যখন তার কিছুদিন নিয়মিত যিকির শোগল করা ও নির্জনবাসে থাকার সুযোগ পেয়ে জাহেরী গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক হয় এবং তার থেকে তখন গোনাহ ও কুস্বভাবসমূহ প্রকাশ পায় না। ফলে সে স্বীয় কলবের মধ্যে স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতা অনুভব করে। এরপর নিজ শায়েখের সাথে মহব্বত হয়ে যাওয়া, বিনয় ভাব সৃষ্টি হওয়া, নিজের প্রতি শায়েখের মনোযোগ

www.eelm.weebly.com

বেশি দেখতে পাওয়া এবং স্বীয় কলবের উপর শায়েখের কলবী প্রভাবের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া ইত্যাদির কারণে সে নিজের মধ্যে নিসবতে ইয়াদদাশতের অবস্থা দেখতে পায়। (দ্বীনের প্রতি আগ্রহ, নেক কাজের আশা ও নূর অনুভব করা।) যেমন আল্লাহ পাকের একত্ববাদ, দুনিয়া ত্যাগের প্রতি আকর্ষণ, আল্লাহর প্রতি ভরসা ইত্যাদি সে অনুভব করে। এটাকে সে নিজের গুণ, হাল ও মাকাম মনে করতে থাকে। তাসাওউফের কিছু কিতাব পড়ে থাকলে উল্লেখিত হালতের কারণে খেলাফত পাওয়া যায় বলে সে জানে, ফলে সে নিজেকে খেলাফত পাওয়ার যোগ্য মনে করে গর্বের মধ্যে পড়ে যায়। তখন শয়তানও তাকে গোমরাহ করার ক্ষেত্রে কামিয়াব হয়। অথচ ঐসব অবস্থা এখনও তার জন্য আলোর ঝলকের মত হয় যা আসল অবস্থার প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

শায়েখের নিসবত ও কলবী মনোযোগ যদি তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত এবং তার কলব পরিপক্ক হত, তাহলে আল্লাহ পাকের প্রকৃত ধ্যান খেয়াল সে লাভ করতে পারত। তখন নিজের গোনাহ ও পাপের কারণে লজ্জায় সে পানি পানি হত। নিজেকে সীমাহীন অপদার্থ ও নিকৃষ্ট মনে করত। এমতাবস্থায় খেলাফতলাভ ও নিজ বুযুর্গির কথা কল্পনায়ও আসত না। বরং শায়েখের মজলিস থেকে বহিস্কৃত হওয়ার যোগ্য মনে করত। এহেন মুহূর্তে আল্লাহ পাক স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে স্বীয় নূরের দৃষ্টি যদি বান্দার কলবের উপর দিতেন। তাহলে ঐ নূর বান্দার উপর ছেয়ে যেত। কোন সময়ের জন্যও তা বান্দা থেকে পৃথক হত না। এই অবস্থায় সর্বদা যিকির ও সার্বক্ষণিকের জন্য আল্লাহর ধ্যান খেয়াল অন্তরে পয়দা হওয়া এবং প্রতিটি কাজ ও উঠা বসায় ইখলাসের সাথে শরীয়তের পাবন্দী করা তার জন্য সহজ হত। এটাই হল কবুলিয়াতের আলামত।

www.eelm.weebly.com

এর পূর্বে ইয়াদ্দাশত গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন কাচা লোহা যদি চুম্বকের কাছে রাখা হয় তাহলে লোহার মধ্যেও চুম্বকের প্রভাব এসে যায়। কিন্তু চুম্বক থেকে তা দূরে সরিয়ে নিলে প্রভাবও শেষ হয়ে যায়। হ্যাঁ! প্রথমে যদি কাচা লোহাকে ইস্পাত বানিয়ে নেয়া হয়, বিশেষ নিয়মে তাকে চুম্বকের সাথে ঘর্ষণ দেয়া হয়, তাহলে তার মধ্যে চুম্বকের যে প্রভাব হবে, তা আর কখনও দূর হবে না। আতর বিক্রেতার কাছে যারা বসে তাদের অবস্থাও এমনই। তার কাছে আতরের ঘ্রাণ অনুভব হয়। অনেকে ভুল করে এটাকে নিজস্ব খোশবু মনে করে। অথচ ওখান থেকে চলে গেলে খোশবু চলে যায়। হ্যাঁ, যদি কেউ সেখানে অনেক দিন বসে থাকে, তাহলে তার কাপড়ে খোশবু মিশে যায়। অথবা আতর বিক্রেতা যদি দয়া করে একটু আতর তার শরীরে লাগিয়ে দেয়। এই উভয় সুরতে তার খোশবু স্থায়ী হয়ে যায়। (টীকা সমাপ্ত)

পত্রে হযরত যেমনটি বলেছেন, যিকিরকারীর জন্য নিজের বুযুর্গির ধ্যান খেয়াল মারাত্মক ক্ষতিকর ও উন্নতির জন্য বাঁধা। কারণ এটা গর্ব ও অহংকারের লক্ষণ। কেউ যদি এর চিকিৎসা চায়, তাহলে এটা খুব সহজ। সামান্য মনোযোগ দ্বারা অহংকারের মত বিষয়কে ঔষধ বানানো যায়। তা এভাবে, অহংকারের জঘন্যতা ও পরিণাম সম্পর্কে কিছুক্ষণ চিন্তা করা আমার মধ্যে তো এই অহংকারের ব্যাধি বড় বড় দুনিয়াদার অহংকারী ও দাম্ভিকদের চেয়েও বেশি। কারণ দুনিয়াদারদের অহংকার বাদশাহী চায়। কিন্তু আমার যে বুযুর্গি ও অহংকার তার কোন শেষ সীমা নেই। সুতরাং আমার অবস্থা তো খুব নাজুক। অনেক বড় বাতেনী পাপের মধ্যে আমি ডুবে আছি। আমার অপরাধ তো মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারীর চেয়েও বেশি। যার অনু পরিমাণও জান্নাতে প্রবেশের জন্য বাঁধা। এটাতো প্রায় কুফরের সমপর্যায়ের। এর কারণে ঈমানী মউত নসীব না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং বুযুর্গির চিন্তা কিভাবে হয়?

www.eelm.weebly.com

এ বিষয়টি নিয়ে বারবার চিন্তা করতে হবে। তাহলে নিজে হেয় হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হবে, বিনয় পয়দা হবে এবং শয়তানী চিন্তা দূর হবে। এরপর ইন্শাআল্লাহ আসল বাতেনী উন্নতি লাভ হবে। যার আলামত হল, বিনয় ও অযোগ্যতার মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকা। তবে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। এ ধরণের লোকদের অহংকারী হওয়া ছাড়া নির্বোধও মনে করা দরকার। কারণ দুনিয়াদাররা যে সমস্ত জিনিস নিয়ে অহংকার করে তা চোখে দেখা যায়। কিন্তু বুযুর্গির অনুভূতি অসম্ভব। কারণ আমল ভাল হওয়া নির্ভর করে তা কবুল হওয়ার উপর। আর এ ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান কারো নাই।

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এর বাণী

সম্ভবত আপবিতীর মধ্যে কোথাও এ ঘটনা লিখিয়েছি যে, একদিন দুপুরে খানা খাওয়ার পর কুতুবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) ঘর থেকে খানকায় আসলেন। খানকায় এসে উচ্চস্বরে বললেন, তোমরা এখানে কে আছো? তখন আব্বাজান (রহ.) বললেন, হযরত! ইয়াহইয়া ও ইলিয়াস আছি (অর্থাৎ তাবলীগের বাণী আমার চাচাজান হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.) হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) তখন উঁচু আওয়াজে বললেন, খুব লক্ষ্য করে শুন! "আল্লাহর নাম যত উদাসীনতার সাথেই নেয়া হোক না কেন তাতে উপকার না হয়ে পারে না"।

আমি আকাবিরদেরকে সুলূকের ক্ষেত্রে একটা জিনিস খুব গুরুত্ব দিতে দেখেছি। শায়েখের মহব্বত ইশকের চেয়ে শক্তিশালী করার ব্যাপারে অধম স্ট্রাইক নামক কিতাবের শুরুতে হযরত হাকিমুল উম্মত থানভী (রহ.)এর বরাত দিয়ে লিখিয়েছি যে, হযরত থানভী (রহ.) হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)এর খলিফা হযরত মাওলানা আলহাজ্ব সিদ্দীক আহমদ সাহেব আম্বাহটবীর থেকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের

www.eelm.weebly.com

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)এর সিলসিলায় ভালবাসা ও তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ উপকারী হয়, শুধু সুলুকের পথে নয়। (আন্নূর পৃ.১১ রবিউসসানী সংখ্যা ১৩৪৬ হিজরী)

মুরিদের প্রতি শায়েখের অন্তরের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, শায়েখের সাথে মুরিদের মহব্বত ও তাঁর সাথে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। শায়েখের ভালবাসা ও মুহব্বত মুরিদের যত বেশি হবে শায়েখের আকর্ষণও তত বেশি পয়দা হবে।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)এর পিকদান পান করা

আমার আকাবিরদের বিভিন্ন জাহেরী ও বাতেনী হালত নিজেও দেখেছি এবং তাঁদের জীবনীগ্রন্থেও অনেক ঘটনা পড়েছি। যেগুলো কিতাবে পড়েছি তা আবার অনেক সময় স্বচক্ষেও দেখেছি। আপন শায়েখের প্রতি তাঁদের ভালবাসা ইশকের চেয়েও বেশি ছিল তার প্রমাণ অনেক আছে। তা থেকে একটা ছোট্ট ঘটনা হল, হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) পান খেতেন না। তবে তার পাশে পিকদানী রাখা থাকতো। থুথু ও কাশির সময় কফ বা শ্লেষ্মা যা কিছু বের হত তা তিনি সে পিকদানে ফেলতেন, এগুলো শুকিয়েও যেত। একবার হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) চুপে চুপে পিকদানী বাহিরে নিয়ে এসে ধৌত করে তা পান করে ফেললেন।

আপন শায়েখের প্রতি হযরত রায়পুরী (রহ.)এর মহব্বত

আলী মিয়া, দ্বিতীয় রায়পুরী হযরত আব্দুল কাদের (রহ.)এর জীবনীগ্রন্থের ৬৮ পৃষ্ঠায় লেখেন, তাঁর শায়েখের প্রতি হযরতের এমন প্রেম ও ইশ্‌ক ছিল, যা নিসবত ও সুলূক এবং বাতেনী উন্নতির ক্ষেত্রে হাজারো যিকির আযকার ও চেষ্টা মেহনত থেকে বেশি কার্যকরী ছিল। কবির ভাষায়,

انبساطِ عید دیدن روئے تو عید گاہے ماغریباں کوئے تو

www.eelm.weebly.com

আপনার চেহারা দেখা আমাদের জন্য ঈদ তুল্য।
আপনার দরবার আমাদের জন্য ঈদগাহ্ তুল্য।

যিকির করা ছাড়াও তিনি স্বীয় শায়েখের খেদমতে থাকতেন। একবার তিনি বলেন, শায়েখকে শুইয়ে দিয়ে তাঁর শরীর চেপে দিতাম। অনেক্ষণ পর তিনি বলতেন, ঠিক আছে মৌলবী সাহেব এখন আরাম করুন। আমি দরজা বন্ধ করে নিজ জায়গায় আসতাম। তখন মনে হত, শায়েখের চেহারার উপর মশা-মাছি বসে হযরতকে কষ্ট দিচ্ছে কিনা। আস্তে আস্তে তাঁর কামরায় চলে যেতাম। জোহরের ওয়াক্ত পর্যন্ত এভাবে আসা যাওয়া করতে থাকতাম। তিনি বলেন, হযরতের খেদমতে কখনো অজু ছাড়া হাজির হতাম না। আর সবসময় ওজুর সাথে থাকতাম। হযরত সবসময় স্নেহ ভালবাসা দান করতেন, ফলে অনেক সময় আমি হাত জোড় করে বলতাম, হযরত! আমি তো আত্মার চিকিৎসা করাতে এসেছি। কিন্তু হযরতের স্নেহ দেখে মনে হয় আমাকে এর অযোগ্য মনে করা হচ্ছে। আমাকে অকেজো মনে করে এ ধরণের স্নেহ করা হচ্ছে। হযরত এর উত্তরে বলতেন, না মৌলবী সাহেব! তোমার ব্যাপারে আমি বে-খবর নই। অনেক সময় এমনও হত যে, কোন অপরাধ ছাড়া ধমক লাগিয়ে দিয়ে লক্ষ্য করতেন, আমার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় কিনা। কিন্তু আল-হামদুলিল্লাহ এর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত না। (সাওয়ানেহে হযরত রায়পুরী (রহ.) পৃ. ৬৮)

হাজী সাহেবের খেদমতে হযরত ইমামে রব্বানীর অবস্থান ও পরীক্ষা

তাযকিরাতুর রশীদে হযরত ইমামে রব্বানী (রহ.)এর সুলূকের প্রাথমিক অবস্থার একটা ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত অধম এ ঘটনা কোথাও লিখিয়েছি। হযরত ইমামে রব্বানী (নাও.)

www.eelm.weebly.com

বলেন, থানা ভবনে অবস্থানকালে খানা-পিনার বোঝা হযরত হাজী সাহেবের উপর চাপানো আমার কাছে ভাল মনে হচ্ছিল না, কিন্তু অন্য কোথাও ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয়ে উঠল না, তাই বিদায় চাইলাম। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। হযরত বললেন, আরো কিছুদিন থাক। চুপ হয়ে গিয়ে থাকার ইচ্ছা করলাম বটে, কিন্তু চিন্তা করলাম, খাবারের ব্যবস্থা অন্য কোথাও করা উচিত। কিছুক্ষণ পর আলা হযরত বাড়ি যাচ্ছিলেন। আমার ওসওয়াসা সম্পর্কে অবগত হয়ে বললেন "মিয়া রশীদ আহমদ" খাবারের চিন্তা করো না, আমার সাথেই খেও। আলা হযরতের বাড়ি থেকে দুপুরের খাবার এলো। এক পেয়ালায় ছিল সুস্বাদু কোপ্তা, অপর পেয়ালায় ছিল সাধারণ ছালুন। তিনি আমাকে দস্তরখানে বসালেন। তবে কোপ্তার পেয়ালা আমার থেকে দূরে রাখলেন। ইতোমধ্যে হযরত হাফেজ যামেন সাহেব আগমন করলেন। কোপ্তার পেয়ালা আমার থেকে দূরে দেখে বললেন, ভাই সাহেব রশীদ আহমদের এতদূরে হাত বাড়াতে কষ্ট হয়, পেয়ালাটা তাঁর কাছে রাখেন না কেন? হযরত সাথে সাথে উত্তর দিলেন, আমার সাথে খাওয়াচ্ছি এটাই তো বেশি। মনতো চাচ্ছিল, মুচি মেথরের মত হাতের উপর রুটি রেখে দূরে সরিয়ে দেই। একথা বলে আলা হযরত আমার চেহারার দিকে তাকালেন, কোন পরিবর্তন এল কিনা, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! আমার অন্তরে এর কোন প্রভাব পড়ল না। আমি মনে করছিলাম, হযরত যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এ দরবার থেকে শুকনো রুটি পাওয়াও বড় নেয়ামত। যেভাবেই পাওয়া যাক তা বড় ভাগ্য। এরপর হযরত আর কখনো পরীক্ষা করেননি। এজন্য তো কোন কিছু হাসিল করতে পারিনি।

হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেন, হাফেজ যামেন সাহেব (রহ.) আপন মুরশিদ, হযরত মিয়াজী (রহ.)এর সাথে হযরতের জুতা বগলে করে ও থলে কাধে ঝুলিয়ে ঝানঝানা যেতেন। অন্যদিকে

www.eelm.weebly.com

হাফেজ সাহেবের ছেলের শ্বশুরবাড়ীও ছিল ঐ দিকে। তাই লোকেরা বলল, হযরত! এই অবস্থায় ঐ দিকে যাওয়া ঠিক না, আপনাকে ছোট মনে করে আত্মীয়তা ভেঙ্গে দিতে পারে। হাফেজ সাহেব (রহ.) উত্তর দিলেন, আরে! আত্মীয়তা। আত্মীয়তা রক্ষা করতে গিয়ে কি আমার সৌভাগ্য ছেড়ে দিব? (আরওয়াহে সালাসা)

মৌলবী আহমদ হাসান সাহেব (রহ.)এর ঘটনা

হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেন, মৌলবী আহমদ হাসান কানপুরী (রহ.) যখন হাজী সাহেব (রহ.) এর খেদমতে পৌঁছলেন, তখন মুনশী মুহাম্মদ জান (রহ.) বললেন, হযরতের জুতা বাহিরে রাখা থাকত, একদিন মৌলবী সাহেবকে দেখলাম তিনি তা মাথায় নিয়ে অঝোরে কাঁন্না করছিলেন।

কান্নাকাটি করা ছাড়া উপায় নাই

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) একদা বলেন, ঐ বে-পরোয়া মনিব আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা ছাড়া কামিয়াবীর অন্য কোন রাস্তা নেই। হযরত শায়খুল হাদিস সাহেব বলেন, নিয়ম হল যেখানে যে জিনিস পাওয়া যায় না, সেখানে তার মূল্য বেশি হয়। যেহেতু অক্ষমতা, নিঃস্বতা, মুখাপেক্ষীতা আল্লাহর দরবারে নাই। এজন্য তাঁর দরবারে এগুলোর মূল্য অনেক বেশী।

শায়েখের নারাজী ও মনঃকষ্ট

সুলূকের উন্নতির জন্য শায়েখের সাথে মহব্বত রাখা যেমন জরুরী, তেমনিভাবে শায়েখের অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকাও জরুরী। আশরাফুস সাওয়ানেহে লিখেছেন, বিশেষ করে, শায়েখের কাছে মুরিদ হওয়া ও ইসলাহী সম্পর্ক গড়ার পর বেয়াদবী করা মারাত্মক বিপদের কারণ। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.) এও বলতেন, কোন কোন

www.eelm.weebly.com

দিকে লক্ষ্য করে, গোনাহ এতটা ক্ষতিকর হয় না, শায়েখের সাথে বেয়াদবী করায় যতটা ক্ষতি হয়। কারণ নাফরমানীর সম্পর্ক আল্লাহর সাথে, আর তিনি প্রভাব প্রতিক্রিয়া কবুল করা থেকে মুক্ত। তাই তওবা করার দ্বারা মাফ হয়ে যায় এবং পূর্বের ন্যায় সম্পর্ক গড়ে উঠে। পক্ষান্তরে বেয়াদবীর সম্পর্ক শায়েখের সাথে। আর তিনি মানুষ, তাই মুরিদের বেয়াদবীর কারণে তার অন্তরে কষ্ট এসে যায়। ফলে ফায়েজের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। তখন হযরত বললেন, হযরত হাজী সাহেব (রহ.)এর খুব সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তিনি বলেন, ছাদের নালায় যদি মাটি রেখে দেয়া হয়, এরপর বৃষ্টি শুরু হয়, তাহলে আকাশ থেকে ছাদের উপর তো খুব সুন্দর স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পানি পড়বে, কিন্তু ঐ নালায় মাটি থাকায় নিচে ময়লা পানি পড়বে। তেমনিভাবে উর্ধ্বজগত থেকে যে ফায়েজ ও নূর শায়েখের কলবে নাযিল হয়, তা মুরিদের দিলে আসতে থাকে। যে মুরিদ তার পীরকে কষ্ট দিয়েছে, পীরের কলব থেকে তার কলবে ঐ ফায়েজ ও নূর ময়লা অবস্থায় পৌঁছবে। এতে ঐ মুরিদের কলব, আলোকিত হওয়ার পরিবর্তে অন্ধকার হয়ে যাবে। (সমাপ্ত)

হযরতওয়ালা এটাও বলতেন, আপন শায়েখের সাথে বেয়াদবী করলে মুরিদের এই বিপদ আসে যে, পৃথিবীতে সে কখনও অন্তরের শান্তি লাভ করতে পারে না। সারাজীবন তার পেরেশানীর মধ্যে কেটে যায়। তবে শায়েখের মনে কষ্ট দেয়ার সব বিষয়গুলো গোনাহের বিষয় না হলেও এবং জাহেরীভাবে তাতে ধর্মীয় ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলেও পীরের মনঃকষ্টের কারণে অনেক সময় তা ধর্মীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। তা এভাবে যে, শায়েখের মনঃকষ্টের কারণে মুরিদের অন্তরে সংকোচন ভাব সৃষ্টি হয়। তাই প্রফুল্লতা না থাকার কারণে আমলের মধ্যে দুর্বলতা এসে যায়। আর আমলের মধ্যে দূর্বলতা আসার কারণে ধর্মীয় ক্ষতি ও পরকালীন মুসিবতের

www.eelm.weebly.com

সম্মুখীন হতে হয়। কেউ যদি নিজের মধ্যে প্রফুল্লভাব না থাকা সত্ত্বেও হিম্মত করে আমল চালিয়ে যায়, তাহলে ধর্মীয় ক্ষতি হবে না ঠিক, তবে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে। কারণ মনের প্রফুল্লতা মূলতঃ আমলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তাই আকর্ষণ না থাকলে আমল করা অধিকাংশের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। (সমাপ্ত)

এ প্রসঙ্গে হযরত আরো বলেন, যদিও আমি নিজে কিছু নই। তবে কেউ যদি অন্যকে নিজের ভক্ত বানিয়ে নেয়ার পর কোন কারণ ছাড়া তার সাথে ভক্তি পরিপন্থী কাজ করে, তাহলে ক্ষতি তেমন হবে, কামেল ও মকবুল বান্দাদের দিলে কষ্ট দিলে যেমনটি হয়। (আশরাফুস সাওয়ানেহ্ খন্ড ২য় পৃ. ৬৫)

আপবিতীর ৪র্থ খণ্ডে ৪১ পৃষ্ঠায় আব্বাজান (রহ.)এর একটা কাশফী পয়গাম উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহওয়ালাদের ব্যাপারে সবসময় সতর্ক ও ভীত থাকা উচিত। কারণ কখনো তাঁদের উল্টা ও ভুল বিষয়ও ঠিক হয়ে যায়। এ কথার অর্থ আমার বুঝে আসছিল না। হযরত আকদাস মাওলানা আলহাজ্ব আব্দুল কাদের সাহেব (রহ.)এর কাছে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এটা তো সত্য যে, উল্টা কাজ উল্টা হয়, তবে ওলীগণের দিল যদি কারো ব্যাপারে অপরিচ্ছন্ন হয়, তাহলে তাঁদের পবিত্র দিলের অপরিচ্ছন্নতা কার্যকরী না হয়ে পারে না। এর কারণে সে কোন গোনাহের মধ্যে ফেঁসে যায়। একথা অধমের খুব বুঝে আসল এবং এর দৃষ্টান্তও অনেক দেখেছি। এজন্য হাদিসে পাকের সবকে ছাত্রদের আমি সর্বদা এ ব্যাপারে খুব সতর্ক করতে থাকতাম যে, আল্লাহওয়ালাদের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে। তোমাদের ব্যাপারে তাঁদের দিল যেন অপরিচ্ছন্ন হতে না পারে। এটা হল সব আল্লাহওয়ালাদের ব্যাপারে। আর যার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রয়েছে তাঁর ব্যাপারে এর চেয়ে বহুগুণে বেশি সতর্ক

www.eelm.weebly.com

থাকা দরকার। যেমন, পূর্বে হযরত হাকিমুল উম্মতের বাণীর মধ্যে এ বিষয়ের আলোচনা এসেছে। এ ব্যাপারে অধমের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও অনেক। আল্লাহ পাক অধমকেও বুযুর্গগণের অসন্তুষ্টি থেকে হেফাজত করুন। (আমিন!)

সংকলকের পক্ষ থেকে বর্ধিত সুলূকের ক্ষতিকর হওয়া বিষয়সমূহ

পীরমুরিদীর জন্য শায়খের আনুগত্য হওয়া জরুরী

এক বুযুর্গের চিঠির উত্তরে হযরত শায়খুল হাদিস (রহ.) বলেন, আপনি যে তরীকতের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, তা হল নিয়মিত যিকির করা এবং শায়েখের সাথে মুখাপেক্ষীসুলভ ভালবাসা রাখা। অর্থাৎ এমন ভালবাসা, যার দ্বারা মুরিদের কলবে শায়েখের প্রতি মুখাপেক্ষীতার ভাব সৃষ্টি হয় এবং যে ভালবাসায় শায়েখের আনুগত্য সহজ হয় (মাকতুবাতে তাসাওউফ পৃ. ৫)

কেননা শায়েখ হলেন ফায়েজ বরকত ও খোদায়ী অনুদানের মাধ্যম। তাই মুরিদের পক্ষ থেকে সামান্যতম অনীহা ও অভিযোগ, খোদায়ী অনুদান বন্ধ করে দেয়। শামায়েলে তিরমিযীতে, হযরত আবু উবায়দা (রা.)এর বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এক হাড়ি গোশ্‌ত পাকালাম। তিনি ছাগলের সামনের পায়া খুব পছন্দ করতেন। এজন্য প্রথমে একটা পায়া তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি দ্বিতীয়টা চাইলেন, দ্বিতীয়টাও পেশ করলাম। এরপর তিনি আরো চাইলেন, তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ছাগলের সামনে দুটি পা থাকে। তিনি বললেন, ঐ পবিত্র স্বত্ত্বা আল্লাহর কসম, যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, আমার চাওয়ার পর যদি তুমি চুপ থাকতে তাহলে, যত পায়া চাইতাম ততবার ডেগ থেকে পায়া বের হত।

www.eelm.weebly.com

এই ঘটনায় হযরত আবু উবায়দা (রা.)এর কথা "বকরির সামনে দুটি পায়া থাকে" এর কারণে, আসার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, মোজেজা, কারামত ও এ জাতীয় অস্বাভাবিক ঘটনা "ফানায়ে তাম্মা" তথা পরিপূর্ণ বিলীন হওয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। আর সাহাবীর উত্তরের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোযোগ ও সাহাবীর "ফানা" পূর্বে যেমন পরিপূর্ণ ছিল পরে তা নষ্ট হয়ে গেল। ফলে নবীর মনোযোগ নষ্ট হওয়ার কারণে ভবিষ্যতের জন্য আসার ধারাবাহিকতাও বন্ধ হয়ে গেল।

আল্লামা মানাবী (রহ.) বলেন, মূলত এটা একটা খোদায়ী দান ছিল। পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করতে থাকলে, এ অনুদানের ধারাও জারি থাকত। কিন্তু সাহাবীর পক্ষ থেকে এমন কথা বলা ঐ মুহূর্তে উপযোগী ছিল না। ফলে ঐ নেয়ামতের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। এজন্য বুযুর্গগণ শায়েখ ও পীরের পরিপূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা ও তাঁর বিরোধিতা না করার ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিয়ে এ কথা বলেছেন, কোন মুরিদের জন্য নিজের নফসের অধীনে থাকার চেয়ে একটা বিড়ালের অধীনে থাকাও অনেক ভাল।

মুরিদের আদবসমূহ

'ইরশাদুল মুলূক' কিতাবের ৭২ পৃষ্ঠায় কুতুবে আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, মুরিদের উচিত স্বীয় শায়েখকে জাহেরী ও বাতেনীভাবে সম্মান করতে কোন প্রকার ত্রুটি করবে না।

জাহেরী সম্মান ঃ যেমন (১) শায়খের সাথে তর্ক করবে না।

www.eelm.weebly.com

(২) তিনি যা বলেন, যদি তা ভুলও হয় তারপরও তাঁর সামনে দলিল পেশ করবে না। কারণ তার দৃষ্টি ও ইলম, মুরিদের দৃষ্টি ও ইলম থেকে অনেক উর্ধ্বে। তিনি আল্লাহর ওলী।

(৩) শায়েখের সামনে জায়নামাযে বসবে না। তবে নামাজের জন্য বসলে, নামাজ শেষে গুটিয়ে রাখবে।

(৪) শায়েখের সামনে নফল না পড়া।

(৫) শায়েখ যা বলেন তা মেনে চলবে। বিন্দুমাত্র ত্রুটি না করা।

(৬) শায়েখের জায়নামাযে পা না রাখা।

(৭) শায়েখ ও অন্যের সামনে এমন আচরণ না করা যা আদবের খেলাফ।

(৮) শায়েখ ও ওলীদের চেহারার দিকে বারবার তাকাবে না।

(৯) শায়েখের সাথে সাধারণ মানুষের মত খোলামেলা আচরণ করবে না। তবে তিনি অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা।

(১০) এমন কোন কাজ করবে না যা শায়েখের কষ্টের কারণ হয়। সর্বদা তাঁর সামনে মাথা নত করে রাখবে।

(১১) অন্য লোকদের মুখের দিকেও তাকাবে না। এতে কলবে গাফলত ও উদাসীনতা ছেয়ে যায়।

বাতেনী সম্মান ঃ যেমন (১) শায়েখের কোন কথা অস্বীকার করবে না। (২) জাহের ও বাতেনকে এক রাখবে। কথা-কাজ ও আচরণ সকল ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবে। নচেৎ মুনাফেক হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ সমস্ত আদবের দলিল হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সাহাবা কেরাম (রা.)গণের যে সমস্ত মজলিস হত, তার দৃশ্য হাদিসের মধ্যে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

كأن الطيور على رؤوسهم

(যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসা আছে) হযরত শায়েখের হিকায়াতে সাহাবা (রা.) নামক কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.eelm.weebly.com

ওয়া সাল্লামের প্রতি সাহাবা কেরাম (রা.)গণের ভালবাসার অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যে শায়েখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রে চরিত্রবান হবেন, মুরিদের দীক্ষা ও তারবিয়াতের ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা ও প্রতিনিধি হবেন।

আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.) ও খিজির (আ.)এর কথা কোরআনে উল্লেখ করেছেন। হযরত মূসা (আ.) বিশেষ এক ইল্ম শিক্ষা করার জন্য হযরত খিজির (আ.)এর সাথে থাকতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু হযরত খিজির (আ.) উত্তর দিলেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না (কারণ আমাকে যে ইল্ম দেয়া হয়েছে, তা হল তাকদীর জগতের বিধান বাস্তবায়ন এবং এগুলো গোপন রহস্য সম্বলিত ইল্ম। আর আপনাকে দান করা হয়েছে শরীয়ত জগতের বিধান বাস্তবায়নের ইল্ম। আমার ইল্ম সম্পর্কে আপনার ধারণা না থাকায় তা মেনে নিতে পারবেন না। এখানে সংক্ষেপে বলছি, হযরত মূসা (আ.) ধৈর্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে হযরত খিজির (আ.)এর সাথে থাকলেন। কিন্তু সবর করা তাঁর দ্বারা সম্ভব হল না। প্রশ্ন করা শুরু করলেন এবং তৃতীয় বারে হযরত খিজির (আ.)এর সঙ্গ ত্যাগ করতে হল। সূরায় কাহাফে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। তেমনি মুরিদের জন্য জরুরী হলো আপন শায়েখের অনুকরণ করা। কোন প্রকার অভিযোগ না করা। শায়েখের আদব ও তাঁর নির্দেশ পালন ফরজ মনে করা। কোনভাবে তাঁর বিরোধিতা করা ঠিক নয়। কারণ মূসা (আ.) পয়গম্বর ও শরীয়তের ধারক বাহক হওয়ার কারণে উত্তম ছিলেন। শুধু মনের আবেগের কারণে, একটা জরুরী ইল্ম শিক্ষা করার জন্য হযরত খিজির (আ. এর সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন। প্রশ্নের কারণে গোনাহ হয়নি, কিন্তু ইল্ম থেকে তো মাহরুম থাকলেন। তাহলে মুরিদের অবস্থা কি হতে পারে? মূর্খ সেজে বিজ্ঞ শায়েখের আঁচল ধরেছে। আর জরুরী ইলম অর্থাৎ আল্লাহ

www.eelm.weebly.com

পাকের মারেফাতের ইলম শিখতে আল্লাহর ওলীর কাছে এসেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে অভিযোগ করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত অবশ্যই হবে।

হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহ.) এহইয়াউল-উলূমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, 'শায়েখ তাঁর মুরিদদের জন্য তেমন, উম্মতের জন্য নবী যেমন।' আর নবী শব্দের অর্থে হেদায়েত কারীর অর্থ পাওয়া যায়। এই জন্য ইরশাদুল মুলূকে শায়েখকে খোদার পরিচয়ের পাত্র বলা হয়েছে। জিয়াউল কুলূবের ৬১ পৃষ্ঠায় হযরত সায়্যিদুত্তায়েফা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহ.) বলেন, মুরশিদের হুকুম ও আদবকে খোদা ও রাসূলের হুকুম ও আদবের মত মনে করা উচিত। কারণ পীর মাশায়েখগণ খোদা ও রাসূলের নায়েব ও খলিফা হয়ে থাকেন।

টীকা ১ ঃ মুরশিদের আনুগত্য খোদা ও রাসূলের অনুগত্যের স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ পাক ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধানের উপর চলার জন্য মুরশিদের অনুসরণ করতে হয়। তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে শরীয়ত বিরোধী অনুকরণীয় মনে করে নয়। আর কোন স্বেচ্চাচারী ব্যক্তি যদি হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বলে তবে এমন ব্যক্তির আনুগত্য করা শিরক। (সংকলক)

অবস্থা যখন এই, তখন সুলূকের পথে খুব পবিত্রতা ও সতর্কতার প্রয়োজন। কেননা অনেক প্রেমিক মুরিদের কাছে শুনেছি যে, ঘর থেকে কোন গোনাহ করে কিংবা অহংকার ও উদাসীনতার সাথে শায়েখের মজলিসে গেলে শায়েখের দৃষ্টি ও ব্যবহার এলোমেলো মনে হয়েছে। পক্ষান্তরে অনুতাপ, অনুশোচনার সাথে শায়েখের মজলিসে গেলে তাঁর চোখ ও ব্যবহার গোছালো মনে হয়েছে। অথচ এগুলোর খবর আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এই রূপক অর্থের মাহবুব শায়েখ, যেন প্রকৃত মাহবুব আল্লাহর খুশি-অখুশির আয়না হয়ে গেছেন। এভাবে শায়েখদের নজর ও মনোযোগ নীরবে

www.eelm.weebly.com

মুরিদদের ইসলাহ্ করতে থাকে। এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এখানে অসম্ভব। কারণ জ্ঞানের আলো কম থাকায় এতে সাধারণ মানুষের আকীদা-বিশ্বাস খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা হল শায়েখের অপ্রকাশ্য কারামত। যারা যোগ্য ব্যক্তি তাঁরা বুঝতে পারেন। সুতরাং মুরিদকে ইসলাহ্ ও বাতেনী মেহনতের রাস্তায় খুব সতর্ক থাকা দরকার। সামনের ঘটনা দ্বারা এটাই প্রমাণ হবে।

হযরত সুলতানজীর ঘটনা

হযরত সুলতানজী নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহ.)এর কাছে, "আওয়ারিফের" একটা পুরাতন কিতাব ছিল। জনৈক মুরিদ এসে বলল, এর একটা নুতন কিতাব নির্ভুল পাণ্ডুলিপি ওমুক জায়গায় দেখেছি। হযরত শায়েখ তার এ কথাকে অপছন্দ করলেন। তিনি বললেন, এটাকে নুতন করার যোগ্যতা আমার নেই। দুই তিনবার তিনি এই একই কথা বললেন। মুরিদ বর্ণনা করেন, এতে আমি ভাবলাম না, হযরত শায়েখ আমার উপর রাগ করছেন। আমার পাশে এক লোক বসা ছিল। তিনি আমাকে বললেন, হযরত শায়েখ তোমাকে লক্ষ করে কথাগুলো বলেছেন। আমি শায়েখের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম। কিন্তু শায়েখের রাগ মিটল না। মারাত্মক পেরেশান হয়ে ওখান থেকে বের হয়ে আসলাম। ডুবে মরার জন্য একটা কুপের কাছে গেলাম, কিন্তু মনে হল, এতে খুব বদনাম হবে। অতঃপর এই পেরেশানী নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেলাম। আমার উপর দিয়ে এমন কঠিন দিন আর কখনও অতিবাহিত হয়নি। আল্লাহ্ পাক যেন এমন দিনের সম্মুখীন আর না করেন। শায়েখের ছেলের সাথে আমার দোস্তি ছিল। তিনি এসে শায়েখকে বললেন, সে আপনার নারাজীতে এত পেরেশান যে, এতে তার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। সুতরাং ক্ষমা করে দিন। এরপর শায়েখ আমাকে ডেকে ক্ষমা করে দিয়ে বললেন, তোমার বাতেনী শিক্ষার পূর্ণতার জন্য আমি এমন করেছি। এরপর তিনি আমাকে খেলাফত দান করলেন।

www.eelm.weebly.com

যে মুরিদ শায়েখের কল্‌ব হেফাজত করে না

বর্ণিত আছে, জনৈক মুরিদ চুলায় মুরগী ভুনা করতে দিয়ে শায়েখের খেদমতে উপস্থিত হল। শায়েখের সাক্ষাতের পর ফিরে আসতে চাইলে তিনি বলেন, আরো কিছুক্ষণ অবস্থান করুন। কিন্তু কোন জরুরত দেখিয়ে তিনি চলে আসলেন। এরপর চুলা থেকে ভুনা মুরগী নামিয়ে নিচে রেখে দিলেন, আর একটা কুকুর এসে তা নিয়ে গেল। দ্বিতীয় বার যখন তিনি শায়েখের খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি বললেন, যে শায়খের কলবের হেফাযত করে না, তার বিরুদ্ধে আল্লাহ পাক কোন কুকুর লেলিয়ে দেন।

হযরত জুনায়েদ (রহ.) এর প্রশ্ন ঃ ঈদের নামায কোথায় পড়বেন

হযরত জুনায়েদ (রহ.)এর নিকট পবিত্র রমজানে চার ব্যক্তি আগমন করলেন। হযরত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঈদের নামায কোথায় পড়বেন? একজন উত্তর দিলেন, মক্কা শরীফে। দ্বিতীয় জন বললেন, মদীনা তৈয়্যিবায়। তৃতীয় জন বললেন, বায়তুল মুকাদ্দাসে। চতুর্থ জন বললেন, আপনার সাথে। হযরত বললেন,

انت ازهدهم اعلمهم وافضلهم

এই চার জনের মধ্য হতে আপনি সবচেয়ে বেশি দুনিয়া ত্যাগী, বড় জ্ঞানী ও উত্তম ব্যক্তি। কারণ বেশি সওয়াব কামানোর থেকে শায়খের খেদমতে থেকে আপনি ফরজ ইলম হাসিল করতে থাকবেন।

পীর মাশায়েখগণ তাসাওউফের যত কিতাব লিখেছেন, তার মধ্যে মুরিদের আদব প্রসঙ্গে অবশ্যই কিছু না কিছু লিখেছেন। কারণ সুলূক ও তরীকতের ইমামগণ বলেছেন,

انما حرموا الوصول لتضيعهم الاحوال

www.eelm.weebly.com

(অর্থঃ হালত নষ্ট করার কারণে, অনেক মুরিদ আল্লাহকে পাওয়া থেকে মাহরুম হয়ে গেছে)

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (দা.বা.) হযরত শায়েখ আকবার মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবির যে কিতাবটি অনুবাদ করেছেন তা পড়ার যোগ্য। আদাবুল মুরিদীন নামে হযরত শিহাবুদ্দীন সাহরাওয়ারদী (রহ.) একটা স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। অধম এখানে হযরত সাহরাওয়ারদী (রহ.)এর প্রসিদ্ধ কিতাব আওয়ারিফুল মাআরিফ হতে, আদাবুল মুরিদীন নামে একটা অধ্যায় উল্লেখ করছি। এরপর একটা পরামর্শ দিয়ে কিতাব শেষ করব।

আওয়ারিফ থেকে মুরিদের আদব প্রসঙ্গে

উর্দু আওয়ারিফ ৪৬৩ পৃষ্ঠায় আছে যে, বুযুর্গগণের নিকট আদবের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ বুযুর্গগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা কেরাম (রা.)গণের আমলের অনুসরণ করে থাকেন। তাই আল্লাহ পাক বলেন,

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْالَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে যেও না, আল্লাহকে ভয় কর। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) বলেন, বনু তামিম গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আসলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বললেন, কুসাই ইবনে মাবাদকে তাদের আমির বানানো হোক। অন্যদিকে হযরত ওমর (রা.) বললেন, না আকরা ইবনে হাবেস তাঁদের আমির হোক।

www.eelm.weebly.com

এ ব্যাপারে তাঁরা তর্ক বিতর্ক শুরু করায় আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে যেও না" অর্থ হল, রাসূলের আগে তোমরা কথা বলো না। হযরত জাবের (রা.) বলেন, অনেক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে কোরবানী করে ফেলত। এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তারা যেন হুজুরের আগে কোরবানী না করে। অনেকে বলেছেন, এই আয়াত দ্বারা ঐসমস্ত লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যারা বলত, হায়! ওমুক ওমুক বিষয়ে যদি ওহী নাযিল হত। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আয়াতের অর্থ হল, নবীর পূর্বে তোমরা রোজা রেখো না। হযরত কালবী (রহ.) বলেন, আয়াতের অর্থ হল, কথা ও কাজ সহ কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে বাড়বে না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজে নির্দেশ না দিবেন।

মুরিদের কর্মপদ্ধতি এমন হওয়া উচিত, তার নিজস্ব কোন ইচ্ছা ও স্বাধীনতা থাকতে পারবে না। নিজের সত্তা ও অর্থ সম্পদের মধ্যে শায়েখের মশওয়ারা ব্যতীত কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না। উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এটাও বলা হয় যে, আগে যাওয়ার অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে আগে না চলা। হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, একবার আমি হযরত আবু বকর (রা.) এর আগে আগে হাটছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আরে! তুমি এমন ব্যক্তির আগে হাটছ যে উভয় জগতে তোমার চেয়ে উত্তম? এ আয়াতের একটি শানে নযুল এভাবে বলা হয়, এক গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে তারা

www.eelm.weebly.com

উত্তর দেয়া শুরু করত। আয়াত নাযিল করে তাদেরকে এহেন কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

শায়েখের মজলিসের আদব

শায়েখের মজলিসে বসার সময় মুরিদদের কিছু আদবের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। যেমন, (১) শায়েখের সামনে মুরিদ চুপ হয়ে বসবে (২) অনুমতি ব্যতীত কোন কথা বলবে না, এমনকি কোন মূল্যবান কথাও না। শায়েখের দরবারে মুরিদের দৃষ্টান্ত তেমন, যেমন কেউ সমুদ্রের পাড়ে বসে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিকের অপেক্ষা করে। মুরিদও শায়েখের কথা শ্রবণ করে, রূহানী রিজিকের অপেক্ষা করে। এভাবে করতে থাকলে শায়েখের প্রতি ভালবাসা ও আস্থা-বিশ্বাস এবং সত্য তালাসের অবস্থা পরিপক্ক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে শায়েখের মজলিসে বসে কথা বললে সত্য তালাসের স্তর থেকে সে ছিটকে পড়বে। কারণ এ দ্বারা বুঝা যায়, সে নিজেকে কিছু একটা ভেবে বসেছে। এটা হল, মুরিদের জন্য বড় ভুল ও বাড়াবাড়ি।

নিজের অস্পষ্ট রূহানী অবস্থা জানার জন্য শায়েখের কাছে জিজ্ঞাসা করা মুরিদের কর্তব্য। তবে সত্যসন্ধানী মুরিদের জন্য শায়েখকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয় না। সে যা চায় তা অবস্থার দ্বারা প্রকাশ হয়ে যায় এবং শায়েখ তা বুঝে ফেলেন। তদুপরি শায়েখ একনিষ্ঠ মুরিদের সামনে নিজের কলবকে আল্লাহর দিকে মনোযোগী করে দেন এবং তাঁদের জন্য রহমতের বৃষ্টি ও কল্যাণের দোয়া করেন। তখন তাঁর দিল ও জবান ঐসমস্ত সত্যসন্ধানীর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার আলোচনায় লিপ্ত হয়, যা শায়েখের ফায়েজের মুখাপেক্ষী হয়।

সত্যসন্ধানী মুরিদের সাথে কথা বললে শায়েখ তাঁর সঠিক অবস্থা বুঝতে পারেন। কারণ মানুষের কথা বীজের মত। বীজ বপণ করার পর তা খারাপ হলে গাছ গজায় না, আর ভাল হলে গজায়।

www.eelm.weebly.com

তেমনিভাবে কথার মধ্যে নফসানী খায়েশাতের মিশ্রণ থাকলে কথার ধরণ পরিবর্তন হয়ে যায়। শায়েখের কাজ হল, তিনি মুরিদের কথার বীজকে নফসানী খায়েশের মিশ্রণ থেকে পবিত্র করে, আল্লাহ পাকের হাতে ন্যস্ত করে দিবেন। তার কাছে সাহায্য চাইবেন ও হেদায়েতের দোয়া করবেন এবং এরপর মুরিদকে কোন কথা বলবেন। এভাবে তাঁর কথাবার্তা আল্লাহ পাকের সাহায্যে পূর্ণ সত্যতার নমুনা হয়ে যাবে।

শায়েখের মর্তবা

শায়েখ ও পীর হলেন মুরিদের ইলহামের রক্ষক, যেমন হযরত জিব্রাইল (আ.) ওহীর রক্ষক ছিলেন। ওহীর মধ্যে তিনি খেয়ানত করতেন না। তেমনি ভাবে শায়েখও ইলহামের মধ্যে খেয়ানত করেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন মনগড়া কোন কথা বলতেন না, তেমনিভাবে শায়েখও জাহের ও বাতেনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করেন। মনগড়া বা নফসের তাড়নায় তিনিও কথা বলেন না।

নফসানী খায়েশের কারণসমূহ

কথাবার্তার ক্ষেত্রে নফসানী খায়েশের দুটি কারণ হয়।

(১) মানুষের দিলের উপর প্রভাব বিস্তার করা ও তাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা। যা বুযুর্গগণ ও মাশায়েখের মর্যাদার খেলাফ।

(২) মিষ্টভাষী হওয়ার কারণে স্বীয় কথায় স্বাদ অনুভব করে নফস ও কুআত্মা শক্তিশালী হয় এবং এর কারণে আত্মপছন্দের রোগ সৃষ্টি হয়। বুযুর্গদের মতানুসারে এটাও এক ধরণের খেয়ানত।

তাই তরীকতের পীর মাশায়েখগণ যখন কোন কথা বলেন, তখন তাঁদের নফস নীরব হয়ে যায় এবং আল্লাহ পাকের

www.eelm.weebly.com

নেয়ামতসমূহের ভিতর লিপ্ত হয়ে নফসের কার্যক্রম যেমন আত্মপছন্দ ও অহংকারী হওয়া থেকে নিরাপদে থাকে। বরং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শায়েখের জবানে যে সমস্ত কথা আসে তা স্বয়ং শায়েখের নফসও তখন অন্যান্য শ্রোতাদের ন্যায় শুনতে থাকে।

মণি-মুক্তার সন্ধানে

শায়েখ আবু সাঈদ (রহ.) স্বীয় ইল্হাম অনুযায়ী আপন সাথীদের সাথে কথাবার্তা বলতেন এবং বলতেন তোমাদের ন্যায় আমিও এ আলোচনা শ্রবণ করতে থাকি। উপস্থিত এক ব্যক্তি এ কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বললেন, বক্তা তার বক্তব্যের ব্যাপারে বেশি অবগত থাকেন। তাহলে তিনি শ্রোতাদের মত কিভাবে হন? যাদের সে বিষয়ে কোন জ্ঞান থাকে না, তারা সে বক্তব্য শুনে। একথা বলে তিনি চলে গেলেন। রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, কেউ তাকে বলছেন, ডুবুরী মণি মুক্তার সন্ধানে সমুদ্রে ডুব দেয় না। বরং সে ঐ সব ঝিনুক সংগ্রহ করে, যে ঝিনুকের মধ্যে মণি মুক্তা থাকে। কিন্তু সে ডুবুরী তখন স্বচক্ষে মণি মুক্তাগুলো দেখতে পায় না। তবে সমুদ্রের পাড়ে আসার পর তা দেখতে পায়। তখন নদীর পাড়ে অবস্থিত অন্যান্য লোকজনও তা দেখতে পায়। সে মনি মুক্তা দেখার মধ্যে সে ও অন্যান্য লোকজন তখন সমান হয়ে যায়। এ কথায় সে বুঝতে সক্ষম হল যে, স্বপ্নযোগে আমাকে হযরত শায়েখের কথার দিকে ইশারা করা হয়েছে। সুতরাং মুরিদের জন্য উত্তম আদব হল, শায়েখের দরবারে সম্পূর্ণভাবে চুপ থাকা। শায়েখ কথা বলার আগ পর্যন্ত কিছু না বলা। উল্লেখিত আয়াত ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

www.eelm.weebly.com

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে যেও না। আল্লাহকে ভয় কর, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

এ আয়াত দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, কোন মুরিদ যেন তার স্বীয় মর্তবার চেয়ে উঁচু মর্তবা তালাশ না করে। মুরিদদের আদবের মধ্য হতে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ আদব যে, শায়েখ থেকে উঁচু মর্তবা লাভ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত না করা। বরং সর্বপ্রকার উঁচু মর্তবা স্বীয় শায়েখের জন্য হওয়া কামনা করা। শায়েখের জন্য বেশির থেকে বেশি ফায়েজ বরকতের দোয়া করা। এসব গুণ হাসিল করতে পারলে মুরিদের জন্য শায়েখের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ফলাফলের দ্বার উম্মুক্ত হয়ে যায়। যদিও মুরিদদের মাঝে এসব জিনিস খুব কম পাওয়া যায়। তথাপি আপন শায়েখের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা হওয়ার কারণে নিজের আবেদনের চেয়েও বেশি ফায়েজ বরকত পওয়া যায়।

আদবের গুরুত্ব

শায়েখ সির্‌রী সিকতী (রহ.) বলেন, উত্তম আদব হল জ্ঞানের পরিচয়। শায়েখ আবু আব্দুল্লাহ ইবনে খফিফ (রহ.) বলেন, শায়েখ রুআইম (রহ.) আমাকে বললেন, হে বৎস! নিজের আমলকে লবন ও আদবকে আটা বানাও। বলা হয়, তাসাওউফের অর্থই হল আদব গ্রহণ করা। প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি স্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আদব রয়েছে। যে আদব গ্রহণ করে সে কামেল মানুষের স্তরে পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে আদব থেকে যে মাহরুম হয়, আল্লাহর নৈকট্যের স্তর থেকে সে দূরে চলে যায়। কবুলের স্তর থেকে সে বিতাড়িত হয়।

আল্লাহ পাক সাহাবা কেরাম (রা.)গণকে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য বলেছেন, নবীর আওয়াজের উপর আওয়াজ উঁচু করবে না। (এই আয়াতের শানে নযুলে বলা হয়,) হযরত সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে

www.eelm.weebly.com

শাম্মাছ কানে কম শুনতেন। কিন্তু তার গলার আওয়াজ উঁচু ছিল খুব উঁচু আওয়াজে তিনি কথা বলতেন। তাঁর আওয়াজের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্ট পেতেন। ফলে আয়াত নাযিল করে আল্লাহ পাক তাঁকে ও অন্যদেরকে আদব শিক্ষা দিলেন।

অধম স্বীয় মাশায়েখ থেকে এ হাদিস শুনেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) বলেন, আকরা ইবনে হাবেস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আসলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাঁকে আপন কওমের সর্দার বানিয়ে দিন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁকে সরদার বানানো ঠিক হবে না। এভাবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে কথা কাটাকাটি করতে থাকায় আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.)কে বললেন, আপনি শুধু আমার বিরোধিতা করতে চান। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনার বিরোধিতা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত নাযিল করেন। এরপর থেকে হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এত আস্তে কথা বলতেন যে, দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা না করলে তাঁর কথা বুঝা যেত না। বলা হয় এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এ মর্মে কসম খেলেন, এখন থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কানে কানে কথা বলার আওয়াজে কথা বলবেন। তাই শায়েখের মজলিসে মুরিদের অবস্থা এমন হতে হবে। শায়েখের মজলিসে উঁচু আওয়াজে কথা বলবে না, হাসাহাসি করবে না, কথাবার্তা বেশি বলবে না, তবে শায়েখ যদি অনুমতিতাহলে বলবে। আওয়াজ উঁচু করলে গাম্ভীর্যতার পর্দা নষ্ট হয়। অথচ গাম্ভীর্যতা যখন মানুষের দিলের মধ্যে স্থান পায় তখন জবানে নীরবতার মোহর লেগে যায়।

www.eelm.weebly.com

শায়েখের আদব

অনেক মুরিদের উপর আপন শায়েখের আদব ও ভয় এত বেশি থাকে যে, শায়েখের প্রতি তাকানোও তার দ্বারা সম্ভব হয় না। স্বয়ং অধমের অবস্থা এমন ছিল যে, একবার আমার জ্বর হল ঘরে শোয়া ছিলাম। ঐ সময় চাচাজান ও মুহতারাম শায়েখ আবু নাজীব সাহরাওয়ারদী ঘরে প্রবেশ করলে, আমার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল। আমিও তখন ঘাম আনতে চাচ্ছিলাম, যাতে জ্বর হালকা হয়ে যায়। মুহতারাম শায়েখের আগমন দ্বারা এই নেয়ামত লাভ করলাম এবং হযরতের বরকতে জ্বরও ভাল হয়ে গেল।

একদিন আমি ঘরে একা একা বসা ছিলাম ঘরে একটা রুমাল ছিল, যা শায়েখ আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দান করেছিলেন এই রুমালটি পাগড়ি স্বরূপ তিনি নিজেও ব্যবহার করেছেন। ঘটনাক্রমে ঐ মুবারক রুমালের উপর আমার পা পড়ে যায়। এতে আমার দিল মারাত্মকভাবে ব্যথিত হল এবং আমার মধ্যে এক ধরণের ভয় ও অস্থিরতা সৃষ্টি হল। তখন আমার হৃদয়গহীনে শায়েখের ইজ্জত সম্মানের যেই আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল তা খুব মুবারক আবেগ ছিল।

শায়েখ ইবনে আতা (রহ.) উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আওয়াজ উঁচু করতে নিষেধ করে সাধারণ ভুলের জন্য ধমক দেয়া হয়েছে, যাতে কেউ সীমাতিক্রম করে ইজ্জত সম্মান বর্জন করে না বসে। শায়েখ সাহল (রহ.) বলেন, কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হলে কেবল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন কর।

শায়েখ আবু কবর ইবনে তাহের উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আগে বেড়ে কথা বলো না। তাঁর কথার উত্তর দিতে হলে, এমনভাবে

www.eelm.weebly.com

দাও যেন তাঁর সম্মানে কোন আচড় না লাগে। তোমরা একে অন্যের সাথে যেমন জোরে জোরে কথা বল, তাঁর সামনে এমন করো না। উঁচু আওয়াজেও বলো না, নাম ধরে তাঁকে ডেকো না। অর্থাৎ ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া আহমদ! বলে তাঁকে ডাকবে না। তাঁর পূর্ণ সম্মান করবে, আর ডাকার প্রয়োজন হলে ইয়া নবীয়াল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলে ডাকবে।

মুরিদ শায়েখের সাথে এই নিয়মে কথাবার্তা বলবে। গাম্ভীর্যতা যখন দিলের মধ্যে জমে যাবে, তখন সে জবানকে কথা বলার সঠিক নিয়ম শিখিয়ে দিবে। মানব স্বভাবের মধ্যে কুদরতীভাবে ছেলে সন্তান ও স্ত্রীর মহব্বত পাওয়া যায় এবং নফসানী কামনা বাসনা নিজের জন্য সময়-সুযোগ মিল করে নেয়। তেমনিভাবে কলব যদি ইজ্জত, সম্মান ও গাম্ভীর্যতা দ্বারা পূর্ণ থাকে তাহলে জবানকে সে উপযোগী কথা বলা শিখিয়ে দেয়।

সাবেত ইবনে কায়েসের ঘটনা

উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাবেত ইবনে কায়েস (রা.) রাস্তায় বসে কাঁদতে লাগলেন। হযরত আসেম ইবনে আদী (রা.) তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁদছেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমার মনে হচ্ছে, ঐ আয়াত আমার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, তোমরা নবীর আওয়াজের উপর আওয়াজ উঁচু করো না। কারণ হতে পারে, এতে তোমাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে। অথচ তোমরা তা বুঝতে পারবে না। আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে জোরে জোরে কথা বলি। তাই ভয় হচ্ছে, আমার আমল নষ্ট না হয়ে যায় এবং আমি জাহান্নামী না হয়ে যাই।

একথা শুনে হযরত আসেম (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গেলেন। হযরত সাবেত (রা.) ঐ

www.eelm.weebly.com

জায়গায় বসে আঝোরে কাঁদতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি স্বীয় স্ত্রীকে বললেন, আমি যখন ঘোড়ার আস্তাবল ঘরের ভিতরে চলে যাব, তখন দরজা লাগিয়ে তালা মেরে দিবে। স্ত্রী তাই করল। পরে তার দয়া হল স্বামীকে বের হতে বলল, কিন্তু তিনি বের হলেন না। বললেন, আমি বের হব না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক আমাকে মৃত্যু না দেন। অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার উপর খুশি হয়ে যান। হযরত আসেম (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে সাবেত (রা.)এর পুরো অবস্থা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, যাও তাঁকে ডেকে আন। একথা শুনে হযরত আসেম (রা.) ঐ জায়গাতে গেলেন যেখানে তিনি সাবেত (রা.)কে রেখে এসেছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁকে না পেয়ে তাঁর বাড়িতে এসে ঘোড়ার আস্তাবলখানায় পেলেন। বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে ডাকছেন। তিনি বললেন, দরওয়াজা ভেঙ্গে ফেল। এরপর তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সাবেত, কাঁদছ কেন? তিনি বললেন, আমার আওয়াজ উঁচু। আমার মনে হল, এ আয়াত আমার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তখন তিনি বললেন, তুমি কি এতে খুশি নও যে, ভাগ্যবান হয়ে জীবন যাপন করবে এবং শাহাদাতের মর্তবা হাসিল করে জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুসংবাদে নিশ্চিন্ত হলাম এবং এই প্রতিজ্ঞা করলাম ভবিষ্যতে কখনও আপনার সামনে উঁচু আওয়াজে কথা বলব না। এরপর একটি আয়াত নাযিল হয় যার অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যারা নিচু আওয়াজে কথা বলে তাঁরা ঐসব লোক যাদের তাকওয়া ও পরহেজগারীর পরীক্ষা স্বয়ং আল্লাহ পাক নিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা দেখতাম, একজন জান্নাতী মানুষ আমাদের সামনে দিয়ে চলেফেরা করছেন। মিথ্যুক মুসাইলামার সাথে যখন মুসলমানদের যুদ্ধ হচ্ছিল। তখন সাবেত ইবনে কায়েস (রা.) মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলতা দেখতে পেলেন। এমনকি মুসলমানদের একটা অংশ পরাজিতও হল। তখন তিনি বলতে লাগলেন, হায় আফসোস! তারা কি করছে? এরপর হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রা.) হযরত সালেম ইবনে হুজাইল (রা.) কে বললেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় আল্লাহর দুশমনদের মোকাবেলা এত দুর্বলতার সাথে করতাম না। এ কথা বলে তাঁরা উভয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে হযরত হুজাইফা (রা.) শহীদ হয়ে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণী হিসেবে হযরত সাবেত (রা.) ও শাহাদাতের মর্তবা লাভ করলেন। তখন তিনি লৌহ পোশাক পরিহিত ছিলেন।

হযরত সাবেত (রা.) এর কারামত

শাহাদাতের পর জনৈক সাহাবী তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। হযরত সাবেত (রাঃ) জনৈক সাহাবী (রা.)কে বললেন, তোমার জেনে রাখা দরকার, আমার লৌহ পোশাকটা ওমুক মুসলমান খুলে নিয়ে গেছে সে সৈন্যবাহিনীর ওমুক অংশে যুদ্ধ করছে। তার একটা ঘোড়াও আছে, যে আগে-পিছে খুব দৌড়ায়। আমার লৌহ পোশাকের উপর ভারি একটা বোঝা রেখে দিয়েছে। তুমি খালেদ বিন ওলীদ (রা.) কে এ মর্মে অবহিত কর, যাতে সে পোশাকটি উদ্ধার করতে পারেন। আর খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কে বলবেন যে, আমার কিছু করজ রয়ে গেছে, তিনি যেন তা পরিশোধ করে দেন। আর আমার ওমুক গোলাম আজাদ। সাহাবী (রা.) হযরত খালেদ (রা.) কে ঘটনা শুনালেন। বর্ণনা মোতাবেক লৌহ পোশাক ও

www.eelm.weebly.com

ঘোড়া পাওয়া গেল। ফলে পোশাক নিয়ে নেয়া হল। এরপর হযরত খালেদ (রা.) এই স্বপ্নের কথা হযরত আবু বকর (রা.)কে বললে, তিনি তাঁর ওসিয়ত মোতাবেক ঋণ পরিশোধ করে দিলেন।

হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.) বলেন, হযরত সাবেত (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ মারা যাওয়ার পর ওসিয়ত পুরা করা হয়েছে বলে আমার জানা নাই। মূলত এটা ছিল হযরত সাবেত (রা.) এর কারামত স্বরূপ যা তাঁর তাকওয়া ও উত্তম চরিত্রের কারণে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং সত্যসন্ধানী মুরিদের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে একথা মনে করা উচিত যে, আমার শায়েখ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্মৃতি স্বরূপ। মুরিদের জন্য তাঁর শায়েখের উপর এমন নির্ভরশীল হওয়া দরকার যেমন সাহাব কেরাম (রা.)গণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

তাকওয়ার পরীক্ষা

সাহাব কেরাম (রা.)গণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যখন উত্তম আদব দেখালেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁদের প্রশংসা করে বললেন, তাকওয়া ও পরহেজগারীর ব্যাপারে আল্লাহ পাক যাদের পরীক্ষা নিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁদের দিলকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এমনভাবে খাঁটি করে দিয়েছেন, যেমন স্বর্ণকে আগুনে জালিয়ে খাঁটি করা হয়। আর জবান যেহেতু দিলের ভাষ্যকার, তাই দিলকে আদবপূর্ণ করার জন্য ভাষাকে মার্জিত বানানো হয়। শায়েখের সাথে মুরিদের অবস্থাও এমন হওয়া উচিত।

শায়েখ আবু উসমান (রহ.) বলেন, মানুষ যদি বুযুর্গগণের সাথে আদবপূর্ণ ব্যবহার করে, তাহলে এ গুণ তাদেরকে উচ্চ মর্তবায় পৌঁছে

www.eelm.weebly.com

দেবে ও পরকালের কল্যাণ দান করবে। যেমন আদবের শিক্ষা আল্লাহই দিয়েছেন।

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (سورة الحجرات)

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ঘর থেকে বের হয়ে আসা পর্যন্ত যদি তাঁরা অপেক্ষা করত। তাহলে তাদের জন্য বেশি ভাল হত। তারপর আরো বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ (سورة الحجرات)

অর্থ ঃ হুজরা শরীফের পিছন থেকে যারা উঁচু আওয়াজে আপনাকে ডাকে তারা জ্ঞানহীন নির্বোধ (সুরা হুজরাত)

এ ঘটনা বনি তামিমের। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে উঁচু আওয়াজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে বলল, আপনি বাহিরে আমাদের কাছে আসুন। কেননা আমাদের প্রশংসা করা সৌন্দর্যের বিষয়। আর আমাদের বদনাম করা দোষের বিষয়। তাদের কথা শুনে তিনি বাহিরে এসে বলেলন, শুধু আল্লাহর বদনাম বর্ণনা করা দোষের বিষয় এবং তাঁর গুণ বর্ণনা করা সৌন্দর্যের বিষয়। এ ঘটনা অনেক বিস্তারিত। মোটকথা বনি তামিম তাদের কবি ও বক্তাদেরকে সাথে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু মুসলমানদের কবি হযরত হাসান ইবনে সাবেত (রা.) এবং আনসার ও মোহাজেরগণের যুবকদের বক্তৃতায় তারা হেরে যায়। এ ঘটনা দ্বারা আল্লাহ প্রেমিক সালেকের জন্য উপদেশ হল, পীরের সামনে আগে কথা না বলা। বরং আদবের সাথে থাকা। তার সাক্ষাতের জন্য জলদি না

www.eelm.weebly.com

করা। যতক্ষণ শায়েখ আপন হুজরা শরীফ থেকে বের না হন ততক্ষন অপেক্ষায় থাকা।

হযরত আব্দুল কাদের (রহ.) এর কর্মপদ্ধতি

শুনেছি, হযরত শায়েখ আব্দুল কাদের (রহ.) এর নিকট দরবেশ প্রকৃতির লোকজন সাক্ষাৎ করতে আসলে, খানকার দরওয়াজা খুলে বের হয়ে সালাম মুসাফাহা ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে, সোজা খানকায় চলে আসতেন। তাদের কাছে বসতেন না। কিন্তু দরবেশ নয় এমন কোন লোক আসলে তাদের নিকটে বসতেন। হযরতের এই কর্মপদ্ধতি জনৈক দরবেশের কাছে ভাল মনে হল না। হযরত দরবেশের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, দরবেশের সাথে আমাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য তাঁর সাথে আমরা দিলের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে সামান্য সাক্ষাতকে যথেষ্ট মনে করি। কিন্তু যে দরবেশ নয়, তার সাথে বাহ্যিক নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করি। কারণ এমন না করলে সে বিগড়ে যাবে।

মুরিদ ও শায়েখের সম্পর্ক

একজন সত্যসন্ধানী মুরিদের কর্তব্য হল, শায়েখের সাথে আদবপূর্ণ ব্যবহার করে নিজের জাহের ও বাতেন খুব ভালভাবে সংশোধন করে নেয়া। শায়েখ আবু মনসুর মাগরেবীকে জিজ্ঞাসা করা হল, শায়েখ আবু উসমানের সোহবত ও সাহচর্যে আপনি কতদিন ছিলেন? উত্তর দিলেন, তাঁর সাহচর্যে ছিলাম না বরং তাঁর খেদমত করেছিলাম। কারণ সাহচর্য শব্দটা রূহানী ভাই ও সাথীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, মাশায়েখদের খেদমত করা হয়। মুরিদের কর্তব্য হল, শায়েখের ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দিলে, হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.) এর ঘটনার কথা স্মরণ করা। কারণ হযরত খিজির (আ.)এর কাজ হযরত মূসা (আ.)এর পছন্দ হত না। কিন্তু যখন তিনি এগুলোর গোপন রহস্য প্রকাশ করে দিলেন, তখন হযরত

www.eelm.weebly.com

মূসা (আ.)এর সব অভিযোগ শেষ হয়ে গেল। সুতরাং নিজের জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে শায়েখের কোন কাজ ভাল মনে না হলে, মনে করবে, ইলম ও হেকমতের আলোকে এর ভাল কোন ব্যাখ্যা শায়েখের কাছে আছে।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)এর জনৈক মুরিদ তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার উত্তর প্রদান করলেন। এরপর সে পুনরায় প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আমার কথার উপর তোমার আস্থা না হলে এখান থেকে চলে যাও।

জনৈক শায়েখ বলেন, সম্মানী ব্যক্তিদের সম্মান না করলে বুঝতে হবে, আদবের বরকত থেকে সে মাহরুম। তিনি আরো বলেন, আপন উস্তাদকে যে নাসূচক উত্তর দেয় সে কখনোও কামিয়াব হতে পারে না। তিরমিজী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যেসব জিনিস আমি বর্জন করেছি, সেগুলো তোমরাও বর্জন কর, আর যেগুলো আমি আদেশ করি, সেগুলো তোমরা কবুল কর। কারণ তোমাদের পূর্বে যেসব লোক গত হয়ে গেছে, তারা অনেক বেশি প্রশ্ন করার কারণে ও পয়গম্বরদের সাথে মতপার্থক্য করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) বলেন, শায়েখ আবু হাফস নিশাপুরীর নিকট একজন অতি নীরব মানুষকে দেখতে পেলাম। সে কোন কথাই বলত না। তাঁর সাথীদের কাছে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলল, তিনি শায়েখ আবু হাফসের কাছে থাকেন এবং আমাদের খেদমত করেন। এ পর্যন্ত তিনি নিজস্ব সম্পদ থেকে এক লক্ষ দিরহাম এবং করজ নিয়ে আরো এক লক্ষ দিরহাম, খরচ করে ফেলেছেন। কিন্তু শায়েখ আবু হাফস তাঁকে কথা বলার অনুমতি দেন না। শায়েখ আবু ইয়াজিদ বুসতামী (রহ.) বলেন, আমি আবু আলী

www.eelm.weebly.com

সিন্দীর খেদমতে ছিলাম। আমি তাঁকে ফরজ বিধান শিক্ষা দিতাম আর তিনি আমাকে খাঁটি তাওহীদ ও তাসাওউফের তালিম দিতেন।

শায়েখ আবু উসমান (রহ.) বলেন, আমি অল্প বয়সে শায়েখ আবু হাফসের মজলিসে বসতে লাগলাম। প্রথমে তিনি আমাকে মজলিস থেকে বের করে দিয়ে বললেন, আমার কাছে বসবে না। তবে তাঁর কথায় আমি মনক্ষুন্ন হইনি এবং তাঁকে বর্জনও করিনি। তাঁর পিছনে ঘুরতে থাকলাম। পরিশেষে একবার আমি তাঁর দরবার থেকে অদৃশ্য হয়ে এই প্রতিজ্ঞা করলাম যে, তাঁর বাড়ির কাছে একটা কূপ খনন করে সেখানে বসে যাব। তাঁর অনুমতি ব্যতীত সেখান থেকে বের হব না। হযরত শায়েখ আমার এ প্রতিজ্ঞার কথা জানতে পেরে আমাকে দরবারে ডাকালেন। এরপর তিনি আমাকে কবুল করে নিলেন, তদুপরি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, আমি তাঁর খাছ মুরিদদের মধ্যে শামিল ছিলাম।

বুযুর্গগণের মূলনীতি ও জাহেরী আদবের মধ্যে এটাও একটা যে, শায়েখের কাছে অবস্থান কালে মুরিদ তার জায়নামাযটি শুধু নামাযের সময় বিছাতে পারবে। কারণ মুরিদের কাজ হল, শায়েখের খেদমতের জন্য ওয়াক্ফ ও বিলীন করে দেয়া। অথচ জায়নামাযে আসন গ্রহণ করা আরাম ও ইজ্জত তালাস করাকে বুঝায় যা অহংকারের দিকে ঠেলে দেয়।

আর একটা মৌলিক আদব হল, মুরিদ তাঁর শায়েখের কাছে নিজের বাতেনী অবস্থা যা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসে। ফায়েজ, বরকত, কারামত ও আমল কবুল হওয়ার যোগ্যতা ইত্যাদি কোন কিছু গোপন রাখবে না। বরং ঐসব কথাও শায়েখকে জানাবে, যা শুধু আল্লাহ পাক জানেন। কোন কথা বলতে লজ্জা লাগলে ইশারা ইঙ্গিতে বলবে। নিজের সব অবস্থা শায়েখকে না জানালে কলবের মধ্যে

www.eelm.weebly.com

একটা গিরা পড়ে যায়। শায়েখের কাছে হালত প্রকাশ করলে ঐ গিরা খুলে গিয়ে আন্তরিক চাপ দূর হয়।

শায়েখের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে

কোন মুরিদ শায়েখের খেদমতে থাকতে চাইলে তাঁকে ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে, শায়েখ তাঁর ইসলাহ ও সঠিক রাস্তা দেখানো এবং যিকির বাতানোর জিম্মাদার। তাই শায়েখ আমাকে ইসলাহ করতে পারবেন, অন্য কেউ আমার ইসলাহ করতে পারবে না। কারণ মুরিদ হওয়ার পর আপন শায়েখ ছাড়া অন্য পীরের প্রতি যদি কেউ নজর রাখে, তাহলে শায়েখ সাহচর্য দ্বারা বেশি উপকৃত হতে পারবে না। শায়েখের কোন কথায় তার উপকার হবে না। কারণ মুরিদের অন্তর শায়েখের রূহানী ফায়েজ হাসিল করতে প্রস্তুত নয়। ফায়েজ তখন হাসিল হবে, যখন মনে প্রাণে এক ব্যক্তিকে শায়েখ বানাবে এবং তাঁর মর্যাদার কথা একীন করে তাঁর সাথে রূহানী ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করবে। কারণ ভালবাসা হল পীর মুরিদের মাঝে সম্পর্ক গড়ার অন্যতম মাধ্যম। পীরের প্রতি মুরিদের মহব্বত যত বেশি হবে রূহানী ফায়েজ সে তত বেশি লাভ করবে। কারণ মহব্বত হল পরিচয়ের লক্ষণ। পরিচয় স্বজাতি হওয়ার আলামত। আর স্বজাতি হওয়া রূহানী ফায়েজের মাধ্যম।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে কাউকে আল্লাহর কিতাব হতে একটিমাত্র আয়াতও শিক্ষা দিল, সে তার মনিব হয়ে গেল। তার উচিত মনিবকে লাঞ্ছিত না করা। নিজেকে তার উপর প্রাধান্য না দেয়া। কেউ এমন করলে সে ইসলামী সম্পর্ক ভঙ্গ করে দিবে।

আর একটা মৌলিক আদব হল, মুরিদ তার সব কাজের মধ্যে শায়েখের হেদায়েতের প্রতি খেয়াল রাখবে। শায়েখের আখলাক,

www.eelm.weebly.com

চরিত্র সহনশীলতা ও ধৈর্যশীলতার উপর ভরসা করে, নিজের সাধারণ কাজে শায়েখের অপছন্দকে গুরুত্বহীন মনে করবে না।

শায়েখ ইব্রাহীম ইবনে শাবান বলেন, আমরা আবু আব্দুল্লাহ মাগরিবীর সাহচর্যে থাকতাম। সকলে যুবক ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বনে জঙ্গলে নিয়ে যেতেন। তাঁর সাথে একজন বৃদ্ধও থাকতেন নাম তাঁর হাসান। ৭০ বৎসর যাবৎ তিনি আছেন। আমাদের দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে আমরা ঐ বৃদ্ধের মাধ্যমে শয়েখের কাছে ক্ষমা চাইতাম এতে শায়েখ খুশি হয়ে যেতেন।

শায়খের দিকে রুজু করা

আরেকটি মৌলিক আদব হল, মুরিদ তার পীরের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত স্বীয় আত্মিক ঘটনাবলী ও কাশফের উপর ভরসা করবে না। কারণ শায়েখের জ্ঞান তার চেয়ে অনেক বেশি এবং আল্লাহ পাকের সাথে শায়েখের যোগাযোগও বেশি। মুরিদের উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যদি কোন রূহানী অবস্থা নাযিল হয়, তাহলে শায়েখ তা সমর্থন করে বহাল রাখবেন। কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা জিনিসের মধ্যে মতানৈক্য হয় না। আর যদি কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় থাকে, তাহলে শায়েখের মাধ্যমে তা দূর হয়ে যায়। রূহানী অবস্থা ও কাশফ সঠিক ও বেঠিক হওয়া যাচাই করার পদ্ধতি এটাই। কেননা এটাও সম্ভব যে, রূহানী ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে মুরিদের মধ্যে কোন নফসানী ইচ্ছা লুকিয়ে আছে। চাই এ ধরনের ঘটনা স্বপ্নের মাধ্যমে হোক বা জাগ্রত অবস্থায় হোক। তবে আর্শ্চয হল ঐ গোপন ইচ্ছা রূহানী ঘটনাবলীর মধ্যে মিশ্রিত হয়ে সব গড়বড় হয়ে যাবে। ঐ সব গোপন ইচ্ছাকে অপসারণ করতে মুরিদ সক্ষম নয়। তাই মুরিদ যখন শায়েখের কাছে এর আলোচনা করে, তখন তিনি মুরিদের ঐ গোপন নফসানী খায়েশের কথা বুঝতে পারেন।

www.eelm.weebly.com

এগুলোর সম্পর্ক আল্লাহ পাকের সাথে হলে শায়েখের মাধ্যমে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। আর গোপন নফসানী খায়েশের হলে শায়েখের মাধ্যমে তা অপসারিত হয়ে মুরিদের দিল পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর ঐ গোপন নফসানী খায়েশের বোঝা শায়েখ তাঁর নিজের উপর চাপিয়ে নিবেন। কারণ শায়েখের রূহানী হালত খুব মজবুত শুধু ঈমানী সম্পর্ক নয় বরং আল্লাহর মারেফাত কামেল পর্যায়ের হয়ে থাকে।

শায়েখের সাথে সাক্ষাতের উপযোগী সময় সন্ধান করা

আরেকটি আদব হল, মুরিদ যদি শায়েখের কাছে দ্বীন-দুনিয়া সংক্রান্ত কোন আলোচনা করতে চায়, তাহলে তড়িঘড়ি না করা। হঠাৎ করে তাঁর কাছে চলে না যাওয়া। বরং আগে দেখবে তাঁর হাতে সময় আছে কিনা এবং কথা শুনা ও উত্তর দেয়ার মত মন-মানসিকতা আছে কিনা। দোয়ার জন্য যেমন নির্ধারিত সময় ও বিশেষ বিশেষ আদব রয়েছে, এক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমনি। এটাও একটা খোদায়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে হয়। সুতরাং শায়েখের সাথে কথা বলার পূর্বে আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত, যেন তিনি তাঁর পছন্দ মত আদবের সাথে কথা বলার তাওফীক দান করেন। সাহাবা কেরাম (রা.)গণকে আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলার পূর্ণ আদব শিক্ষা দিয়েছিলেন।

বেশি বেশি প্রশ্ন করা

আল্লাহ পাক বলেন, হে ঈমানদারগণ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলতে হলে আগে তাঁর খেদমতে হাদিয়া পেশ করতে হবে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার ঘটনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনেক লম্বা লম্বা প্রশ্ন করত। এক পর্যায়ে গিয়ে এগুলো তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে গেল। কারণ তারা অনেক পীড়াপীড়ি করে প্রশ্ন করত। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে একাজ থেকে

www.eelm.weebly.com

বিরত রাখার জন্য বললেন, হাদিয়া পেশ না করে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলতে পারবে না। বলা হয় যে, এই হুকুম নাযিল হওয়ার পর সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল। গরিবরা বন্ধ করল পয়সা না থাকার জন্যে, আর ধনীরা বন্ধ করল কৃপণতার জন্যে। সাহাবা কেরাম (রা.)গণের জন্য এ বিধান কঠিন ছিল। তাই অন্য আয়াত নাযিল করে এ বিধান রহিত করে দিলেন। আল্লাহ পাক বলেন, কথা বলার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাদিয়া পেশ করা কি তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে গেল?

বলা হয় যে, হাদিয়া পেশ করার আয়াত নাযিল হলে হযরত আলী (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ হাদিয়া পেশ করে কথা বলার সুযোগ পাননি। হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক দিনার হাদিয়া দিয়ে কথা বললেন, তখন তিনি ঐ দিনারটি দান করে দিলেন।

হযরত আলী (রা.) বলতেন, কোরআন পাকের মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যার উপর আমল করা আমি ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি আর হবেও না। বর্ণিত আছে, হাদিয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.)কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাদিয়ার পরিমাণ কতটুকু হলে ভাল হয় এক দিনার? হযরত আলী (রা.) বললেন, এক দিনার দেয়া লোকদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে। বরং একটা গমের দানা বা একটা জবের দানা হলে ভাল হয়। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বড় দুনিয়াত্যাগী মানুষ। অতঃপর হাদিয়ার বিধানকে রহিতকারী আয়াত নাযিল হয়ে যায়। তবে যে উদ্দেশ্যে হাদিয়ার আয়াত নাযিল হয়েছিল, অর্থাৎ উত্তম আদব আখলাক ও ইজ্জত সম্মান বজায় রেখে কথা বলা শিক্ষা দেয়া, তা রহিত হয়নি। হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বলেন, আমি

www.eelm.weebly.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান করল না, ছোটদেরকে স্নেহ করল না এবং আলেমদের ইজ্জত করল না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। সুতরাং উলামাগণের সম্মান করা আল্লাহ পাকের তওফীক ও হেদায়েতের মাধ্যমে হবে, আর তা বর্জন করা ভাগ্যহীন ও অহংকারের আলামত। (আওয়ারেফের বর্ণনা এখানে সমাপ্ত।)

আনফাসে ঈসা নামক কিতাবে হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আদবের অর্থ হল, কষ্ট না দেয়া। এই মৌলিক বিষয়টিকে সামনে রাখবে। কারণ এটাই আসল উদ্দেশ্য। আরেকটা কথা মনে রাখবে, পীর মাশায়েখের রুচী ও মন মানসিকতা বুঝে চলবে। কিসে তাঁরা কষ্ট পান এবং কিসে খুশি ও সন্তুষ্ট হন সে অনুপাতে কাজ করবে। মানুষ কোন জিনিসে কষ্ট পায় তা বই পড়ে মুখস্ত করে নেয়া যথেষ্ট নয়। কারণ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এগুলোর মধ্যে পরিবর্তন হয়। তাই এর জন্য সহজ নিয়ম হল, শায়েখের রুচী অনুপাতে কাজ করা। আগে তাঁর রুচী বুঝতে হবে। এরপর সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তবে আদব দেখাতে গিয়ে অতিরঞ্জন করবে না। কারণ অতিরঞ্জন দ্বারা কষ্ট হয়।

(১) তাওহীদে মতলবঃ

মুরিদের আদবের মধ্য হতে একটা জরুরী আদব হল, তাওহীদে মতলব। এটা সুলূকের একটা বড় স্তম্ভ। যে তা লাভে সক্ষম হবে না, তার আত্মার চিকিৎসাও হবে না। তাওহীদে মতলবের অর্থ হল, মুরিদ তার শায়েখের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) বলতেন, যে মুরিদ সব দরবারে ঘোরা-ফেরা করে স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়, সে কোনদিন উদ্দেশ্য হাসিল করতে সক্ষম হয় না। পীরের নজর থেকে

www.eelm.weebly.com

সে ঝরে পড়ে, অবস্থা তার খারাপ থাকে। "এক দরবার খুব মজবুতভাবে ধরো" তাহলে কামিয়াবী আসবে। হযরত থানভী (রহ.) বর্ণনা করেন, কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (রহ.) বলতেন, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) ও হাজী সাহেব (রহ.) যদি এক মজলিসে থাকেন, তাহলে আমি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)এর প্রতি নজর তুলেও তাকাব না। কবি বলেন,

دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا

مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں

চাদ-সূর্য আলো দ্বারা হেরেম শরীফ আলোকিত হলে তাতে আমার কি?

তোমাকে আমার ভাল লাগে আপন অন্তরকে জবাব দিব কি?

হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রহ.)কে এক চিঠিতে হযরত হাজী সাহেব (রহ.) লেখেন, এই বদনসীব অধমের প্রতি, আদবপূর্ণ স্নেহের সন্তানের এমন সুধারণা যা তুমি লিখেছ, বদনসীব অধম আসলে এর যোগ্য নই। তবে অনেক আল্লাহর পাগল অধমের প্রতি তাঁদের এই সুধারণার কারণে তারা এমন মর্তবায় পৌঁছে গেছে যে, তাঁদের মুরশিদও ঐ মর্তবা লাভ করতে পারেনি।

(২) মুরিদের শান ঃ

মুরিদের অবস্থা এমন হওয়া চাই যে, পরামর্শের ক্ষেত্রে যদি পীরের সাথে তার কোন বিরোধিতা হয়ে যায় এবং পরে সে সতর্ক হয়, চাই সে নিজে নিজে হোক বা শায়েখের সতর্ক করা দ্বারা হোক, তা হলে সাথে সাথে শায়েখের সামনে ভুল স্বীকার করে নিবে। এরপর তিনি যে শাস্তি দিবেন খুশি খুশি তা বরণ করে নিবে।

www.eelm.weebly.com

(৩) বেশি ওজিফা আদায় করা মুরিদের আদবের মধ্য হতে নয়। কারণ মুরিদগণ তো কুমন্ত্রনা থেকে দিলকে রক্ষা করার জন্য, আখলাকের চিকিৎসার জন্য, অন্তরকে উদাসীনতা হতে রক্ষা করার জন্য মেহনত করেন, নেক আমল বেশি করার জন্য নয়। বেশি ওজিফা পড়ার চেয়ে স্থায়ীভাবে যিকিরে কলবী লাভ করা সর্বোত্তম অবস্থা।

(৪) সুলূকের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর জিনিস হল, নাবালেগ ছোট বাচ্চাদের সাথে ও মেয়েদের সাহচর্য গ্রহণ করা। আল্লাহ পাক যাকে এর মধ্যে লিপ্ত করে দিবেন, তার ব্যাপারে সব মাশায়েখগণ একমত যে, তাকে আল্লাহ পাক লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।

(৫) মুরিদের জন্য আরেকটা ক্ষতিকর দিক হল, তার মধ্যে সুলূকের ভাইদের প্রতি গোপন হিংসার প্রতিফলন ঘটবে। আল্লাহ পাক তার সহযাত্রী ভাইদের সুলূকের কোন বিশেষ রত্ন দান করলে এবং সে নিজে এ থেকে মাহরুম থাকলে, এর কারণে তার মধ্যে হিংসা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় তাকে মনে করতে হবে, সব জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকে বণ্টন করা হয়েছে।

(৬) মুরিদের জন্য আরেকটা আদব হল, সে কোন পদ বা নেতৃত্বের পিছে দৌড়াবে না এবং এ কামনা করবে না যে, কেউ তার শাগরিদ বা মুরিদ হোক। কারণ মানবীয় গুণাগুণ বিনাশ হওয়া এবং মুরিদ অবস্থার মুসিবতগুলো দূর হওয়ার পূর্বে পীর হয়ে গেলে হাকীকত তথা আল্লাহ থেকে সে মাহরুম থাকবে। তার তালিম ও মশওয়ারা কারো উপকারে আসবে না।

(৭) মুরিদের একটা শান হল, দুনিয়াদারদের থেকে সে দূরে থাকবে। কারণ তাদের সাহচর্য এমন বিষ যা অভিজ্ঞতার আলোকে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক বলেন, আপনি ঐ

www.eelm.weebly.com

ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না যার দিলকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি।

(৮) সুলূক ও আত্মাজগতের উন্নতি শরীয়তের আদবসমূহ রক্ষা করার দ্বারা হয়। যেমন হারাম ও সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে হাতকে রক্ষা করা। বুযুর্গগণ বলেছেন, সব মুসলমানের জন্য হালাল রিজিক অন্বেষণ করা ফরজ। তবে যারা সুলূকের মেহনত করেন তাঁদের জন্য এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। (ইরশাদুল মুলূক)

নোট ঃ তাসাওউফ ও শরীয়তের উল্লেখিত আটটি বিষয় হযরত মাওলানা মসীহুল্লাহ সাহেব (দা.বা.) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৯) মুরিদ আল্লাহ পাকের প্রিয়ভাজন হওয়ার আলামত হল, তার নিজের কাছে নিজেকে নিকৃষ্ট ও অপদস্ত মনে হওয়া। আর মুরিদ আল্লাহর অপছন্দনীয় হওয়ার আলামত হল, নিজের কাছে নিজেকে ভাল মনে হওয়া ও স্বীয় দোষ ত্রুটি লুকিয়ে থাকা।

পরিশেষে হযরত আকদাস শায়খুল হাদিস সাহেবের একটা বাণী

(১) হযরত শায়খুল হাদিস সাহেব বলেন, সুলূকের জন্য একটা মারাত্মক প্রতিবন্ধক হল, পীর ও শায়েখ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা। অধম স্বীয় আকাবিরদেরকে দেখেছি, যার মধ্যে এ ধরণের ঘ্রাণ পাওয়া যেত তাকে খেলাফত দিতে অনেক দেরি করতেন। তার ব্যাপারে কঠিন কঠিন বাক্য ব্যবহার করতেন, যার দরুন তার মধ্য হতে খেলাফত পাওয়ার বাসনা শেষ হয়ে যেত।

(২) খেলাফত লাভের পর নিজেকে মুরিদ করার যোগ্য মনে করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। বরং মুরিদ করার জন্য শায়েখের নির্দেশ পালন করার ক্ষেত্রে সর্বদা নিজের অযোগ্যতার কল্পনা করা দরকার। হযরত

www.eelm.weebly.com

মাদানী (রহ.) বলেন, "নিজেকে কে যোগ্য মনে করে? যে নিজেকে যোগ্য মনে করে সেই অযোগ্য।"

সবশেষে সংকলকের পক্ষ থেকে একটা পরামর্শ

এ বিষয়টা "মহব্বত" নামক কিতাবে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। তবে এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। পীর মুরিদীর সফলতা ও উন্নতি পরস্পরের মধ্যকার মুহব্বত ও আকীদা বিশ্বাসের উপর হয়ে থাকে। সুতরাং যারা এখনও মুরিদ হননি তাদের উচিত এমন কোন বুযুর্গের হাতে বাইআত হওয়া যার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে উঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল এবং যার পায়ের নিচে নিজেকে পদদলিত করতে সক্ষম হবে। তদুপরি উপরোল্লেখিত শর্ত ও আদব রক্ষা করতে পারবে। নামি-দামি কোন শায়েখের সাথে সম্পর্ক গড়তে সমস্যা হলে, ছোট পর্যায়ের কোন শায়েখের কাছে মুরিদ হয়ে যাওয়া উচিত। তবে শর্ত হল, পীর হওয়ার শর্ত তার মধ্যে হতে হবে। (আপবিতীর ৭ম খণ্ডের মধ্যে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে) এরপর তাওহীদে মতলব পূর্ণ মনোযোগ ও বিনয়ের সাথে তাঁর দরবারে পড়ে থাকলে, কামিয়াবী এসে যাবে। "পীর আমার যাই হোক তাঁর প্রতি সুধারনা ও আকীদা বিশ্বাস রাখা সফলতার জন্য যথেষ্ট"। এ ধরণের কথা আগেও বর্ণনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কারেন্ট আসে পাওয়ার হাউস থেকে তারের সম্পর্ক পাওয়ার হাউসের কাছে বড় খাম্বার সাথে কিংবা দূরে অবস্থিত ছোট খাম্বার সাথে। জোড়া মজবুত হলে বাল্ব যত শক্তিশালী ও স্বচ্ছ হবে আলোও তত বেশি হবে।

আর যারা মুরিদ হয়েছেন কিন্তু শায়েখের সাথে স্বভাবগত ভালবাসা সৃষ্টি হয়নি, তারা প্রথমে জ্ঞানগত ভালবাসা গড়ার চেষ্টা করবেন। কারণ এটা ইচ্ছাধীন ব্যাপার। আসল উপকার জ্ঞানগত ভালবাসার উপর হয়ে থাকে। এর নিয়ম হল, শায়েখের কীর্তি-কাণ্ড এবং তাঁর ইলমী ও আমলী যোগ্যতার কথা মনের মধ্যে গেঁথে নিবে। কিছুদিন

www.eelm.weebly.com

অন্য বুযুর্গগণের সোহবতে যাবে না এবং ঐসমস্ত কিতাবাদি পড়া বন্ধ রাখবে যার লেখকরা সুলূকের মেহনত করেনি।

আত্মার চিকিৎসার খাতিরে আপন পীর ও শায়েখের সাথে অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশ না করা। তাঁর সাথে বিনয় ও আদবপূর্ণ ব্যবহার করা তো খুব সহজ আমল। এও যদি কেউ না করতে পারেন তাহলে তাঁর কষ্ট মেহনত সব বেকার ও মূল্যহীন হয়ে যাবে। কলব আলোকিত হওয়ার পরিবর্তে অন্ধকার হয়ে যাবে। যেমন ছাদের পানি পড়ার নালার মধ্যে কাদা রেখে দেয়া সংক্রান্ত হযরত হাজী সাহেব (রহ.)এর বয়ান উপরে বর্ণিত হয়েছে।

পরিশেষে হযরত শায়খুল হাদিস (দা.বা.)এর সম্পর্কে একটা অত্যন্ত মুবারক কথা খেয়াল হল। বিশেষ করে আমার পীর ভাইদের জন্য এ কথাটি খুব শিক্ষনীয় ও অনুসরণযোগ্য। আর তা হল, হযরত শায়েখ তাঁর জাহেরী ও বাতেনী যোগ্যতার ক্ষেত্রে বাল্যকাল থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। এটা এমন একটা খোলামেলা ও প্রসিদ্ধ ব্যাপার যা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর পরিবারিক পরিচয়ও অত্যন্ত মূল্যবান ও উঁচু পর্যায়ের।

একদিকে তিনি হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব (রহ.)এর পুত্র অন্যদিকে দাওয়াত ও তাবলীগের বাণী হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব (রহ.)এর ভাতিজা। এইসব সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও কামালাতের কারণে তিনি স্বীয় উস্তাদবৃন্দ ও মাশায়েখদের কাছে নজীর বিহীন গ্রহণযোগ্যতা, ভালবাসা ও স্বীকৃতি লাভ করে ছিলেন।

এমনকি হযরতের শায়েখ ও মুরশিদ হযরত আকদাস খলিল আহমদ সাহারাণপুরী (রহ.)কে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, যাকারিয়া কি আপনার পুত্র ও ছেলে? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি খুব আবেগ ও ভালবাসার সাথে বলেছিলেন, সে আমার ছেলের চেয়েও বেশি

www.eelm.weebly.com

গুরুত্বপূর্ণ। এতসব কিছু সত্ত্বেও হযরত শায়েখ তাঁর সমসাময়িক বুযুর্গগণ, মাশায়েখ ও আকাবির ওলামাদের সাথে আদব ও বিনয়ের যে তরিকা গ্রহণ করেছিলেন তা কোন পীর ও মুরিদের মধ্যে পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) এর সাথে কিছু ব্যাবহারে সাধারণ মনঃকষ্টের সন্দেহে যে চিঠিপত্র তিনি লিখেছিলেন তা আপবীতীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের জন্য তা উপদেশের পাথেয়। এ সমস্ত যোগ্যতার কারণে হযরত শায়েখুল হাদিস সাহেব তাঁর জামানার সমস্ত সমসাময়িক মাশায়েখদের কামালাত, বুযুর্গী ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিজের মধ্যে ধারণ করে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক সমন্বয় নিজের মধ্যে ঘটিয়ে ছিলেন। যার ফলে তিনি হয়ে গেলেন সমস্ত আকাবির মাশায়েখ ও বুযুর্গগণের খায়ের ও বরকতের মহা সমাহার ও মারকাজ। ذلك فضل الله يوتيه من يشاء আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মেহেরবাণীতে অধম সংকলক ও পাঠকদের সকলকে আপন মহব্বত ও রিজা নসীব করুন। আমীন! এবং মাশায়েখ ও বুযুর্গগণের অনুকরণ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। (আমীন!)

والله الموفق لما يحب ويرضى وصلى الله تعالى على
خير خلقه سيدنا مولانا محمد واله واصحابه وبارك وسلم
تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحيم؛

ইতি ঃ সংকলক ঃ অধম মুহাম্মদ ইকবাল হুশিয়ারপুরী
মদীনা মুনাওয়ারা ২৩ শে সফর ১৩৯৬ হি.

www.eelm.weebly.com